সুরমা

বিশেষ সাক্ষাৎকার পর্ব ১ ৮ পৃষ্ঠায়

প্রতিষ্ঠাতা : মরহুম আলহাজ ডা. বশির আহমদ Est: May 1978. SURMA 47 Years, Issue 2363, 21 - 27 February 2025 50p

দেশ বিদেশে শ্রদ্ধা আর ভালোবাসায় ভাষাশহীদদের স্বরণ

● শ্রদ্ধার ফুলে ভরে উঠেছে সারা দেশের শহীদ মিনার
● কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে সর্বস্তরের মানুষের ঢল
● ভাষাশহীদদের প্রতি প্রেসিডেন্ট ও প্রধান উপদেষ্টার শ্রদ্ধা জ্ঞাপন
● ভাষাশহীদদের প্রতি হাইকমিশনার ও মেয়রের শ্রদ্ধা জ্ঞাপন

মিনহাজুল আলম মামুন,
লন্ডন, ২১ ফেব্রুয়ারি:

হৃদয়ে একুশের চেতনা ধারণ করে বিনম্র শ্রদ্ধা, মর্যাদা ও ভাবগাম্ভীর্যের মধ্য দিয়ে এবং ভাষাশহীদদের শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করার মধ্য দিয়ে শুক্রবার দেশ বিদেশে শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালিত হয়েছে। একুশের প্রথম প্রহরে ঘড়ির কাঁটায় রাত ১২টা ১ মিনিট বাজতে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে পুষ্পস্তবক অর্পণের মাধ্যমে শুরু হয় এই শ্রদ্ধা নিবেদন। সূর্য ওঠার আগেই ভোরে শুরু হয় খালি পায়ে প্রভাতফেরি। আবালবৃদ্ধবনিতা সবার মুখে মুখে সেই গান- 'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি/ আমি কি ভুলিতে পারি'। ফুলের ডালা, গাঁদা-গোলাপের মালা আর হাতে হাতে লেখা প্ল্যাকার্ড নিয়ে শহীদ মিনারে ছিলেন হাজারো মানুষ। শহীদ মিনারের বেদিতে ফুল দেন রাজনৈতিক, সামাজিক, পেশাজীবী ও বিভিন্ন সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্বরা। শিক্ষক, শিক্ষার্থী, শিশু-কিশোররাও শ্রদ্ধা জানান। ভাষা শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে মানুষের ঢল নামে। বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে শহীদ মিনারে শ্রদ্ধা জানাতে আসা সর্বস্তরের মানুষের লাইন আরও দীর্ঘ হয়। হাতে ছোট ছোট পতাকা, ফুল নিয়ে বিভিন্ন শ্রেণি- পেশার মানুষ শহীদ মিনারে আসেন। ফুলেল শ্রদ্ধা জানানো হয় সারা দিন। দেশের সব শহীদ মিনারে ভরে ওঠে শ্রদ্ধার ফুলে। দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ভাষাশহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের এই চিত্র দেখা গেছে।

দিবসটি উপলক্ষে দেশের বিভিন্ন স্থানে প্রভাতফেরি সহকারে শহীদ মিনারে পুষ্পস্তবক অর্পণ, আলোচনা সভা, কালো ব্যাজ ধারণ, জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত, কালো পতাকা উত্তোলন, চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতাসহ নানা কর্মসূচি পালন করা হয়।

(বাকি অংশ ৪নং পাতায়)

'সার্ক' এর পুনরুজ্জীবন চায় না ইন্ডিয়া

● হাসিনাকে নিয়ে 'শ্যাম রাখি না কুল রাখি' দশা
● চিকেন নেক নিয়ে সেনাপ্রধানের উদ্বেগ প্রকাশ
● ইন্ডিয়াকে টেক্কা দিতে চীন এর মারাত্মক চাল

।। সুরমা প্রতিবেদন ।।
লন্ডন, ২১ ফেব্রুয়ারি:

প্রায় ১০ বছর ধরে সাউথ এশিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর রিজিওনাল কো-অপারেশন তথা সার্ক স্তব্ধ হয়ে আছে। দক্ষিণ এশিয়ার প্রত্যেকে জানেন যে 'সার্ক' এর পথে কোন দেশ এবং কোন দেশের কাজকর্ম অন্তরায় হয়ে দাঁড়াচ্ছে। ২০১৬ সালে উরি হামলার পর থেকে আর 'সার্ক' এর স্ট্যান্ডিং কমিটির বৈঠক হয়নি। ওই হামলার পরে ইন্ডিয়া এবং পাকিস্তানের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক তলানিতে ঠেকেছে। তারইমধ্যে পাকিস্তানে সার্জিক্যাল স্ট্রাইক

(৪নং পাতায়)

গণমাধ্যমে অসামান্য অবদানের জন্য বিশেষ সম্মাননা পেলেন সুরমা সম্পাদক

আব্দুল ওয়াহিদ তালিম, লন্ডন, ২১ ফেব্রুয়ারি:
ব্রিটিশ-বাংলাদেশি মিডিয়ায় অসামান্য অবদানের জন্য 'দ্যা সানরাইজ টুডে জার্নালিস্ট অ্যাওয়ার্ড ২০২৫' এ ভূষিত হয়েছেন বিশিষ্ট গণমাধ্যম ব্যক্তিত্ব সাপ্তাহিক সুরমা সম্পাদক শামসুল আলম লিটন। *(৯নং পাতায়)*

ভোটারবিহীন তিন নির্বাচনের ডিসিদের বহিস্কার

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়

● সুরমা'য় প্রকাশিত হয় তালিকা, অপকর্মের কাহিনী

ঢাকা অফিস, ২০ ফেব্রুয়ারি:

পলাতক ফ্যাসিবাদী প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার আওয়ামী লীগ আমলে ২০২৩ সালে সুরমা'য় 'নির্বাচনী ভিলেনদের তালিকা' শিরোনামে বিনা ভোট ও নৈশ ভোটের কারিগরদের ধারাবাহিক তালিকা প্রকাশ করা হয়। ১৬ জুন ২০২৩, সেই তালিকার তৃতীয় পর্বে ২০১৮ সালের ৩০ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত জাতীয় সংসদ নির্বাচনে যেসব জেলা প্রসাশকগণ রিটার্নিং অফিসারের দায়িত্বপ্রাপ্ত হয়ে খলনায়কের ভূমিকা পালন করেছিলেন, নৈশ ভোট ও অনৈতিক কর্মকান্ডে জড়িত সেসব জেলা প্রশাসকগণের নামের তালিকা প্রকাশ করা হয়েছিলো। সোশ্যাল মিডিয়ায় সেই তালিকাটি ভাইরাল হয়েছিলো। এবার সেই তালিকা ধরে ২২ সাবেক জেলা প্রশাসককে বাধ্যতামূলক অবসরে পাঠানো হয়েছে এবং ৩৩ সাবেক জেলা প্রশাসককে ওএসডি করা হয়েছে।

২২ সাবেক জেলা প্রশাসককে বাধ্যতামূলক অবসর

ফ্যাসিবাদী আওয়ামী লীগ সরকারের সময় বিতর্কিত নির্বাচনে দায়িত্ব পালন করা ২২ জন জেলা প্রশাসককে (ডিসি) বাধ্যতামূলক অবসরে পাঠানো হয়েছে বলে জানিয়েছেন জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব মো. মোখলেস উর রহমান।

বৃহস্পতিবার (২০ ফেব্রুয়ারি) সচিবালয়ের *(৯নং পাতায়)*

৭৩ বছরেও শহীদ সালাম পরিবারের আক্ষেপ ঘোচেনি

ঢাকা অফিস-

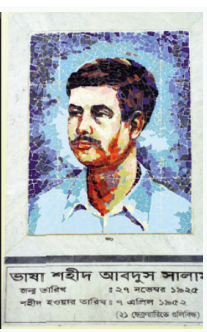

ভাষা আন্দোলনের ৭৩ বছর পূর্ণ হলেও আক্ষেপ ঘোচেনি ভাষাশহীদ আবদুস সালামের পরিবারের। দীর্ঘ সময়ে এ পরিবারের কয়টি চাওয়া এখনো পূরণ হয়নি। এনিয়ে ক্ষোভের অন্ত নেই তাদের। শহীদের স্বজন ও স্থানীয়রা জানান, ঢাকার আজিমপুর কবরস্থানে সালামের কবর চিহ্নিত করা হলেও সেটি সংরক্ষণ হয়নি এখনো। দাগনভূঞা বাজারের জিরো পয়েন্টকে সালাম চত্বর নামকরণ, ঢাকা-ফেনী-দাগনভূঞায় একটি সড়ক সালামের নামে নামকরণ, চার লেনের মহাসড়কের পাশে সালামের বাড়ি নির্দেশক তোরণ নির্মাণ, ভাষা শহীদ সালাম সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় নামকরণ করা হলেও সরকারিভাবে গেজেট প্রকাশের দাবি জানিয়ে আসছে। কিন্তু কিছু হয়নি এখনো। এছাড়া মুক্তিযোদ্ধাদের কোটা ছিলো ভাষা শহীদদের ক্ষেত্রে নেই, মুক্তিযোদ্ধাদের ভাতা বাড়লেও ভাষা শহীদদের বাড়েনি। এদিকে স্থানীয়ভাবে শহীদ সালামের স্মরণে প্রতিষ্ঠিত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানগুলো তদারকির অভাব ও অবহেলায় নানা সমস্যায় আছে। ভাষা আন্দোলনের ৬৫ বছর পর ২০১৭ সালে শনাক্ত হলো শহীদ সালামের কবর। ঢাকার আজিমপুরে শায়িত আছেন এ মহান ভাষা সৈনিক। এ সাত বছরেও তার কবর সংরক্ষণের কোনো উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। *(৪নং পাতায়)*

“তারুণ্যে বিনিয়োগ” এখন জাতীয় চ্যালেঞ্জ

ঢাকা ১৭ ফেব্রুয়ারি;
অতীশ দীপঙ্কর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে দক্ষতা উন্নয়ন ও উদ্যোক্তা তৈরির জন্য "স্কিল ডেভলপমেন্ট অ্যান্ড অন্ট্রোপ্রেনরশিপ: দ্য অনলি হোপ ফর মিলিয়নস অব নিট (নট ইন এডুকেশন-এমপ্লয়মেন্ট ট্রেনিং) ইয়ুথ" শীর্ষক সেমিনার ও গোলটেবিল বৈঠকে বক্তারা সকল সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানকে ভূমিকা রাখার আহ্বান জানিয়েছেন। দেশে বর্তমানে বেকার ১০ লাখের বেশি। সরকারের পক্ষ থেকে সবার জন্য চাকরির ব্যবস্থা করা প্রায় অসম্ভব। একমাত্র দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে উদ্যোক্তা সৃষ্টি করে এই বেকার সমস্যার সমাধান সম্ভব। সকল ব্যবসায়ী শিল্পপতি এবং কর্তৃপক্ষকে “তারুণ্যে বিনিয়োগ” এই লক্ষ্যকে একটি আদর্শ হিসেবে গ্রহণে বক্তারা গুরুত্ব আরোপ করেন। এই সমন্বিত চেষ্টা তারুণ্যের বিনিয়োগ কর্মসূচিকে সফল করবে এবং সকল ক্ষেত্রেই এর ইতিবাচক প্রভাব পড়বে।

সোমবার (১৭ ফেব্রুয়ারি) বিশ্ববিদ্যালয়ের অডিটোরিয়ামে এই সেমিনারের আয়োজন করা হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের স্কিল ডেভেলপমেন্ট ইনস্টিটিউট এর পরিচালক ও সাবেক শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী ড. আ ন ম এহসানুল হক মিলনের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর ড. শহীদ উদ্দিন আহমেদ, সম্মাননীয় অতিথি ছিলেন বিশ্ববিদ্যায়ের বোর্ড অব ট্রাস্টিজের চেয়ারম্যান শামসুল আলম লিটন, বিশেষ অতিথি ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলর প্রফেসর ড. মো. জাহাঙ্গীর আলম, বোর্ড অব ট্রাস্টিজের সদস্য-সচিব মো.কামরুজ্জামান লিটু, রিনিউঅ্যাবল এনার্জি বিশেষজ্ঞ শামসুল আরেফিন সোহেল ও সাইক গ্রুপের কমিউনিকেশন ডিরেক্টর নূরনবী সিদ্দিক।

প্রধান অতিথি অধ্যাপক ড. শহীদ উদ্দিন আহমেদ বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের এই স্কিল ডেভেলপমেন্ট ইনস্টিটিউটের যেসব কোর্স দেখলাম সেগুলো আমার কাছে খুব সম্ভাবনাময় মনে হয়েছে। আমাদের দেশের তর“ণরা যথেষ্ট মেধাবী তাদের ভালোভাবে প্রশিক্ষণ দেয়া গেলে জাপান ও যুক্তরাষ্ট্রের মতো ইনোভেশনে আমরা এগিয়ে যাবো। উদ্যোক্তা তৈরির বিভিন্ন দিক নিয়েও আলোচনা করেন তিনি।

স্কিল ডেভেলপমেন্ট ইনস্টিটিউটের পরিচালক ও সাবেক শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী ড. এহসানুল হক মিলন বলেন, যাদের অ্যাকাডেমিক ডিগ্রি নেই তাদের হয়তো অন্য কোনো ভালো স্কিল আছে। আমরা সেসব মেধাবীদেরও দক্ষতা উন্নয়নে প্রশিক্ষণ দেবো। বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাস করে অনেকে বেকার হয়ে ঘুরছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের সনদের পাশাপাশি যদি দক্ষতা উন্নয়নের প্রশিক্ষণ থাকতো তাহলে কেউ বেকার থাকতো না। আমাদের এই স্কিল ডেভেলপমেন্ট ইনস্টিটিউট দেশের বেকারত্ব দূর করতে সহায়তা করবে।

বোর্ড অব ট্রাস্টিজের চেয়ারম্যান শামসুল আলম লিটন বলেন, আমাদের স্কিল ডেভেলপমেন্ট ইনস্টিটিউটের প্রতিটি কোর্সের দুইটি অ্যাক্রিডিটেশন থাকবে। একটি দেশীয় ও অপরটি আন্তর্জাতিক। যাতে তাদের জন্য পৃথিবীব্যাপী কর্মক্ষেত্রে কাজের সুযোগ তৈরি হয়। কোর্সের অংশ হিসেবে ইংরেজি ও বেসিক আইটি এবং কোর্স শেষে কয়েক মাসের জন্য পেশাগত কর্মক্ষেত্রে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা থাকবে। এজন্য বিভিন্ন কর্পোরেট ও নিয়োগ কারী কতৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়েছে এবং যথেষ্ট সাড়া পাওয়া গেছে।

তিনি বলেন, স্কিলকোর্স, কর্মক্ষেত্রে প্রশিক্ষণ ও উদ্যোক্তা হিসেবে তাদের গড়ে তোলা একটি সমন্বিত জাতীয় কার্যক্রম।এই ক্ষেত্রে সকলকে ভূমিকা রাখার আহ্বান জানান। এর ফলে তরুণ-তরুণীরা এখানে প্রশিক্ষণ নিয়ে দেশে ও বিদেশে চাকরি ও উদ্যোক্তা হবার সুযোগ পাবে। প্রত্যন্ড়গ্রামের শিক্ষার্থীরাও যেনো প্রশিক্ষণ নিয়ে আয় করার সুযোগ পায় এজন্য আমরা গ্রামে গ্রামে ফ্রিল্যান্সিং কোর্স চালু করবো।

নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়ের সাবেক বিশেষ দূত ও আন্তর্জাতিক মেরিটাইম অরগানাইজেশনের সাবেক সেক্রেটারি জেনারেল ক্যাপ্টেন মঈন আহমেদ বলেন, আমাদের মার্চেন্টদের সার্টিফিকেটের নাম প্রুফ অব কম্পিটেন্সি। অর্থ্যাৎ এখানে যে কোনো বিষয়ে দক্ষতা দেখা হয়। মেরিন বিষয়ক বিভিন্ন কোর্স চালু করা হলে চাকরিপ্রার্থীরা উপকৃত হবে। কারণ এসবের চাহিদা বিশ্বব্যাপী।

পর্যটন করপোরেশনের সাবেক জেনারেল ম্যানেজার মিজানুর রহমান বলেন, হসপিটালিটি ম্যানেজমেন্ট বিষয়ে ৩-৬ মাস ব্যাপী বিভিন্ন কোর্স চালু করা যেতে পারে। তিন মাস পড়াশোনা এবং বাকি তিন মাস ব্যবহারিক শিক্ষা দেওয়া যেতে পারে। আমাদের দেশে কক্সবাজার ও পটুয়াখালীর বিভিন্ন হোটেলসহ বিদেশেও এসব কোর্স পাস করা শিক্ষার্থীদের অনেক চাহিদা রয়েছে।

সেমিনারে সেমিকন্ডাক্টর ও চিপ তৈরির বিভিন্ন কোর্স, ফ্রিল্যান্সিং ও আইটি সেক্টর, হেলথ এন্ড সেফটি ম্যানেজমেন্ট, রিনিউয়েবল এনার্জি, জাপানিজ ল্যাগুয়েজ এন্ড কালচার, কেয়ার গিভিং, ইংলিশ কমিউনিকেশন, আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সসহ বিভিন্ন কোর্স চালু ও উদ্যোক্ত তৈরি করার প্রয়োজনীয় কার্যক্রমের বিষয়ে মতামত ব্যক্ত করেন বক্তারা।

অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে দক্ষতা উন্নয়ন কোর্সগুলোর সম্ভাব্য রূপরেখা উপস্থাপন করেন, রোবোটিক্স এন্ড অটোমেশন ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের চেয়ারম্যান ও সহকারী অধ্যাপক মাজিদ ইশতিয়াক আহমেদ এবং কম্পিউটার বিজ্ঞান বিভাগের চেয়ারম্যান শারমিন আক্তার।

ড. ইউনূস কী সেই সাহসী ডিএজি ইমরানের দায় এড়াতে পারেন?

ওসমান গনি বাবুল, ঢাকা অফিস:

এক বছর আগের কথা। শান্তিতে নোবেলজয়ী ড. মুহাম্মদ ইউনূসের বিরুদ্ধে একের পর এক মামলা করছিল শেখ হাসিনা সরকার। এমন সময় ড. ইউনূসের বিরুদ্ধে এক বিবৃতিতে সই না করায় চাকরিচ্যুত হন তৎকালীন ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল (ডিএজি) এমরান আহম্মদ ভূঁইয়া। অনবরত হুমকি পেয়ে নিরাপত্তা শংকায় তিনি স্ত্রী ও তিন মেয়েসহ এক কাপড়ে ঢাকার মার্কিন দূতাবাসে গিয়ে আশ্রয় নেন।

ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে গত ৫ আগস্ট দেশ ছাড়েন শেখ হাসিনা। পরে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে দায়িত্ব নেন ড. ইউনূস। তাঁর নেতৃত্বাধীন নতুন সরকার বিচারপতি, অ্যাটর্নি জেনারেল, এডিশনাল ও ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল নিয়োগ দিলেও এমরানের নাম নেই। এ নিয়ে আলাপকালে এই প্রতিনিধিকে এমরান বলেন, ‘কোনো আফসোস নেই এবং চাকরিও ফেরত চাইছি না।’ অ্যাটর্নি জেনারেল অফিসের অন্য কর্মকর্তারা ড. ইউনূসের বিপক্ষে বিবৃতিতে সই করলেও একা কেন বিরত থাকলেন- এমন প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, ‘বিবেক বিসর্জন দিয়ে কিছু করতে চাইনি।’

এমরান বলেন, ‘বিশ্ব গণমাধ্যম ও আন্তর্জাতিক সংস্থার তথ্য এবং মামলাগুলোর বিষয়বস্তু পর্যালোচনা করে মনে হয়েছিল ড. ইউনূসের বিরুদ্ধে সরকারের দায়ের মামলাগুলো জুডিশিয়াল হ্যারাসমেন্ট বা রাষ্ট্রীয় মদদে বিচারিক হয়রানি। এ কারণে বিবেকবোধ থেকেই বিবৃতিতে সই করিনি।’

তিনি আরও বলেন, ‘ড. ইউনূসকে হয়রানি না করার দাবি জানিয়ে ২০২৩ সালের ২৮ আগস্ট বিবৃতি দেন বিশ্বে বিভিন্ন ক্ষেত্রে নেতৃত্বস্থানীয় দেড় শতাধিক ব্যক্তি। তাঁদের মধ্যে নোবেলজয়ী ছিলেন শতাধিক। এর বিপরীতে অ্যাটর্নি জেনারেল অফিস একটি বিবৃতি প্রস্তুত করে কর্মকর্তাদের স্বাক্ষর দিতে বলে। সিদ্ধান্ত নেই, স্বাক্ষর করব না। স্বাক্ষর করিনি। ওই সময়ের প্রেক্ষাপট, বাস্তবতা ও পরিবেশ-পরিস্থিতিতে শুধু নিজে নয়, স্ত্রী ও তিন সন্তানসহ নিরাপত্তা প্রশ্নে মার্কিন দূতাবাসে শেলটার (আশ্রয়) গ্রহণ করি। এছাড়া আর কোনো অবলম্বন ছিল না। কেননা, হত্যার সরাসরি হুমকিও ছিল।’

বরখাস্তকৃত এই ডিএজি বলেন, ‘এখন নিজস্ব আইন পেশায় মনোযোগী হতে চাই। আমার বিষয়কে (ড. ইউনূস) বড় করে দেখুক, এই প্রত্যাশা করি না। ড. ইউনূস অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছান- এটাই প্রত্যাশা। তিনি একজন সম্মানিত ব্যক্তি। তার সম্মানহানির চেষ্টা ও তার ওপর বিচারিক হয়রানি হয়েছিল। তিনি এখন সরকারপ্রধান- তাতেই আমি সন্তুষ্ট। তিনি সংস্কারের বিভিন্ন উদ্যোগ নিয়েছেন। দেশের স্বার্থে তার নেতৃত্ব ও উদ্যোগে সবাই এগিয়ে আসা প্রয়োজন। তবে এক্ষেত্রে তার সকল চিন্ড়া বা উদ্যোগকেই একতরফা সমর্থন করতে হবে এমনটা হওয়াও বাঞ্ছনীয় নয়। দেশের স্বার্থে ভিন্নমতকে তিনি শ্রদ্ধা করবেন, এটাই প্রত্যাশা।’

প্রসঙ্গত, ইউনূসের ওপর ‘নিপীড়ন বন্ধের’ আহ্বান জানিয়ে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে লেখা নোবেলজয়ীসহ ১৬০ জন বিশ্বনেতার চিঠি ২০২৩ সালের ২৮ আগস্ট ‘প্রটেক্ট ইউনূস’ শিরোনামে প্রকাশ করে ওয়ার্ডপ্রেস। চিঠিতে বলা হয়, ১৩ বছর ধরে ড. মুহাম্মদ ইউনূসকে নিপীড়ন করা হচ্ছে। এর পাল্টা বিবৃতিতে সই না করে চাকরি হারান এমরান।

এটিএম আজহারের মুক্তির দাবীতে লন্ডনে হাইকমিশনের সামনে বিক্ষোভ

লণ্ডন, ২০ ফেব্রুয়ারি:

এটিএম আজহারের মুক্তির দাবীতে
লন্ডনে হাইকমিশনে সামনে বিক্ষোভ
বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর সাবেক ভারপ্রাপ্ত সেক্রেটারী জেনারেল এটিএম আজহারুল ইসলামের মুক্তি ও ফ্যাসিস্ট আওয়ামী আমলে দায়েরকৃত সকল রাজনৈতিক মিথ্যা মামলা প্রত্যাহারের দাবিতে লন্ডনে বিক্ষোভ কর্মসূচী পালিত হয়েছে। সোমবার স্থানীয় সময় বিকেলে যুক্তরাজ্যভিত্তিক মানবাধিকার সংগঠন রাইটস অব দ্যা পিপলের উদ্যোগে লন্ডনে অবস্থিত বাংলাদেশ হাইকমিশনের সামনে প্রবাসী বাংলাদেশীরা মানববন্ধন কর্মসূচী পালন ও স্মারকলিপি প্রধান করেন।

সংগঠনের সভাপতি আসাদুজ্জামান সাফির সভাপতিত্বে ও সেক্রেটারি ফয়েজ আহমদের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত কর্মসূচিতে অতিথি উপস্থিত ছিলেন- ইলিং অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল গ্রুপের সেক্রেটারি ডেভিড এডওয়ার্ডস, ট্রেজারার আমেন্ডা কেন্ট ট্রেজারার ও কমিউনিটি ব্যক্তিত্ব কাজী কবীর উদ্দিন।

কর্মসূচিতে বক্তারা বলেন, প্রায় এক যুগের বেশি সময় ধরে তথাকথিত মানবতাবিরোধী অপরাধের নামে জামায়াতের সাবেক কেন্দ্রীয় ভারপ্রাপ্ত সেক্রেটারী জেনারেল এটিএম আজহারুল ইসলামকে কারাগারে আটক রাখা হয়েছে। প্রশ্নবিদ্ধ বিচারের নামে অবিচার চালিয়ে এখনও আটক রাখা সম্পূর্ণ মানবাধিকার পরিপন্থী কাজ। বিপবের মাধ্যমে যে নতুন বাংলাদেশ গঠিত হয়েছে সেখানে এ ধরনের বিপবী মানুষদের আটক রাখা স্ববিরোধী কাজ আখ্যা দিয়ে অনতিবিলম্বে তাকে মুক্তি দেয়ার জোর দাবি জানান বক্তারা। সেইসাথে আওয়ামীলীগ সরকারের আমলে দায়েরকৃত সকল মিথ্যা মামলা প্রত্যাহারেরও দাবি জানানো হয়। অনুষ্ঠান শেষে বাংলাদেশ হাইকমিশন বরাবর একটি স্মারকলিপি পেশ করা হয়।

কর্মসূচিতে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন- সংগঠনের সহ-সভাপতি আমিনুল ইসলাম আনহার, সহ-সাধারণ সম্পাদক জুমেল হুসাইন, সহ-সাধারণ সম্পাদক মোঃ কাওসার আহমেদ, মো: সানাউর রহমান চৌধুরী, মারুফ আহমদ, সহ-প্রচার সম্পাদক শাহরিয়ার হোসেন শাকিব, মানবাধিকার কর্মী আবুল কালাম আজাদ লস্কর, আব্দুল্লাহ মোঃ আবু তাহের, মারুফ উদ্দিন, রুবেল আহমেদ, রানু মিয়া, মোশাহিদ আলী, মোঃ নাইমুর রহমান, মোঃ আব্দুল হামিদ, আব্দুল কুদ্দুস মাছুম, মো: মিজানুর রহমান, সালাউদ্দিন কাদের, শিমুল ইসলাম, মো: আবু সাঈদ, আইমান আহমদ, মোঃ নাজমুল হুদা, মো: ফরহাদ আহমেদ এমন, মো: ফখরুল ইসলাম, মো জাহির আলী, সালমান আহমেদ, মো: আব্দুল হাদি, মো: ফজলুর রহমান, আব্দুল মুমিন রাহি, রেজাউল করিম রাব্বি ও আব্দুল হান্নান প্রমুখ।

বাজেয়াপ্ত হতে বাঁচতে আ.লীগের মন্ত্রী-এমপিদের টাকা বড় কোম্পানিগুলোতে বিনিয়োগ

ঢাকা অফিস-
দেশ ছেড়ে পালিয়ে যাওয়া কিংবা আত্মগোপনে থাকা আওয়ামী নেতাদের নামে ও বেনামে হাজার হাজার কোটি টাকা দেশের বড় বড় কোম্পানিগুলোতে জমা রাখা হচ্ছে, যার মাধ্যমে তারা নিজেদের অর্থের নিরাপত্তা নিশ্চিত করছেন। এসব কোম্পানিগুলো এখন বিপুল বিনিয়োগ পেয়ে সুবিধা পাচ্ছে এবং পোয়াবারো অবস্থায় রয়েছে। সরকারের পটপরিবর্তনের পর নেতারা যেভাবে পেরেছেন, তেমনিভাবে নিজেদের নগদ অর্থ কিংবা মূল্যবান সম্পদ দেশের বাইরে সরিয়ে নিয়েছেন। অনেকেই এই অল্প সময়ে অর্থ সরাতে পারেননি, কারণ তারা নিজেদের এবং পরিবারের নিরাপত্তার কথা ভাবতে ব্যস্ত ছিলেন। এবার এসব নেতাদের পাশে দাঁড়িয়েছে বড় বড় কোম্পানিগুলো। কারণ, যখন বড় গ্রুপ অব কোম্পানির একাউন্টে টাকা জমা থাকে বা তাদের জিম্মায় সম্পদ রাখা হয়, তখন প্রশাসনের পক্ষ থেকে কোনো বাধা আসে না। তাই বিনিয়োগের নামেই হোক বা টাকার নিরাপত্তার জন্য, অর্থ কোম্পানিগুলোতে সরিয়ে রাখার চেষ্টা চলছে, যাতে নেতারা হাত ছেড়ে বাঁচতে পারেন।

গত ১৫ বছরে আওয়ামী সরকারের অধীনে বড় বড় কোম্পানিগুলো সবচেয়ে বেশি সুবিধা পেয়েছে এবং সম্পদের পাহাড় তৈরি করেছে। এখন সাবেক মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী, সংসদ সদস্যদের টাকা নিরাপদ রাখতে সহযোগিতা করার জন্য এসব কোম্পানিগুলো এগিয়ে এসেছে।

বিদেশে পলাতক নেতারা দেশে ফিরে না আসলে কিংবা বড় ধরনের সাজার আওতায় পড়লে, তখন এসব কোম্পানির লাভবান হবে। এ কারণে এসব কোম্পানিগুলোর একাউন্টে টাকা জমা হচ্ছে। এছাড়া, নতুন ব্যবসা চালু করা কোম্পানি থেকে শুরু করে ইন্ডিয়া ও আশেপাশের দেশগুলোতে ব্যবসায়ী বাজার সৃষ্টি করা কোম্পানিগুলোর নামও রয়েছে, যারা এসব নেতাদের কালো টাকা বিনিয়োগের ব্যবস্থা করেছে।

ছাত্র সংসদ নির্বাচন ছাত্রদলে ‘আটকা’

ঢাকা, ১৮ ফেব্রুয়ারি :
গণঅভ্যুত্থানের পর পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের বৈধ নেতৃত্বদানের প্যাটফর্ম ছাত্র সংসদ নির্বাচনের দাবি জোরালো হয়। তবে সময় গড়ানোর সঙ্গে তা স্তিমিত হয়েছে। রাজনৈতিক দলগুলোর গ্রিন সিগন্যাল না থাকায় ছাত্র সংগঠন এখনই নির্বাচন চাচ্ছে না। সাধারণ শিক্ষার্থীরা সংসদের আগে ছাত্র সংসদ নির্বাচন চাইলেও প্রশাসন নির্বিকার।

বিএনপি দ্রুত জাতীয় নির্বাচনের দাবিতে সোচ্চার। তাদের সংগঠন ছাত্রদলের ভাষ্য, গত বছর ৫ আগস্ট গণঅভ্যুত্থানে শেখ হাসিনার পতন হলেও বিশ্ববিদ্যালয়ে ফ্যাসিবাদী কাঠামো রয়ে গেছে। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক-কর্মকর্তারাও ছাত্রদলের প্রতি পক্ষপাতমূলক আচরণ করছে। ফলে সংস্কার ছাড়া তাদের পক্ষে নিরপেক্ষ নির্বাচন করা সম্ভব নয়। ছাত্র সংসদ নির্বাচন করার আগে শিক্ষার্থীদের ওপর হামলায় জড়িত ছাত্রলীগের বিচার, প্রশাসন থেকে আওয়ামীপন্থিদের অপসারণ ও গঠনতন্ত্র সংস্কার করতে হবে।

গণঅভ্যুত্থানে নেতৃত্ব দেওয়া বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন শুরুতে এ নির্বাচনের ব্যাপারে সরব হলেও এখন নীরব। এর পেছনে ওপর মহলের ইশারা, সঙ্গে রয়েছে নতুন রাজনৈতিক দল গঠনের ব্যস্ততা। একই অবস্থা ছাত্রশিবিরের; মুখে নির্বাচন চাইলেও অদৃশ্য কারণে পিছু হটেছে। এ ইস্যুতে ক্যাম্পাসে তৎপরতা নেই বাম সংগঠনগুলোরও।

সংশ্লিষ্টরা বলছেন, ছাত্র সংসদ নির্বাচনের সুদূরপ্রসারী প্রভাব বিশ্ববিদ্যালয় পেরিয়ে জাতীয় নির্বাচনেও পড়ে। এ জন্য সংসদের আগে নির্বাচন না করার ব্যাপারে রাজনৈতিক দল থেকেই চাপ রয়েছে।

জানতে চাইলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক আইনুল ইসলাম বলেন, ‘জাতীয় নির্বাচনের সঙ্গে ছাত্র সংসদ নির্বাচন অনুঘটক হিসেবে কাজ করে। ছাত্র সংসদে পরাজয় জাতীয় নির্বাচনে প্রভাব ফেলে। জাতীয় নির্বাচন চলতি বছরের মধ্যে হলে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো ছাত্র সংসদ নির্বাচনের গ্রিন সিগন্যাল পাবে না। নির্বাচন দেরিতে হলে ভিন্ন হিসাব আসবে।’ তিনি বলেন, ‘ছাত্র সংসদ বড় কর্মযজ্ঞ। একটিতে শুরু হলে অন্যদের ওপর চাপ বাড়ে। আমার মনে হয়, বিশ্ববিদ্যালয়গুলো অপেক্ষা করছে জাতীয় নির্বাচনের রূপরেখার জন্য। সরকার সেটি দিলে ছাত্র সংসদ নির্বাচনও একটি পথ পাবে।’

ডাকসু নিয়ে তথৈবচ প্রশাসন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) আচরণবিধি, গঠনতন্ত্র সংস্কার ও ক্যাম্পাসে ছাত্র রাজনীতি নিয়ে তিনটি কমিটি হয়েছে। প্রক্টর সাইফুদ্দীন আহমেদ ফেব্রুয়ারির শুরুতে রূপরেখার প্রতিশ্রুতি দিলেও এখনও পারেননি। এ নিয়ে ক্ষুব্ধ সাধারণ শিক্ষার্থীরা। ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের ছাত্র হাফিজুর রহমান বলেন, ‘সংস্কার ও নির্বাচন–দুটির অগ্রগতি আমরা চাই। কিন্তু প্রশাসন কিছুই করছে না। ডাকসু হলে ছাত্রলীগের বিচার প্রক্রিয়া আরও ত্বরান্বিত হতো।’

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সমন্বয়ক আব্দুল কাদের বলেন, ‘প্রশাসন কিছু সংস্কার কাজ করছে। দ্রুত সংস্কার কাজ শেষে তারা নির্বাচন দেবে–এটাই প্রত্যাশা।’ এ ব্যাপারে ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক নাছির উদ্দীন নাছির বলেন, ‘দেশের সব খাত সংস্কার হলে বিশ্ববিদ্যালয়ে কেন ফ্যাসিবাদী কাঠামো থাকবে? সংস্কার প্রক্রিয়া শেষ করে আমরাও দ্রুত ডাকসু নির্বাচন চাই। কিন্তু প্রশাসনের সংস্কার প্রক্রিয়া দৃশ্যমান না হলে আমরা কোনো টাইমফ্রেম বলব না।’

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক নিয়াজ আহমেদ খান বলেন, ‘ডাকসু আমাদের অন্যতম প্রতিশ্রুতি। প্রতিনিয়ত এ নিয়ে কাজ হচ্ছে। আমরা চাই, ডাকসু নিয়ে পুরোপুরি ঐক্য না হলেও, যেন বৃহত্তর ঐক্য হয়।’

রাকসু ঝুলে আছে ‘পক্ষপাতিত্বে’

রাবি প্রতিনিধি অর্পণ ধর জানিয়েছেন, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংসদ (রাকসু) নির্বাচনের পক্ষে শিক্ষার্থীরা। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন, শিবিরসহ বামপন্থি ছাত্র সংগঠনও নির্বাচন চায়। তবে প্রশাসনের প্রতি পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ এনেছে ছাত্রদল। তাদের ভাষ্য, প্রশাসন জামায়াত-শিবিরঘেঁষা, তাদের পক্ষে নিরপেক্ষ নির্বাচন করা সম্ভব নয়। আবার ছাত্রলীগের কারণে দীর্ঘদিন তারা শিক্ষার্থী-ঘনিষ্ঠ কার্যক্রম করতে পারেননি। ফলে এখনই নির্বাচন চাচ্ছেন না তারা। গত বছর ২৯ সেপ্টেম্বর রাকসুর কোষাধ্যক্ষ হিসেবে আরবি বিভাগের অধ্যাপক সেতাউর রহমানকে নিয়োগ দেয় কর্তৃপক্ষ। এর পর আর কোনো তৎপরতা দেখা যায়নি। যদিও প্রশাসন বলছে, ঈদের পর নির্বাচন হতে পারে। রাবি ছাত্রদলের আহ্বায়ক সুলতান আহমেদ রাহীর প্রশ্ন–প্রশাসন একটি নির্দিষ্ট রাজনৈতিক দলের এজেন্ডা বাস্তবায়ন করছে। এ অবস্থায় কীভাবে নিরপেক্ষ নির্বাচন সম্ভব? সব সংগঠনের সহাবস্থান ও গঠনতন্ত্র সংস্কারের দাবি জানান তিনি।

শাখা ছাত্রশিবিরের সভাপতি মোস্তাকুর রহমান জাহিদ বলেন, ‘ক্যাম্পাসের অবস্থা এখন ভালো। সংসদের আগে রাকসু নির্বাচন হলে ভালো হবে।’ বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সমন্বয়ক গোলাম কিবরিয়া মোহাম্মদ মেশকাতও একই দাবি জানান।

বামপন্থি ছাত্র সংগঠনের মোর্চা গণতান্ত্রিক ছাত্রজোট নিজেদের গোছাতে আরেকটু সময় চায়। জোটের সদস্য বিপবী ছাত্রমৈত্রী রাবি শাখার সভাপতি শাকিল হোসেন বলেন, ‘রাকসু নির্বাচনে প্রস্তুতির জন্য অবশ্যই সময় দরকার আছে।’

উপাচার্য অধ্যাপক সালেহ্ হাসান নকীব জানান, রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে তারা আলোচনা করেছেন। মোটা দাগে সবাই নির্বাচনের পক্ষে। কেউ দ্রুত, কেউ দেরিতে। প্রশাসনও ঈদের পরে নির্বাচন দিতে চায়।

অনিশ্চিত গন্তব্যে জাকসু

জাবি প্রতিনিধি তারেক হোসেন জানিয়েছেন, আন্দোলনের মুখে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংসদ (জাকসু) নির্বাচনের রূপরেখা ঘোষণা দিয়ে সাড়া ফেলে কর্তৃপক্ষ। তবে ছাত্র সংগঠনগুলোর দুই মেরুতে অবস্থান, পাল্টাপাল্টি কর্মসূচি, প্রশাসনকে অসহযোগিতা ও নির্বাচন-সংক্রান্ত সভা বর্জনের পর ঝুলে গেছে জাকসুর ভাগ্য। নির্বাচনের আগে গঠনতন্ত্র সংস্কারসহ তাদের দাবিগুলোর বাস্তবায়ন চায় ছাত্রদল। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন ও ছাত্রশিবির বিপরীতে অবস্থান নিয়েছে। তারা মনে করে, সংস্কার নির্বাচিত প্রতিনিধির হাতে ছেড়ে দেওয়া উচিত। যদিও এপ্রিলের শেষ সপ্তাহে তপশিল এবং ২১ মের মধ্যে নির্বাচনের আশ্বাস দিয়েছে প্রশাসন।

ছাত্রদল, ছাত্র ইউনিয়ন (অমর্ত্য-ঋদ্ধ), ছাত্র ফ্রন্ট (মার্ক্সবাদী) এবং সাংস্কৃতিক জোটভুক্ত ৯ সংগঠনের দাবি, গঠনতন্ত্র সংস্কার, জুলাইয়ে শিক্ষার্থীদের ওপর হামলার বিচার, সিনেট-সিন্ডিকেট ও প্রশাসন থেকে আওয়ামীপন্থি শিক্ষকদের অপসারণের পর নির্বাচন হতে হবে। জাবি ছাত্রদলের আহ্বায়ক জহির উদ্দিন বাবর বলেন, ‘নির্বাচনের আগে অবশ্যই প্রশাসনকে আমাদের দাবির বিষয়ে দৃশ্যমান পদক্ষেপ নিতে হবে।’

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের জাবি শাখার সদস্য সচিব তৌহিদ মোহাম্মদ সিয়াম বলেন, ‘জাকসুর গঠনতন্ত্রে ন্যূনতম সংস্কার হওয়া উচিত। তবে সংস্কারের কথা বলে নির্বাচন পেছানো ঠিক হবে না।’ শাখা ছাত্রশিবিরের সভাপতি মুহিবুর রহমান বলেন, ‘সঠিক পথ হচ্ছে, নির্বাচনের পর নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মাধ্যমে সংস্কার করা।’ ছাত্র ইউনিয়নের জাবি সংসদের সভাপতি অমর্ত্য রায় বলেন, ‘সংস্কার ও নির্বাচন একই সময়ে চলতে পারে।’

উপাচার্য অধ্যাপক মোহাম্মদ কামরুল আহসান বলেন, ‘মতবিরোধ থাকলে কোনো কিছু শুরু করা যায় না। আশা করি, যেসব বিষয়ে মতভিন্নতা রয়েছে, তা দূর করে দ্রুত আমরা সমাধানে পৌঁছাতে পারব।’

সংসদের পরে চাকসু নির্বাচন চায় ছাত্রদল

চবি প্রতিনিধি মারজান আক্তার জানিয়েছেন, শিক্ষার্থীদের দাবির মুখে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (চাকসু) নির্বাচন জুনে হতে পারে বলে জানায় প্রশাসন। তবে ছাত্রদল সভাপতি আলাউদ্দিন মহসিন বলেছেন, জাতীয় নির্বাচনের পরে হলেই কেবল তারা চাকসু নির্বাচনে সম্মতি দেবেন। তিনি আরও বলেন, এখন পর্যন্ত চবি প্রশাসন চাকসু নিয়ে আমাদের সঙ্গে কোনো আলোচনা করেনি।

ছাত্রশিবিরের সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ আলী বলেন, ‘ছাত্র রাজনীতি নিয়ে শিক্ষার্থীদের মধ্যে নেতিবাচক মনোভাব তৈরি হয়েছে। সেটি দূর করতে দ্রুত চাকসু নির্বাচন দরকার।’ চবি ছাত্র ফেডারেশনের আহ্বায়ক আজাদ হোসেন বলেন, ‘প্রশাসন মে বা জুনে নির্বাচন দিতে পারে। আমরা সেভাবেই প্রস্তুতি নিচ্ছি।’ উপ-উপাচার্য ও চাকসু নীতিমালা প্রণয়ন কমিটির আহ্বায়ক অধ্যাপক কামাল উদ্দিন বলেন, ‘এপ্রিলে সমাবর্তন। সমাবর্তন ও চাকসুর কাজ একসঙ্গে চলছে। নীতিমালা কমিটির কাজ শেষে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে বসা হবে। ঐকমত্য হলে মে বা জুনে নির্বাচন হতে পারে।’

রাজনীতি নিষিদ্ধ শাকসু নিয়ে নেই তোড়জোড়

শাবি প্রতিনিধি রাজীব হোসেন জানিয়েছেন, সিলেট শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের সাধারণ শিক্ষার্থীরা শাকসু সচলের পক্ষে। তবে প্রশাসনের এ নিয়ে তেমন মাথাব্যথা নেই। ক্যাম্পাসে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড নিষিদ্ধ থাকায় ছাত্র সংগঠনগুলো কোনো কর্মসূচি করে না। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সমন্বয়ক আসাদুল্লাহ আল গালিব বলেন, ‘আমরা প্রশাসনের সঙ্গে কথা বলেছি। আবারও বসব। সংসদ নির্বাচনের আগেই ছাত্র সংসদ নির্বাচন চাই।’ ছাত্রশিবিরের সভাপতি তারেক মনোয়ার বলেন, ‘দলীয় ব্যানারে রাজনীতি নিষিদ্ধ থাকায় আমরা দাবি তুলতে পারছি না। তবে আমরা দ্রুত নির্বাচনের পক্ষে। শাবিতে ছাত্রদলের সক্রিয় কমিটি নেই। ২০১৬ সালের কমিটির দপ্তর সম্পাদক মনির হোসেন ক্যাম্পাসে সক্রিয়। তিনি বলেন, ‘প্রশাসন উদ্যোগ নিলে আমরা সহায়তা করব। তবে আমরা মনে করি, জাতীয় নির্বাচনের আগে ছাত্র সংসদ নির্বাচন করা ঠিক হবে না।’ উপাচার্য অধ্যাপক এ এম সরোয়ার উদ্দিন চৌধুরী বলেন, ‘সামনে আমাদের ভর্তি পরীক্ষা। এটি শেষে শাকসুসহ অন্য বিষয়গুলো দেখা হবে।’

morrisons.com For your nearest Morrisons store please visit www.morrisons.com or telephone 0345 611 6111. w/c 17/02/25. Available in selected stores, excludes Morrisons Daily. Subject to availability. Offers/prices may vary on morrisons.com. Al Munawwarah Tunisian Dates 2kg, £2.38/kg. Lancashire Farm Paneer 225g, 66p/100g. Kohinoor Gold 10kg, £1.60/kg. Elephant Atta Chakki Gold 5kg, £1.10/kg. Pakeeza and Lancashire Farm Paneer offers end Sunday 9th March 2025. Al Munawwarah, Kohinoor Gold, Lancashire Farm Probiotic Yogurt and Elephant Atta offers end Monday 31st March 2025.

৭৩ বছরেও শহীদ সালাম পরিবারের আক্ষেপ ঘোচেনি

(১ম পাতার পর)
যদিও ভাষা শহীদ সালামের ছোট ভাই আবদুল করিম ও ভাতিজা মকবুল আহমেদ, ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের অঞ্চল-৩ এর নির্বাহী কর্মকর্তা আনসার উজ্জামান, অঞ্চল-৩ এর সহকারী সমাজকল্যাণ কর্মকর্তা মোহাম্মদ রোকনুজ্জামান, কবরস্থানের সিনিয়র মোহরার হাফিজুর রহমান এবং দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের প্রকৌশলী মাহবুবুর রহমানের উপস্থিতিতে ২০১৭ সালে ১৪ ফেব্রুয়ারি কবর শনাক্ত করা হয়।

এদিকে ফেনীর দাগনভূঞা উপজেলার লক্ষ্মণপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের নাম পরিবর্তন করে ২০১৭ সালের ২ ফেব্রুয়ারি ভাষা শহীদ আব্দুস সালাম সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় করা হয়। নামকরণের গেজেট এখনো প্রকাশ হয়নি। স্থানীয়দের দাবির প্রেক্ষিতে আব্দুস সালামের জন্মস্থান লক্ষ্মণপুর গ্রামের নাম সালামনগর করা হয়। তার স্মৃতি রক্ষায় সালামনগরে গ্রন্থাগার ও জাদুঘর স্থাপন করা হয়। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা মোসাম্মৎ নুরজাহান বেগম জানান, নামকরণের সাতবছর পার হয়ে গেলেও মন্ত্রণালয় থেকে এখনো পর্যন্ত গেজেট প্রকাশ হয়নি।

ভাষা শহীদ আবদুস সালামের বাড়ির পাশ দিয়ে চলে গেছে ফেনী-দাগনভূঞা-নোয়াখালী চার লেনের মহাসড়ক। দীর্ঘ ২১ বছর আগে এলাকাবাসী সড়কের পাশে সালামের বাড়ি নির্দেশক সাইনবোর্ড লাগায়। সড়কটি চার লেনে সম্প্রসারণের সময় ওই সাইনবোর্ডটি ভেঙে যায়। এরপর আর নির্মাণ হয়নি। এলাকাবাসীর দাবি দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে মানুষ ভাষা শহীদ সালামের গ্রাম দেখতে আসে। কোনো নির্দেশক না থাকায় দূর-দূরান্তের এলাকা ঘুরতে হয় পর্যটকদের। ফেনী-নোয়াখালী মহাসড়কে সালাম নগর নির্দেশক তোরণ নির্মাণ দাবি করেছে এলাকাবাসী। পরিবার ও এলাকাবাসীর দাবীর প্রেক্ষিতে ভাষা শহীদ আবদুস সালামের নামে দাগনভূঞা উপজেলা পরিষদ অডিটোরিয়ামটি 'ভাষা শহীদ সালাম অডিটোরিয়াম' নামকরণ করা হয়। নামকরণের দুই বছরের মধ্যে পরিত্যক্ত হওয়ায় সেটি নিলামে বিক্রি করা হয়। ভেঙে ফেলার ১৬ বছর পর নির্মিত হয় অডিটোরিয়ামটি। তবে সেখানে সালামের নাম বাদ দিয়ে উপজেলা পরিষদ অডিটোরিয়াম নামকরণ করা হয়েছে।

ভাষা শহীদ আবদুস সালামের ছোট ভাই আবদুল করিম জানান, পরিত্যক্ত অডিটোরিয়াম ভেঙে নতুন ভবন নির্মাণ হয়েছে। ওই অডিটোরিয়ামের নাম 'ভাষা শহীদ সালাম অডিটোরিয়াম' নামকরণের দাবি জানান তিনি। এখানে ভাষা শহীদ সালাম স্মৃতি জাদুঘর ও গ্রন্থাগার নিষ্প্রাণ হয়ে পড়েছে। বছরের ফেব্রুয়ারি মাসে বাড়ে কদর, শুরু হয় পরিচ্ছন্নতা ও সাজসজ্জা। এছাড়া খবর রাখে না কেউ। তাই সালামের স্মরণে তার জন্মস্থানে আরও স্থাপনা তৈরির দাবি স্থানীয়দের। তাদের মতে এটিকে দৃষ্টিনন্দন করা গেলে ফিরে পাবে প্রাণ।

স্থানীয়রা জানান, সালামের স্মৃতি গ্রন্থাগারে সাড়ে ৩ হাজার বই রয়েছে। আর জাদুঘরে ভাষা শহীদের একটি ছবি ছাড়া নেই কোন স্মৃতিচিহ্ন। এতে হতাশ হয়ে ফিরে যান দূর-দূরান্তের দর্শনার্থীরা। এদিকে গ্রাম্য পরিবেশ বিধায় সারা বছর থাকছে এটি প্রাণহীন। তাই নতুন প্রজন্মের কাছে তুলে ধরতে এলাকাটিকে দৃষ্টিনন্দন গড়ে তুলতে শিশু পার্ক স্থাপনের দাবি জানিয়েছেন দাগনভূঞা উপজেলা চেয়ারম্যান দিদারুল কবির রতন।

ফেনী জেলা পরিষদ ও এলাকাবাসী জানায়, ২০০৮ সালে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময় গ্রামের নাম 'সালাম নগর' করা হয়। প্রায় ৬৪ লাখ টাকা ব্যয়ে শহীদ সালামের বাড়ির অদূরে নির্মাণ করা হয় 'ভাষা শহীদ আবদুস সালাম গ্রন্থাগার ও স্মৃতি জাদুঘর'। ২০০৮ সালের ২৬ মে স্মৃতি জাদুঘর ও গ্রন্থাগারটি আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করেন বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের চেয়ারম্যান অধ্যাপক আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ।

শহীদ সালামের ছোট ভাই আবদুল করিম আরও জানান, সালামের স্মৃতি চিহ্ন বলতে কিছুই নেই। রক্তমাখা শার্ট আর একটি ছবি স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে তৎকালীন স্থানীয় সংসদ সদস্য খাজা আহমদ নিয়ে আর ফেরত দেননি। আজিমপুর কবরস্থানে সালামের চিহ্নিত করা কবরটি যেন আজীবন সংরক্ষণ করা হয়। ভাষা শহীদ আব্দুস সালামের ভাতিজা মো. নূরে আলম জানান, মুক্তিযোদ্ধার সন্তানদের চাকরি-বাকরিও পড়ালেখার ক্ষেত্রে কোটা থাকলেও ভাষা শহীদদের ক্ষেত্রে নেই। মুক্তিযোদ্ধাদের ভাতা বাড়লেও ভাষা শহীদদের বাড়েনি। তিনি কোটা ও ভাতা বাড়ানোর দাবি জানান। ভাষা শহীদ সালাম স্মৃতি পরিষদের সভাপতি সাংবাদিক শাহাদাত হোসেন শহীদ সালামের পরিবারের দাবী পূরণে সংশ্লিষ্টদের সহযোগিতার আহ্বান জানান।

অডিটোরিয়াম ভাষা শহীদ সালামের নামে নামকরণ বিষয়ে জানতে চাইলে দাগনভূঞা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা স.ম আজহারুল ইসলাম বলেন, কয়েক মাস আগে আমি এখানে যোগদান করেছি। অডিটোরিয়ামের বিষয়টি আমার জানা নেই। বিষয়টি সম্পর্কে বিস্তারিত জেনে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। ফেনী জেলা পরিষদের প্রশাসক গোলাম মো. বাতেন জানান, ২০২০ সালে লাইব্রেরিয়ান হিসেবে স্থানীয় লুৎফর রহমান বাবলুকে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। চলতি বছরে ফেনী-নোয়াখালী মহাসড়কে তোরণ নির্মাণ করা হবে বলে জানান তিনি।

'সার্ক' এর পুনরুজ্জীবন চায় না ইন্ডিয়া

(১ম পাতার পর)
চালিয়েছিল ইন্ডিয়া। ফলে 'সার্ক' এর সকল কার্যক্রম বন্ধ হয়ে গেছে। এমতাবস্থায় প্রফেসর ড. মুহাম্মদ ইউনুসের নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশের অন্তবর্তীকালীন সরকার সার্ককে পুনরুজ্জীবিত করার চেষ্টা চালাচ্ছে।

গত সপ্তাহে মাসকটে সার্ককে পুনরুজ্জীবনের দাবি তুলেছে বাংলাদেশ। সেখানে ইন্ডিয়ার পররাষ্ট্র মন্ত্রী এস জয়শঙ্করের সঙ্গে বৈঠকে বাংলাদেশের পররাষ্ট্র উপদেষ্টা তৌহিদ হোসেন প্রসঙ্গটি উত্থাপন করলেও তা নিয়ে তখন প্রকাশ্যে কোনও কথাই বলেননি ইন্ডিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী। এমনকি সামাজিক মাধ্যমেও জয়শঙ্কর বিষয়টি উল্লেখ করেননি। ইন্ডিয়ার ইতিবাচক প্রতিক্রিয়া মেলেনি। বরং ইন্ডিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী বিমসটেক নিয়ে কথা বলেছেন। তবে শুক্রবার মুখ খুলেছে ইন্ডিয়া। বাংলাদেশকে বার্তা দিয়ে ইন্ডিয়ার পররাষ্ট্র মন্ত্রকের পক্ষ থেকে দক্ষিণ এশীয় আঞ্চলিক সহযোগিতা সংস্থার (সার্ক) পুনরুজ্জীবন প্রশ্নে সন্ত্রাসবাদ বিষয়ে বাংলাদেশকে সতর্ক করেছে ইন্ডিয়া। শুক্রবার নয়াদিল্লিতে ইন্ডিয়ার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সাপ্তাহিক ব্রিফিংয়ে এক সাংবাদিকের প্রশ্নের জবাবে মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র রণধীর জয়সোয়াল বলেন, 'মাসকটে ওই বৈঠকে বাংলাদেশের পররাষ্ট্র উপদেষ্টা সার্ক পুনরুজ্জীবনের প্রসঙ্গটি তুলেছিলেন। সন্ত্রাসবাদের স্বাভাবিকীকরণ করাটা বাংলাদেশের উচিত নয়।' সন্ত্রাসবাদের সাথে সার্ককে গুলিয়ে ফেলেছে ইন্ডিয়া। অর্থাৎ, 'সার্ক' এর পুনরুজ্জীবন চায় না ইন্ডিয়া।

হাসিনাকে নিয়ে 'শ্যাম রাখি না কুল রাখি' দশা

অন্তবর্তীকালীন সরকার আনুষ্ঠানিকভাবে পলাতক খুনি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রত্যর্পণের জন্য প্রয়োজনীয় সব নথি ইন্ডিয়াকে পাঠিয়েছে এবং প্রয়োজনে একটি অনুস্মারক পাঠানোর জন্য প্রস্তুত রয়েছে বলে নিশ্চিত করেছেন পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র মোহাম্মদ রফিকুল আলম। তাকে উদ্ধৃত করে বিষয়টি জানিয়েছে ওয়াশিংটনভিত্তিক সংবাদ মাধ্যম দ্য ডিপ্লোম্যাট। সম্প্রতি এক প্রতিবেদনে হাসিনার প্রত্যার্পণের সম্ভাব্য প্রক্রিয়া ও এর রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক চ্যালেঞ্জ তুলে ধরেছে সংবাদ মাধ্যমটি। সেখানে বলা হয়েছে, গত বছরের ডিসেম্বরের শেষের দিকে বাংলাদেশ ইন্ডিয়াকে একটি নোট ভার্বালের (কূটনৈতিক নোট) মাধ্যমে আনুষ্ঠানিকভাবে এই অনুরোধ জানালেও এখন পর্যন্ত ইন্ডিয়া কোনো উত্তর দেয়নি। নয়াদিল্লির পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এ বিষয়ে এখনো সংযত অবস্থান বজায় রেখেছে এবং বারবার অনুসন্ধান করা হলেও তারা প্রাথমিক স্বীকৃতির বাইরে কোনো মন্তব্য করতে রাজি হয়নি।

২০১৩ সালে স্বাক্ষরিত এবং ২০১৬ সালে সংশোধিত বাংলাদেশ-ইন্ডিয়া প্রত্যর্পণ চুক্তির আওতায় বাংলাদেশ শেখ হাসিনার প্রত্যর্পণ চাওয়ার আইনি অধিকার রাখে। তবে এই চুক্তি কার্যকর করা শুধুমাত্র আইনি প্রক্রিয়ায় সীমাবদ্ধ নয়, বরং এটি এক জটিল ভূ-রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক ইস্যু হয়ে দাঁড়িয়েছে। ইন্ডিয়া যদি এই প্রত্যর্পণ অনুরোধ মেনে নেয়, তবে এটি একাধিক ধাপের মধ্য দিয়ে সম্পন্ন হবে, যেখানে ২০১৩ সালের প্রত্যর্পণ চুক্তির বিধান এবং আন্তর্জাতিক কূটনীতির বাস্তবতা উভয়ই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

তবে শেখ হাসিনার মতো একজন সাবেক প্রধানমন্ত্রীর প্রত্যর্পণ সহজ কোনো বিষয় নয়। এটি নিঃসন্দেহে অত্যন্ত রাজনৈতিক ও সংবেদনশীল ইস্যু হয়ে উঠবে। এছাড়া, শেখ হাসিনার পক্ষ থেকেও নতুন কৌশল নেওয়া হতে পারে। তিনি ইন্ডিয়ার কাছ থেকে আশ্রয় চাওয়ার আবেদন করতে পারেন, যা প্রত্যর্পণ প্রক্রিয়াকে আরও কঠিন করে তুলবে।

এদিকে, বাংলাদেশ সরকার প্রত্যর্পণের জন্য চাপ দিতে থাকলেও, ইন্ডিয়া সরকার এখন পর্যন্ত কোনো স্পষ্ট অবস্থান নেয়নি। ইন্ডিয়া যদি শেখ হাসিনাকে বাংলাদেশে ফেরত পাঠায়, তবে এটি আন্তর্জাতিক পর্যায়ে একটি বড় কূটনৈতিক বিতর্ক সৃষ্টি করতে পারে। আবার, প্রত্যর্পণের অনুরোধ সরাসরি প্রত্যাখ্যান করাও নয়াদিল্লির জন্য সহজ সিদ্ধান্ত হবে না। তাই হাসিনাকে নিয়ে মোদি সরকার এখন বেকায়দায় রয়েছে। অনেকটা শ্যাম রাখি না কুল রাখি দশায়। তাই, এই মুহূর্তে ইন্ডিয়া কৌশলগতভাবে নীরবতা বজায় রেখে পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করছে। আপাতত, শেখ হাসিনার প্রত্যর্পণের ভবিষ্যৎ অনিশ্চিতই রয়ে গেছে।

চিকেন নেক নিয়ে সেনাপ্রধানের উদ্বেগ প্রকাশ

ইন্ডিয়ার সেনাপ্রধানের সাম্প্রতিক বক্তব্যে দেশটির দক্ষিণ এশিয়ায় সীমান্ত নিয়ে চরম অস্থিরতার ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে। দক্ষিণ এশিয়ায় ইন্ডিয়ার সীমান্তে নিরাপত্তা পরিস্থিতি ক্রমশ জটিল হয়ে উঠছে। সেনাপ্রধান উপেন্দ্র দ্বিবেদীর তৎপরতা এবং বার্তার মাধ্যমে দেশটির সীমান্ত নিরাপত্তা নিয়ে নতুন উদ্বেগ প্রকাশ পেয়েছে। এক মাসের ব্যবধানে চীন ও পাকিস্তানের পর এবার বাংলাদেশ নিয়েও উদ্বেগ জানিয়েছেন তিনি।

বাংলাদেশে পাকিস্তানের উপস্থিতির দাবি করে সেনাপ্রধান উপেন্দ্র দ্বিবেদী প্রচ্ছন্নভাবে হুমকি দিয়েছেন, যা সীমান্ত নিয়ে ইন্ডিয়ার উদ্বেগকে আরও বাড়িয়ে দিয়েছে। বিশেষ করে লাদাখ-কাশ্মীরের পর বাংলাদেশ সীমান্তের চিকেন নেক নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে ইন্ডিয়া। ইন্ডিয়ার সেনাপ্রধানের এই বক্তব্যের পর, বাংলাদেশের নাম না বললেও পরোক্ষভাবে বাংলাদেশের প্রতি বার্তা দেওয়া হয়েছে। তিনি বলেন, "প্রতিবেশী দেশ ব্যবহার করে ইন্ডিয়া বিরোধী পাকিস্তানি সন্ত্রাসীরা যেন বাংলাদেশে প্রবেশ করতে না পারে, তা নিশ্চিত করতে হবে।"

এর আগে, ইন্ডিয়ার গণমাধ্যমে দাবি করা হয়েছিল যে, পাকিস্তান সেনা ও গোয়েন্দা দল বাংলাদেশ সফর করেছে এবং সেভেন সিস্টারসের কাছে তাদের উপস্থিতি দেখা গেছে। ইন্ডিয়ার সেনাপ্রধানের এসব মন্তব্য, সীমান্ত নিরাপত্তা ও পাকিস্তান-চীন নিয়ে উদ্বেগের মধ্য দিয়ে দেশটির পরিস্থিতি আরও জটিল হয়ে উঠছে।

ইন্ডিয়াকে টেক্কা দিতে চীন এর মারাত্মক চাল

বারিধারা ডিপ্লোমেটিক জোনে অদ্ভুত শীতলতা। চীনা দূতাবাসে সাংবাদিকদের ভিড়। আলো ঝলমলে কনফারেন্স হলে ঢুকলেন রাষ্ট্রদূত ইয়াও ওয়েন। চোখে আত্মবিশ্বাস। টেবিলে রাখা নথি সরিয়ে বললেন, বাংলাদেশের জন্য চীনের দরজা। উন্মুক্ত আমরা সরাসরি অস্ত্র বিক্রির প্রস্তাব দিচ্ছি। অর্থাৎ, বাংলাদেশে প্রতিযোগিতা করে অস্ত্র বিক্রি করতে চায় চীন। ঢাকায় নিযুক্ত চীনের রাষ্ট্রদূত ইয়াও ওয়েন মঙ্গলবার সংবাদ সম্মেলনে এ কথা বলেন। এ সময় তিনি আরও বলেন, বাংলাদেশে তিস্তা প্রকল্পে সহায়তা দিতে প্রস্তুত চীন। এ ব্যাপারে চীনের প্রস্তাবের ব্যাপারে বাংলাদেশের সাড়া পাওয়ার অপেক্ষায় আছে তার দেশ।

খুনি ফ্যাসিবাদী পলাতক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পদত্যাগ করে ইন্ডিয়ায় পালিয়ে যাওয়ার পর ইন্ডিয়া বাংলাদেশ সম্পর্ক ক্রমাগত সংকটের সম্মুখীন। বাংলাদেশের নীতি নির্ধারকরা নতুন কৌশলগত অংশীদার করছেন এবং চীন দ্রুত সেই শূন্যস্থান পূরণের উদ্যোগ নিয়েছে। রাষ্ট্রদূত ইয়াও এর বক্তব্য স্পষ্ট, চীনের অস্ত্র উচ্চ প্রযুক্তিসম্পন্ন সাশ্রয়ী ও বৈশ্বিক মানসম্পন্ন। আমরা বাংলাদেশের প্রতিরক্ষা সক্ষমতা বৃদ্ধিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। সামরিক বিশ্লেষকরা মনে করছেন, এটি কেবল অস্ত্র সরবরাহ নয়, বরং বৃহত্তর ভূ কৌশলগত পরিকল্পনার অংশ। সীমান্ত হত্যা, বাণিজ্য ভারসাম্যের অভাব এবং আঞ্চলিক প্রভাব বিস্তারের প্রতিযোগিতা পরিস্থিতিকে আরও জটিল করে তুলেছে। এই প্রেক্ষাপটে চীনের অস্ত্র বিক্রির ঘোষণা একটি সুপরিকল্পিত পদক্ষেপ। এটি কেবল প্রতিরক্ষা সহযোগিতার প্রসার নয়, বরং বাংলাদেশের নিরাপত্তা কাঠামোই চীনের দীর্ঘ মেয়াদি অবস্থান সুসংহত করার কৌশল। ইন্ডিয়া দীর্ঘদিন ধরে বাংলাদেশের প্রতিরক্ষা খাতের প্রধান অংশীদার ছিল। কিন্তু চীনের এই পদক্ষেপ দিল্লিতে তার নীতি পুনর্বিবেচনা করতে বাধ্য করবে।

দেশ বিদেশে শ্রদ্ধা আর ভালোবাসায় ভাষাশহীদদের স্বরণ

(১ম পাতার পর)
দিবসটি পালনে কেউ 'জাতিসংঘে বাংলাকে দাপ্তরিক ভাষা করার দাবি', কেউ 'আদালতসহ দেশের সর্বস্তরে বাংলা চালু, কেউ চলমান সংস্কার প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখা' এবং কেউ 'গণতন্ত্র ও ভোটের অধিকার প্রতিষ্ঠা করার দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করেন। গণঅভ্যুত্থান পরবর্তী সময়ে এক ভিন্ন আবহে ভাষা শহীদদের স্মরণ করছে দেশের মানুষ। কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে গণঅভ্যুত্থানের চেতনা ধারণ করে শহীদ মিনার এলাকার দেয়ালে জায়গা করে নিয়েছে গ্রাফিতি। কোনো কোনো দেয়ালের উপরে ব্যানার বসানো হয়েছে, যেগুলোয় বিভিন্ন গান ও কবিতার লাইন কিংবা নানা স্লোগানে একুশকে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে।

শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে শুক্রবার (২১ ফেব্রুয়ারি) প্রথম প্রহরে ভাষাশহীদদের স্মরণে জাতীয় শহীদ মিনারে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানান অন্তবর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস। প্রধান উপদেষ্টা ১২টা ১২ মিনিটে শহীদ বেদিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন। এ সময় অমর একুশের গান 'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি' বাজানো হয়। শহীদ বেদিতে ফুল দিয়ে প্রধান উপদেষ্টা কিছু সময় নীরবে দাঁড়িয়ে থাকেন। ফুল দেওয়া শেষে শহীদ মিনার ত্যাগ করেন প্রধান উপদেষ্টা। এর আগে প্রেসিডেন্ট মো. সাহাবুদ্দিন শহীদ মিনারে ফুল দিয়ে ভাষাশহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানান। ১২টা ২ মিনিটে তিনি শহীদ মিনারে ফুল দেন। প্রেসিডেন্ট ও প্রধান উপদেষ্টা শ্রদ্ধা নিবেদনের পর প্রধান বিচারপতি সৈয়দ রেফাত আহমেদ শ্রদ্ধা জানান। তারপর উপদেষ্টা পরিষদের সদস্যরা শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। তারপর বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রদূতরা শ্রদ্ধা নিবেন করেন। এরপর তিন বাহিনীর প্রধানগণ পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন। দিবসের প্রথম প্রহর রাত ১২টার আগে প্রেসিডেন্ট সাহাবুদ্দিন শহীদ মিনারে এলে শিক্ষার্থীরা 'গো ব্যাক গো ব্যাক, চুপ্পু গো ব্যাক', 'শেখ হাসিনার দালালেরা, হুঁশিয়ার সাবধান', 'এক দুই তিন চার, চুপ্পু তুই গদি ছাড়', 'শহীদের রক্ত বৃথা যেতে দেব না' ইত্যাদি স্লোগান দেন। কেউ কেউ প্রেসিডেন্টকে ফ্যাসিস্ট হাসিনার দালাল হিসেবে অবিহিত করে 'ফিরে যাও', 'ফিরে যাও' 'তোমাকে আমরা চাই না' চিৎকার করেন। বিক্ষোভ পরিস্থিতির মধ্যেই ফুল দেওয়া শেষে ১২টা ৩ মিনিটে তিনি শহীদ মিনার ত্যাগ করেন।

বাংলাদেশে একুশে ফেব্রুয়ারি ছিল সরকারি ছুটি। দেশের সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং সরকারি, আধা-সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের ভবনে সূর্যোদয়ের সাথে সাথে সঠিক নিয়মে, সঠিক রং ও মাপে জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত এবং কালো পতাকা উত্তোলন করা হয়। দিবসটি পালন উপলক্ষে জাতীয় অনুষ্ঠানের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে দেশের সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, সব স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান, জেলা ও উপজেলা প্রশাসন, বিদেশে অবস্থিত বাংলাদেশ মিশনগুলো বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করে। দিবসটি যথাযোগ্য মর্যাদায় পালন উপলক্ষে ঢাকা শহরের বিভিন্ন সড়কদ্বীপে ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ সুবিধা জনক স্থানগুলোতে বাংলা ভাষার বর্ণমালা সম্বলিত ফেস্টুন দ্বারা সজ্জিত, বাংলাদেশ বেতার, বাংলাদেশ টেলিভিশন এবং অন্যান্য স্যাটেলাইট চ্যানেলগুলোতে একুশের বিশেষ অনুষ্ঠানমালা সম্প্রচার এবং ভাষা শহীদদের সঠিক নাম উচ্চারণ, শহীদ দিবসের ভাবগাম্ভীর্য রক্ষা, শহীদ মিনারের মর্যাদা সমুন্নত রাখা, সুশৃংখলভাবে শহীদ মিনারে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ ইত্যাদি জনসচেতনতা মূলক বিষয়ে সরকারি ও বেসরকারি গণমাধ্যমগুলোতে প্রয়োজনীয় প্রচার করে।
এদিকে বাংলাদেশ ছাড়াও বিশ্বের দেশে দেশে দিবসটি যথাযোগ্য মর্যাদায় উদযাপিত হয়েছে। আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে নিউ ইয়র্কে জাতিসংঘ সদর দপ্তরসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বাংলাদেশের সব মিশনেই দিবসটি উদযাপনে নানা আয়োজন করা হয়। প্রবাসীরা বিদেশের মাটিতে অস্থায়ী শহীদ মিনার গড়ে বিনম্র শ্রদ্ধা জানান '৫২ এর ভাষা শহীদদের প্রতি। এমনকি বিশ্বের অনেক দেশে বিদেশী তথা ভিন্ন ভাষাভাষিরাও বাংলা ভাষার প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে দিবসটি পালন করেন।

পূর্ব লন্ডনের আলতাব আলী পার্কের শহীদ মিনারের বেদিতে পুষ্পস্তবক অর্পণের মধ্যে দিয়ে ভাষা শহীদদের স্মরণে বিনম্র শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেছেন যুক্তরাজ্য প্রবাসী বাংলাদেশিরা। দিনটি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হওয়ায় এই দিবসের কারিগর বাঙালির ভাষা শহীদদের স্মরণ করতে অন্যভাষাভাষি মানুষজনও সমবেত হয়েছিলেন পূর্ব লন্ডনের শহীদ মিনারে। যুক্তরাজ্যে নিযুক্ত বাংলাদেশের হাইকমিশনার আবিদা ইসলাম ও টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিল'র নির্বাহী মেয়র লুৎফুর রহমানের পুষ্পস্তবক অর্পণের মাধ্যমে রাত ১২.০১ মিনিটে ভাষা শহীদদের শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের আনুষ্ঠানিকতা শুরু হয়। হাইকমিশনার ও মেয়রের পর পুষ্পস্তবক অর্পণ করে 'শহীদ মিনার কমিটি', 'যুক্তরাজ্য বিএনপি', 'লন্ডন বাংলা প্রেস ক্লাব', 'যুক্তরাজ্য আওয়ামী লীগ', 'যুক্তরাজ্য জাসদ', 'যুক্তরাজ্য জাতীয় পার্টি', 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অ্যালামনাই এসোসিয়েশন', 'অখণ্ড বাংলাদেশ আন্দোলন', 'বেঙ্গল রিসার্চ সেন্টার' ও 'টিচার্স এসোসিয়েশন'সহ যুক্তরাজ্যের বিভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠন।

যুক্তরাজ্য আওয়ামী লীগ শহীদ মিনার প্রাঙ্গনে এলে যুক্তরাজ্য বিএনপি'র নেতাকর্মীরা 'আমলীগ, ভূয়া; যুবলীগ, ভূয়া; ছাত্রলীগ, ভূয়া', 'আমলীগের চামড়া, তুলে নিবো আমরা', 'পলাতক খুনিরা, হুশিয়ার সাবধান', 'ফ্যাসিস্ট হাসিনার দালালেরা, হুশিয়ার সাবধান', 'ফাঁসি ফাসিঁ ফাঁসি চাই, শেখ হাসিনার ফাঁসি চাই', 'মোদির বউ নাই, হাসিনার জামাই নাই', 'পলাইছেরে পলাইছে, মোদির বউ পলাইছে', 'পলাইছেরে পলাইছে, খুনি হাসিনা পলাইছে', 'পলাইছেরে পলাইছে, স্বৈরাচার পলাইছে', ইত্যাদি স্লোগান দেন। এসময় শেখ রেহানার ক্যাশিয়ারখ্যাত যুক্তরাজ্য আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আনোয়ারুজ্জামান চৌধুরী পার্কের বাইরে এলে যুক্তরাজ্য যুবদলের কর্মীরা তাকে ঘেরাও করে। পরে পুলিশ এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করে।

রাত সাড়ে ১১টার পর থেকেই বিভিন্ন সংগঠন মিছিল সহকারে শহীদ মিনারে সমবেত হতে থাকে। স্থানীয় কাউন্সিল কর্তৃপক্ষের উদ্যোগে এ সময় শহীদ মিনারের কড়া নিরাপত্তায় বিভিন্ন ধরনের ব্যবস্থা নেওয়া হয়। নিরাপত্তাকর্মীদের সহায়তায় বিভিন্ন সংগঠন সারিবদ্ধভাবে এগিয়ে গিয়ে পুষ্পস্তবক অর্পণ করে শহীদ মিনারে। পূর্ব লন্ডনের আলতাব আলী পার্কে অবস্থিত কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার ছাড়াও যুক্তরাজ্যের ওল্ডহাম, বার্মিংহাম, লুটন, ম্যানচেস্টার ও নিউক্যাসেলসহ বিভিন্ন শহরে অমর একুশে উদযাপিত হয়েছে। একুশের প্রথম প্রহরে প্রতিটি শহীদ মিনারে নেমেছিল জনতার ঢল।

খেলাপির বোঝায় চরম শঙ্কা

ঢাকা, ১৮ ফেব্রুয়ারি :
আগামী মার্চে নতুন নিয়ম চালু হলে খেলাপি ঋণের পরিমাণ ৫ লাখ কোটি টাকা ছাড়িয়ে যাবে। যা মোট বিতরণকৃত ঋণের ৩০ শতাংশের বেশি। তাই ঋণখেলাপি করার নতুন নিয়ম চালুর জন্য অন্তত এক বছর সময় চেয়েছেন ব্যবসায়ীরা।

বাংলাদেশ ব্যাংকের সিদ্ধান্ত মোতাবেক আগামী মাস থেকে এক কিস্তি না দিলেই খেলাপিতে পরিণত হবে ঋণ। এখনই এই নিয়ম কার্যকর করা হলে ঋণখেলাপি হয়ে যাবেন দেশের বিপুল সংখ্যক ব্যবসায়ী। বন্ধ হয়ে যাবে অনেক শিল্পকারখানা। বিগত আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে ছয় থেকে নয় মাস ঋণের কিস্তি পরিশোধ না করলে সেটা সন্দেজনক খেলাপি হিসেবে চিহ্নিত করা হতো। আর মন্দ ঋণ হিসেবে বিবেচিত হতো নয় মাস পেরিয়ে গেলে। অন্তর্বর্তী সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পর সেই নিয়মের পরিবর্তন করা হয়। আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের (আইএমএফ) পরামর্শে কিস্তি পরিশোধের সময়মীমা নামিয়ে আনা হয়েছে ৯০ দিনে। আগামী মার্চ মাস থেকেই একবার কিস্তি পরিশোধ না করলেই খেলাপির খাতায় নাম ওঠার নিয়ম চালু করতে যাচ্ছে বাংলাদেশ। এ বিষয়ে পোশাক প্রস্তুত ও রপ্তানিকারকদের সংগঠন বিজিএমইএর সাবেক পরিচালক মহিউদ্দিন রুবেল বলেন, ঋণখেলাপি করার ক্ষেত্রে বর্তমানে চালু থাকা ছয় মাসকে আমাদের যথেষ্ট সময় বলে মনে হচ্ছে না। সেখানে সময় কমিয়ে আনাকে আমরা কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য মনে করছি না। বর্তমানে যে নিয়ম আছে, তাতেই অনেকেই ঋণখেলাপি হচ্ছেন। কারণ, টিকে থাকার সক্ষমতা নেই বলেই খেলাপি হচ্ছেন। বিকেএমইএর সভাপতি মোহাম্মদ হাতেম বলেন, যে কোনো ঋণগ্রহীতা যে কোনো সময় একটা কিস্তি খেলাপি হতে পারেন এবং হবেনই। বাংলাদেশ ব্যাংক বিশ্বের সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য নীতিমালা বাস্তবায়ন করছে ব্যবসায়ীরা যখন আইসিইউতে আছে তখন। এটা অসম্ভব। সুতরাং ঋণখেলাপির নীতিমালা যেটা হচ্ছে এটাতে ব্যবসায়ীদের গলাটিপে হত্যা করা হবে। বহু ব্যবসায়ী শেষ হয়ে যাবে। তথ্য বলছে, ২০০৯ সালে দেশের ব্যাংক খাতে খেলাপি ঋণের পরিমাণ ছিল ২২ হাজার ৪৮১ কোটি টাকা। বিগত আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতা ছাড়ার সময় ঋণের পরিমাণ ছিল ২ লাখ ১১ হাজার ৩৯১ কোটি টাকা। ৮ আগস্ট অন্তর্বর্তী সরকার ক্ষমতায় আসার পর গত বছরের সেপ্টেম্বর শেষে খেলাপি ঋণের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ২ লাখ ৮৪ হাজার ৯৭৭ কোটি টাকায়। যা ব্যাংক খাতে বিতরণকৃত ঋণের প্রায় ১৮ শতাংশ। ব্যাংক খাতসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা অবশ্য মনে করেন, প্রকৃত খেলাপি ঋণের পরিমাণ আরও বেশি। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের খেলাপি ঋণের হিসাব অবলোকন করা ও আদালতের আদেশে স্থগিত থাকা ঋণ বিবেচনায় নেওয়া হয়নি। ব্যবসায়ীরা বলছেন, নতুন নিয়ম চালু হলে খেলাপি ঋণের পরিমাণ আরও বাড়বে। বন্ধ হতে পারে শিল্পকারখানা ও কর্মসংস্থান। এমন পরিস্থিতিতে নতুন নিয়ম চালুর ক্ষেত্রে অন্তত এক বছর সময় চেয়েছেন ব্যবসায়ীরা। মহিউদ্দিন রুবেল বলেন, আমি মনে করি অধিকাংশ কারখানা নতুন নিয়মের আওতায় আসার পর বন্ধ হয়ে যাবে। যা আমাদের রপ্তানির জন্য অনেক বড় ধরনের হুমকি। দ্রুত এটার একটা সমাধান করা প্রয়োজন বলে আমি মনে করি। মোহাম্মদ হাতেম বলেন, ঋণখেলাপি করার আগের নিয়মটাকে আরও এক বছর বহাল রাখার অনুরোধ করেছি বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নরের কাছে। ব্যবসা-বাণিজ্য ও অর্থনীতি একটা স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে এলে নতুন নিয়ম কার্যকরের দাবি জানিয়েছি। বাংলাদেশ ব্যাংক এখন আমলে নেবে কি না, সেটা তাদের বিষয়।

বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী, দেশের ব্যাংকগুলোর মোট বিতরণকৃত ঋণের পরিমাণ ১৬ লাখ ৮২ হাজার ৮২২ কোটি টাকা। মুদ্রানীতিতে খেলাপি ঋণের পরিমাণ মোট ঋণের ৩০ শতাংশ বা ৫ লাখ ৪ হাজার ৮৪৭ কোটি টাকা অতিক্রম করে যেতে পারে বলে মনে করছে বাংলাদেশ ব্যাংক। এতে দেশের আর্থিক খাতের স্থিতিশীলতা বিনষ্ট হতে পারে।

হাজার কোটি লুটের আয়োজন!

ঢাকা, ১৮ ফেব্রুয়ারি :
ছাত্র-শিক্ষক-অভিভাবকদের তীব্র সমালোচনা সত্ত্বেও শিক্ষায় নতুন কারিকুলাম চালু করেছিল বিগত শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন সরকার। এ কারিকুলাম বিস্তরণের জন্য নেওয়া হয়েছিল লুটপাটের স্কিম 'ডিসেমিনেশন অব নিউ কারিকুলাম'। ওই কারিকুলামে শিক্ষকরা প্রশিক্ষিত না হলেও স্কিম পরিচালক খরচ করেছেন ৮২৮ কোটি ৩৪ লাখ টাকা! কারিকুলামের বিস্তরণে ব্যয় হওয়া এ টাকা বিভিন্নভাবে লোপাট করা হয়েছে- এমন অভিযোগ শিক্ষা সংশ্লিষ্টদের।

অভিযোগ অনুযায়ী, স্বৈরশাসকের দেশ ছেড়ে পলায়নের পর বাতিল করা হয়েছে বিতর্কিত শিক্ষা কারিকুলাম। কিন্তু বহাল তবিয়তে থাকা বিতর্কিত স্কিম পরিচালক সৈয়দ মাহফুজ আলী এবার কারিকুলাম বিস্তরণের নামে আরও ১ হাজার ৮ কোটি টাকা ব্যয়ের আয়োজন করেছেন। সংশ্লিষ্টরা বলছেন, শিক্ষাধারায় ২০১২ সালের পাঠ্যক্রম ফিরে এলেও সেই কারিকুলামের বিস্তরণের কথা বলে প্রায় হাজার কোটি টাকা ব্যয়ের আয়োজন লুটপাট ছাড়া আর কিছু নয়। আওয়ামী লীগ আমলে এই স্কিমের নাম 'ডিসেমিনেশন অব নিউ কারিকুলাম' থাকলে বর্তমানে কৌশলে স্কিমের নাম দেওয়া হয়েছে 'ডিসেমিনেশন অব ন্যাশনাল কারিকুলাম'।

স্কিমের সংশোধিত খসড়ায় জেলা পর্যায়ের প্রশিক্ষক, উপজেলা পর্যায়ের প্রশিক্ষক, মাধ্যমিক পর্যায়ের স্কুল-কলেজ-মাদরাসাশিক্ষক, শিক্ষা অফিসার, রেকর্ড সংরক্ষক, আঞ্চলিক কর্মকর্তাসহ অন্যদের প্রশিক্ষণের কথা বলা হয়েছে। এ ছাড়া আবাসিক প্রশিক্ষণেও বড় অঙ্কের অর্থের খরচের কথা বলা হয়েছে। এ ছাড়া শিক্ষা মন্ত্রণালয়, শিক্ষা অধিদপ্তরের কর্মকর্তাসহ সংশ্লিষ্টদের আবাসিক ওরিয়েন্টেশনসহ বিভিন্ন খাতে বড় অঙ্কের ব্যয়ের প্রস্তাবনা আনা হয়েছে। অভিযোগ রয়েছে, স্কিম পরিচালক সৈয়দ মাহফুজ আলীসহ সংশ্লিষ্টরা বাতিল হওয়া কারিকুলাম বিস্তরণের নামে নিজের খেয়ালখুশিমতো কাছের মানুষ নিয়ে মিলেমিশে অর্থ খরচ করেছেন। স্বৈরাচারী সরকারের পতনের পর বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে ভাগবাঁটোয়ারার এ স্কিম। তবে মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের সঙ্গে সখ্য রেখে বহাল তবিয়তেই রয়েছেন বিতর্কিত পরিচালক অধ্যাপক সৈয়দ মাহফুজ আলী। সরকারি কলেজের শিক্ষক হিসেবে চাকরি হলেও চাকরিজীবনের বড় সময় পার করেছেন জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি)-এ। দীর্ঘ চাকরিজীবনের পর তাঁকে একটি কলেজে বদলি করা হলেও তিনি আওয়ামী লীগের তৎকালীন প্রভাবশালী এক নেতার মাধ্যমে তদবির করে এ স্কিমের পরিচালকের পদ বাগিয়ে নেন। আগের কারিকুলাম বাতিলের পর এ স্কিমের ১২ কর্মকর্তা ও সাত কর্মচারীর এখন তেমন কোনো কাজ নেই। তাই অনেকে অফিসেও থাকেন না। অথচ তাদের বেতন-ভাতা বাবদ সরকারের প্রতিমাসে ব্যয় হচ্ছে লাখ লাখ টাকা। কাজ না থাকা এ শিক্ষা ক্যাডারদের সরকারি কলেজগুলোয় পদায়নের দাবি জানিয়েছেন শিক্ষাসংশ্লিষ্টরা। শিক্ষক কর্মচারী ঐক্যজোটের চেয়ারম্যান ও বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক শিক্ষক নেতা অধ্যক্ষ সেলিম ভূঁইয়া বলেন, আওয়ামী লীগের নেতৃত্বাধীন সরকারের আমলে যে বিতর্কিত কারিকুলাম চালু হয়েছিল তা বিস্তরণের নামে কোটি কোটি টাকা লুটপাট হয়েছে। আগের কারিকুলাম বাতিল হলেও কারিকুলামের স্কিম পরিচালক স্বপদে রয়ে গেছেন, এটি মেনে নেওয়া যায় না। তিনি বলেন, আওয়ামী আমলের লুটপাটের সঙ্গে জড়িত অনেককেই এখনো সরানো হয়নি, এটা দুঃখজনক। বিতর্কিত শিক্ষা কারিকুলাম বিস্তরণের নামে ৮২৮ কোটি টাকা খরচ করার পর স্কিমের নতুন নামে আরও হাজার কোটি টাকা খরচের প্রস্তাব দেওয়া স্কিম পরিচালক অধ্যাপক সৈয়দ মাহফুজ আলী বলেন, যখন যে সরকার থাকে তখন সেই সরকারের নির্দেশনা মেনে চলতে হয়। আগের সরকারের আমলে ৭ লাখ শিক্ষককে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছিল। তিনি বলেন, কারিকুলাম বাতিল হলেও প্রশিক্ষণ বিফলে যায়নি। তিনি দাবি করেন, ২০২৬ সাল থেকে শিক্ষায় নতুন কারিকুলাম শুরু হবে। সেই কারিকুলাম কেমন হবে তা আমলে নিয়েই স্কিম ডিজাইন করা হয়েছে। এখানে অর্থ অপচয় বা লোপাটের কোনো সুযোগ নেই। শিক্ষা উপদেষ্টা ওয়াহিদউদ্দিন মাহমুদ বলেন, নতুন কারিকুলামের বিস্তরণের নামে অর্থের অপচয়, লুটপাটের অনেক অভিযোগ রয়েছে। ব্যয়কৃত এই অর্থের তদন্ত করা হবে। আর কারিকুলাম নিয়ে নতুন করে আর ব্যয় বাড়ানোর সুযোগ নেই।

আপনার প্রস্রাবে কি রক্ত, শুধুমাত্র একবার হলেও?

NHS

আপনার জিপির প্র্যাক্টিসের সাথে যোগাযোগ করুন

আপনি যদি **আপনার প্রস্রাবে রক্ত দেখে থাকেন, শুধুমাত্র একবার হলেও**, অথবা আপনার যদি **পেটের সমস্যা** হয়, যেমন **তিন সপ্তাহ বা তার বেশী দিন ধরে অস্বস্তি বা পেটখারাপ থাকে**, তাহলে সেটা ক্যান্সারের একটা লক্ষণ হতে পারে।

আপনার এন্এইচ্এস আপনাকে দেখতে চায়
nhs.uk/cancersymptoms

Anant Sachdev, GP

Clear on cancer
Help us help you

সুরমা

FOUNDER: Late Al-Haj Dr. Bashir Ahmed

BOARD OF ADVISORS

Ayesha Ahmed
Thufayel Ahmed

EDITORIAL TEAM
Chief Editor: Farid Ahmed Reza
Editor: Shamsul Alam Liton
English Section Editor: Syed Mamnun Murshed
News Editor: Abdul Quaium
Chief Reporter: Hasnat Ariyan Khan
Diplomatic Editor: Sheikh Akhlaque Ahmed
Defense Analyst:
Major (Retd) Syed Abu Bakar Siddique
Literary Editor: Syed Rumman
Special Correspondent:
K M Abu Taher Choudhury
Minhajul Alam Mamun
Special Contributor:
Dorina Laizu, Dr. M Mujibur Rahman,
Shamsul Islam, Syed M. Zulfiqur Ali
North England Correspondent: Shahan Chowdhury
Sylhet Bureau Chief: Abdul Quader Tafadar
SURMA, The Whitechapel Centre (Room S6)
85 Myrdle Street, London E1 1HL

Editorial: 020 7041 9494
Advertising: 07946 112 633

NEWS: news@surmanews.com
ADVERTISING: advert@surmanews.com
LITERARY: surmashamoyiki@gmail.com
www.surmanews.com

ভাষা ও সাহিত্যচর্চা ইবাদত

শাঈখ মুহাম্মাদ উছমান গনী

মানুষ ও প্রাণিকুলের মধ্যে বিশেষ পার্থক্য হলো বাক বা ভাষা। কোরআন কারিমের বর্ণনা, 'দয়াময় রহমান আল্লাহ! কোরআন পাঠ শেখালেন; মানুষ সৃষ্টি করলেন। তাকে ভাষা বয়ান শেখালেন।' (সুরা-৫৫ আর রাহমান, আয়াত: ১-৪)

শুদ্ধ ভাষা ও সুন্দর বর্ণনার প্রভাব অনস্বীকার্য। আমাদের প্রিয় নবীজি (সা.) ছিলেন 'আফসাহুল আরব' তথা আরবের শ্রেষ্ঠ বিশুদ্ধভাষী। বিশুদ্ধ মাতৃভাষায় কথা বলা নবীজি (সা.)এর সুন্নত। আল্লাহ তাআলা কিতাব নাজিল করেছেন ও নবীরাসুলদের পাঠিয়েছেন তাঁদের স্বজাতির ভাষায়। কোরআন মাজিদে এসেছে, 'আমি প্রত্যেক রাসুলকেই তার স্বজাতির ভাষাভাষী করে পাঠিয়েছি তাদের নিকট পরিষ্কারভাবে ব্যাখ্যা করার জন্য।' (সুরা-১৪ ইব্রাহিম, আয়াত: ৪)

মহগ্রন্থ আলুকোরআন আরবি ভাষায় নাজিল করার কারণ সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেন, 'ইহা আমি অবতীর্ণ করেছি আরবি ভাষায় কোরআন, যাতে তোমরা অনুধাবন করতে পারো।' (সুরা-১২ ইউসুফ, আয়াত: ২)

হজরত মুসা (আ.) কে নবী ও রাসুল হিসেবে আল্লাহ তাআলা ঘোষণা করলে তিনি বললেন, '"আমার ভাই হারুন আমার চেয়ে বাগ্মী। অতএব তাকে আমার সাহায্যকারী রূপে প্রেরণ করুন, সে আমাকে সাহায্য করবে। আমি আশঙ্কা করি, তারা আমাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করবে।" আল্লাহ বললেন, "আমি তোমার ভাইয়ের দ্বারা তোমার হাত শক্তিশালী করব এবং তোমাদের উভয়কে প্রাধান্য দান করব। তারা তোমাদের নিকট পৌঁছাতে পারবে না, তোমরা ও তোমাদের অনুসারীরা আমার নিদর্শনবলে তাদের ওপর প্রবল হবে।"' (সুরা-২৮ কাসাস, আয়াত: ৩৪-৩৫)

নবী কারিম (সা.) মদিনা মুনাওয়ারায় বদর যুদ্ধের বন্দীদের মধ্যে যাঁরা লেখাপড়া জানা শিক্ষিত, তাঁদের মুক্তিপণের বিনিময়ে অর্থসম্পদ না নিয়ে এর পরিবর্তে তাঁদের মুসলিম শিশুদের লেখাপড়া ও ভাষাশিক্ষার শিক্ষকরূপে নিয়োজিত করেছিলেন এবং ১০ সাহাবি সন্তানকে ভাষাশিক্ষাদানের বিনিময়ে তাঁদের একেকজনকে মুক্তি দিয়েছিলেন। এ ছাড়া রাসুলুল্লাহ (সা.) বিভিন্ন সাহাবিকে বিভিন্ন বিদেশি ভাষা শিখতে নির্দেশ দিয়েছিলেন। আর যাঁরা বিভিন্ন ভাষা জানেন, তাঁদের প্রশংসা করেছিলেন।

ভাষা হলো ভাব প্রকাশের মাধ্যম। ভাষার অলংকৃত রূপ হলো সাহিত্য। সাহিত্যের বিশেষায়িত পর্ব হলো কাব্য। যিনি কাব্য করেন, তিনি হলেন 'কবি'। মুসলমানদের হাতেই রচিত হয় আরবি ভাষার ব্যাকরণ। অনারবদের কোরআন পড়তে সমস্যা হতো বিধায় হজরত আলী (রা.) তাঁর প্রিয় শিষ্য হজরত আবুল আসওয়াদ দুওয়াইলি (রহ.)কে নির্দেশনা দিয়ে আরবি ভাষাশাস্ত্র প্রণয়ন করান, যা 'ইলমে নাহু' ও 'ইলমে ছরফ' নামে পরিচিত। পরবর্তী সময়ে উচ্চতর ভাষাতত্ত্ব 'ইলমে বায়ান', 'ইলমে মাআনি' ও 'ইলমে বাদি'র উন্মেষ ঘটে।

আল্লাহ তাআলা কোরআন কারিমে বলেন, 'হে নবী (সা.)! আমি আপনার প্রতি সর্বসুন্দর কাহিনি বর্ণনা করেছি।' (সুরা-১২ ইউসুফ, আয়াত: ২) প্রিয় নবীজি (সা.) নিজে কাব্য করতেন। বিখ্যাত সাহাবি হজরত হাসসান বিন সাবিত (রা.) কাব্য রচনা করতেন। হজরত আয়িশা (রা.) কাব্যচর্চা করতেন। এভাবে ইসলামের সব যুগেই বিভিন্ন ভাষায় সাহিত্যচর্চা চলে আসছে। (তাফসিরে ইবনে কাসির)

কোরআনের প্রথম অবতীর্ণ আয়াতের শুরুতে আল্লাহ তাআলা বলেন 'ইকরা' মানে পড়ো। (সুরা-৯৬ আলাক, আয়াত: ১) কিয়ামতের দিনে হাশরের ময়দানে বিচার দিবসে আলাহ তাআলা বলবেন, 'তুমি তোমার কিতাব (আমলনামা) পাঠ করো, আজ তোমার হিসাবের জন্য তুমিই যথেষ্ট।' (সুরা-১৭ বনি ইসরাইল, আয়াত: ১৪)

- মুফতি মাওলানা শাঈখ মুহাম্মাদ উছমান গনী
যুগ্ম মহাসচিব, বাংলাদেশ জাতীয় ইমাম সমিতি; সহকারী অধ্যাপক, আহ্ছানিয়া ইনস্টিটিউট অব সুফিজম।

বাংলা ভাষা কি ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুত

সুমন সাজ্জাদ

বাংলা ভাষার ইতিহাসকে আমরা প্রধানত বুঝে থাকি জাতীয়তাবাদী আবেগ ও অহমিকার ওপর দাঁড়িয়ে। এই অতীতমুখিনতার কারণে বাংলা ভাষার ভবিষ্যৎকে আমরা ঠিক বুঝে উঠতে পারি না। একই সঙ্গে বুঝতে পারি না যে ঐতিহাসিক পাটাতন প্রস্তুত করতে আবেগের মূল্য থাকলেও বাস্তব দুনিয়ার দৈনন্দিন লড়াইয়ে আবেগ ও অহমিকার ভূমিকা খুবই কম। কেননা, একটি ভাষাকে ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুত হতে হয়, অন্য ভাষার সঙ্গে প্রতিযোগিতা করতে হয়, আর্থসামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিপদগুলোর সঙ্গে লড়াই করতে হয়। একসময় বাংলা ভাষাকে ইংরেজির বালাই থেকে মুক্ত হতে হয়েছে, উর্দুর সঙ্গে লড়াই করতে হয়েছে। আবার প্রয়োজন অনুযায়ী আরবি, ফারসি, ইংরেজি, উর্দু, হিন্দির সঙ্গে আপসও করতে হয়েছে। নয়তো বাংলা ভাষার কাঠামোই তৈরি হতো না।

প্রশ্ন হলো ভবিষ্যতের জন্য বাংলা ভাষা কতখানি প্রস্তুত? বাংলা শিখন ও শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে আমাদের প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগ কেমন? প্রযুক্তি ও বাংলা ভাষার সম্পর্ক তৈরিতে সরকার পরিচালিত কাজের পরিসর কতটুকু এগিয়েছে? বাংলা ভাষার সামনে নতুন কোনো বিপদ আছে কি?

দেখতে পাই, নতুন বিপদ হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে ইংরেজি ভাষার নব্য-আধিপত্য। বাংলা ভাষার ওপর ইংরেজির শক্তপোক্ত প্রভাব পড়েছে। নতুন প্রযুক্তি ও বিশ্বায়নের প্রধান ভাষা হয়ে উঠেছে ইংরেজি। নিউ মিডিয়া ও ইংরেজি ভাষা অঙ্গাঙ্গি সম্পর্কে আবদ্ধ। সাংস্কৃতিক উপকরণ ও উপাদানগুলোর ভোক্তা হিসেবে বাংলাভাষী জনগোষ্ঠী এই ভাষাজগতের ভেতরে প্রবেশ করতে বাধ্য। ফেসবুক ও ইউটিউবে প্রতিনিয়ত উৎপাদিত আধেয়র বিরাট অংশ ইংরেজিনির্ভর। এ কারণে অনুমান করাই যায়, শ্রোতার মনে তার একটি রেশ থেকে যাবে।

আর তাই ইংরেজি ভাষা দাপটের সঙ্গে বাংলা ভাষার ওপর খবরদারি করছে। প্রয়োজন ছাড়াই বাংলার বিকল্প হিসেবে ইংরেজি শব্দ ব্যবহার করার ঝোঁক দেখা যাচ্ছে। লেখা ও বলায় এর প্রকোপ প্রতিনিয়ত বাড়ছে। বাংলা বাক্যকাঠামোয় ঢুকে যাচ্ছে ইংরেজি শব্দ ও বাক্যাংশ। মিশ্রণের এই প্রবণতা বড় যে ক্ষতিটি করছে, তা হলো ইংরেজি ভাষার স্বাভাবিকীকরণ ঘটাচ্ছে; বিকল্প হিসেবে ইংরেজি গ্রহণের মানসিকতা তৈরি করে দিচ্ছে। এমন নয় যে প্রাসঙ্গিক বাংলা শব্দগুলো উদ্দিষ্ট ভাব বোঝাতে অক্ষম; বরং বাংলা শব্দ ব্যবহার না করার ফলেই শব্দের স্বাভাবিক প্রয়োগযোগ্যতা নষ্ট যাচ্ছে।

বাংলা ভাষা নতুন আরেক বিপদের মুখোমুখি; তা হলো কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সহায়তায় বাংলা লিখন ও অনুবাদ। ইদানীং চ্যাটজিপিটি ব্যবহার করে অনেক শিক্ষার্থীকেই বাংলা লিখতে দেখছি; দ্রুততার সঙ্গে তাঁরা তৈরি করে ফেলছেন প্রত্যাশিত লেখা। গুগল ট্রান্সলেটরের সহায়তায় ইংরেজি থেকে বাংলায় অনুবাদ করছেন কেউ কেউ। এমনকি স্কুল-কলেজের শিক্ষার্থীরা হাতে তুলে নিচ্ছেন চ্যাটজিপিটি ও গুগল ট্রান্সলেটরকে।

এসব আধেয় ও অনুবাদ মূলত যন্ত্রপ্রসূত। শব্দগুলো বাংলা ভাষার, কিন্তু বাক্যরীতি ইংরেজির। অনেক ক্ষেত্রে বাক্যকাঠামো ঠিক থাকলেও শব্দের পরিপ্রেক্ষিত ঠিক নেই। লেখাগুলোয় থেকে যাচ্ছে প্রচুর বানানবিভ্রাট। এ ধরনের বাংলা লিখতেন উনিশ শতকের ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ কিংবা শ্রীরামপুর মিশনের ইংরেজ পন্ডিতেরা। দুর্বল ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি করে বাংলাভাষী কেউ এমন বাংলা লিখুক, তা আমরা চাই না। ভবিষ্যৎ প্রজন্ম এমন বাংলার খোপে বন্দী হোক, তাও আমাদের কাছে প্রত্যাশিত নয়। যদি না চাই, তার মোকাবিলায় আমাদের প্রস্তুতি প্রয়োজন।

সম্প্রতি লোকগল্পবিষয়ক একটি অনুবাদগ্রন্থ পড়ে স্তম্ভিত হলাম। কারণ, দুর্বল যন্ত্রানুবাদের কারণে ভাষার অভ্যন্তর কাঠামোয় রয়ে গেছে ইংরেজির গভীরতর ছাপ। একইভাবে বিস্মিত হয়েছি একটি দৈনিকে প্রকাশিত ফিচার পড়তে গিয়ে। সংশ্লিষ্ট লেখকও যন্ত্রানুবাদের সহায়তা নিয়েছেন। অর্থাৎ কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার প্রভাব পড়ছে শিক্ষার্থী বা লেখকের অনুধাবন ও লিখনপ্রক্রিয়ায়। প্রযুক্তিনির্ভরতার কারণে ব্যাহত হচ্ছে লেখক শিক্ষার্থীর কল্পনাপ্রসূত বাংলা লিখন। প্রারম্ভিক কল্পনার সুযোগ না নিয়েই একজন লেখক বা শিক্ষার্থী চ্যাটজিপিটির দ্বারস্থ হচ্ছেন। এতে ওই ব্যক্তির স্মৃতিতে সঞ্চিত হচ্ছে না প্রাসঙ্গিক ও প্রয়োজনীয় শব্দ, গড়ে উঠছে না নিজস্ব শব্দভান্ডার। বিঘ্নিত হচ্ছে কপিরাইট বা লেখকস্বত্বের ধারণা।

তাই বলে প্রাযুক্তিক বাস্তবতাকে আমরা উপেক্ষা করতে পারব? সম্ভবত না। নতুন প্রযুক্তিকে মেনে নিয়েই উদ্ভূত সমস্যার মোকাবিলা করতে হবে। বাংলা ভাষাকে নিয়ে আসতে হবে প্রযুক্তির কাছাকাছি। বাংলা ভাষার অভিধান, বানানরীতি ও ব্যাকরণকে সহজলভ্য করে তুলতে হবে। এই বাস্তবতায় কোনো অভিধানের পিডিএফ সংস্করণের চেয়ে প্রভাবশালী হতে পারে অভিধানের ওয়েবসাইট। যেখান থেকে সহজেই পছন্দসই শব্দটি নির্বাচন করে নেওয়া যাবে, থাকবে সমার্থক শব্দ, শব্দের ব্যুৎপত্তিগত ইতিহাস, প্রাচীন ও সাম্প্রতিক প্রয়োগের দৃষ্টান্ত।

প্রযুক্তিকে ব্যবহার করেই বাংলা ভাষা শিখনের ক্ষেত্র প্রস্তুত করা জরুরি। প্রযুক্তির ক্রমউত্থান দেখে অনুমান করাই যায়, পৃথিবীর ভাষাগুলো পরস্পরের কাছাকাছি এসে দাঁড়াবে। প্রযুক্তির সহায়তা নিয়ে যে ভাষা যত বেশি শক্তিশালী হয়ে উঠবে, সে ভাষা তত বেশি তার সক্ষমতা ধরে রাখতে পারবে। যেমন ভাষাশিক্ষা প্রযুক্তির প্রতিষ্ঠান ডুয়োলিঙ্গোর দেওয়া তথ্যমতে, কোভিড পরিস্থিতিতে স্প্যানিশ হয়ে উঠেছে দ্বিতীয় অধ্যয়নের ভাষা। এর পেছনে রয়েছে প্রযুক্তির ইতিবাচক অবদান।

শুদ্ধ বাংলা শেখার জন্য মানসম্মত অ্যাপস ও গেমসের কথা আমরা ভাবতে পারি। ভাবা যেতে পারে বাংলা ব্যাকরণের অনলাইন সংস্করণের কথা, যার সহায়তা নিয়ে স্থানীয়-অস্থানীয় যেকেউ চাইলেই প্রয়োজনমাফিক ব্যাকরণিক জ্ঞান গ্রহণ করতে পারবে এবং নিজের লেখার শুদ্ধাশুদ্ধির সমস্যা দূর করতে পারবে। প্রশ্ন দাঁড়ায়, কাজগুলো করবে কে? আমাদের ভাষাপরিকল্পনা আছে কি? এসব প্রশ্নের জবাবও নেতিবাচক।

অবশ্য জাতীয় শিক্ষানীতিতে ভাষাবিষয়ক কিছু ধারা-উপধারা আছে। ২০২৪ সালে প্রণীত হয়েছে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাবিষয়ক নীতিমালার খসড়া। এখানে এআইয়ের সহায়তায় ভাষার বাধা ঘুচে যাওয়ার সম্ভাবনার কথা বলা হয়েছে। কিন্তু বাংলাদেশে কোনো ভাষানীতি নেই। অথচ ভাষাপরিকল্পনা ও নীতি ছাড়া ভাষার বিস্তার সম্ভব নয়। দমন করা সম্ভব নয় কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাপ্রসূত চিন্তার কুম্ভিলকবৃত্তি। সামগ্রিক বাস্তবতায় বলা চলে, বাংলা ভাষা ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুত নয়।

প্রকৃতপক্ষে আমাদের একটি ভাষা কমিশন দরকার। ভাষাবিজ্ঞানী, ভাষা গবেষক, শিক্ষক, ভাষাপ্রযুক্তিবিদ এবং সরকারি প্রতিনিধির সমন্বয়ে গঠিত ভাষা কমিশনের কাজ হবে দেশে বিদ্যমান ভাষা-পরিস্থিতিকে আমলে নিয়ে ভাষানীতি প্রণয়ন করা। এই নীতি কাজ করবে বাংলাদেশে বিদ্যমান ভাষার প্রয়োগ-পরিসর নিয়ে। সেখানে প্রধানত গুরত্ব পাবে ভবিষ্যতের উপযোগী বাংলা ভাষা।

- সুমন সাজ্জাদ অধ্যাপক
বাংলা বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়।

অমর একুশে

বাঙালির একুশ হয়ে উঠেছে আজ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের, বিভিন্ন জাতির ভাষার অধিকার অর্জনের পথিকৃৎ। ১৯৫২ সালে পশ্চিম পাকিস্তানের আমলানির্ভর সরকার ও প্রশাসনের চাপিয়ে দেওয়া একমাত্র রাষ্ট্রভাষা উর্দুর বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছিল বাংলার জনগণ। ২১ ফেব্রুয়ারি পুলিশের গুলিতে নিহত হয়েছিলেন রফিক, বরকত, জব্বার। গুরুতর আহত সালাম মারা গিয়েছিলেন ৭ এপ্রিল। ২২ ফেব্রুয়ারিও মিছিলে চলেছিল গুলি। ঝরে গিয়েছিল শফিউর রহমানসহ আরও কয়েকটি তাজা প্রাণ।

বাংলার ভাষা ও সংস্কৃতি হৃদয়ে ধারণ করে এই জাতি স্বাধিকার আন্দোলনের পথে হেঁটেছে এবং ছিনিয়ে এনেছে স্বাধীনতা। স্বাধীনতার পর থেকে তাই একুশে ফেব্রুয়ারি জাতীয় শহীদ দিবস হিসেবে পালিত হয়ে আসছে। ১৯৯৯ সালে ইউনেসকো একুশে ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে স্বীকৃতি দেয়। এখন বিশ্বের সব দেশে দিবসটি উদ্যাপিত হচ্ছে। এই স্বীকৃতি যেমন বাংলাদেশের জন্য গৌরবের, তেমনি বাংলা ভাষার প্রতি আমাদের দায়িত্ব ও কর্তব্যবোধের কথাও স্মরণ করিয়ে দেয়।

ইউনেস্কো যখন ১৯৯৯ সালে একুশে ফেব্রুয়ারিকে 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' হিসাবে ঘোষণা করল, তাকে বাংলা ভাষাভাষীদের পক্ষ থেকে গভীর ভাবে অনুধাবন করার চেষ্টাই হল না। ভাষিক সংখ্যাগুরু, ভাষিক সংখ্যালঘু, ভাষিক গণতন্ত্রড় এই সব শব্দ, ভাষিক সঙ্কট এবং তার মোকাবিলা নিয়ে গভীর ভাবে চিন্তা করা হল না। এমন সঙ্কটে দল কী ভাবে ভারী করতে হয়, হাত বাড়াতে হয়, একজোট হতে হয় সে নিয়ে গুরুত্ব সহকারে পথ বা হদিস খোঁজা হল না। কাজের ভাষা, রোজগারের ভাষা, চিন্তাচর্চার ভাষা হিসাবে বাংলাকে প্রতিষ্ঠা দেওয়ার কোন উদ্যোগ নজরে এল না।

স্বাধীনতার পর ড. কুদরাত-এ-খুদার নেতৃত্বে যে শিক্ষা কমিশন গঠিত হয়েছিল, সেই কমিশন প্রাথমিক স্তরে একমুখী শিক্ষাব্যবস্থা চালু করার কথা বলেছিল। বাস্তবে সেটা হয়নি। প্রাথমিক স্তরে চতুর্মুখী শিক্ষা চালু রয়েছে। ব্যবসা-বাণিজ্য, উচ্চশিক্ষা, গবেষণাসহ নানা ক্ষেত্রে ইংরেজির প্রাধান্য লক্ষ করা যায়। একুশে ফেব্রুয়ারি এলে সরকারের নীতিনির্ধারকেরা সর্বস্তরে বাংলা ভাষা চালুর পক্ষে জোরালো বক্তৃতা-বিবৃতি দেন। কিন্তু ভাষার উন্নয়নে এখন পর্যন্ত টেকসই কোন পরিকল্পনার কথা জানা যায় না। বাঙালি লেখকেরা বাংলায় লেখেন না। জামায়েত বা আড্ডায় বাংলা বলেন না। আর এক দল ইংরেজি এবং আন্তর্জাতিক ভাষাসাহিত্য সংস্কৃতি নিয়ে এতটাই সন্ত্রস্ত যে, সে তল্লাটে পা-ই ফেলেন না।

লক্ষ্য করবেন, সারা বছর বাংলা ভাষা, বাংলা সংস্কৃতি, বাংলা সাহিত্য নিয়ে আমরা থাকি অসাড়, উদাসীন, অনুভূতিহীন হঠাৎ উদ্যাপনের হুল্লোড়ে একুশ এলে সক্রিয় হয়ে উঠি। মেট্রোয় অন্য ভাষা ঠিকঠাক, অথচ বাংলায় ভর্তি বানান ভুল, বাক্য ভুল। শহরের হোর্ডিং জুড়ে বানানের গঙ্গাযাত্রা। বইপত্র রাজনৈতিক পুস্তিকা, ইস্তাহার, হ্যান্ডবিল দেখলে বাংলা ভুলে যেতে ইচ্ছে করে। নগরবৃত্তের জনপরিসরে বাংলা ভাষা নিয়ে এত কুণ্ঠা, এত লজ্জা, এত অপমান, এত সংশয় সেটা থেকেই বোঝা যায় বাংলাভাষীরাই আজ ভাষা থেকে পালানোর পথ খুঁজছেন।

প্রয়োজনে আমরা যেকোনো ভাষা শিখব, কিন্তু মাতৃভাষাকে অগ্রাহ্য করে নয়। আমরা যদি ভাষাশহীদদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হই, তাহলে একুশে ফেব্রুয়ারিকে আনুষ্ঠানিকতায় সীমিত না রেখে এর মর্ম উপলব্ধি করতে হবে। বাংলা ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির উন্নয়ন ও বিকাশের লক্ষ্যে আমাদের সবাইকে যার যার অবস্থান থেকে অবদান রাখতে হবে।

জুলাইয়ের হাওয়া বইছে একুশে বইমেলায়!

ঢাকা অফিস-

স্লোগানে স্লোগানে মুখরিত বইমেলা প্রাঙ্গন। এপাশ থেকে একজন বলছেন, 'আমার ভাই কবরে, খুনি কেন বাহিরে' তো অন্যপাশ থেকে এক মা বলে উঠছেন, 'হামার বেটাকে মারলু ক্যানে?' আক্ষরিক অর্থে বইমেলায় এসব স্লোগানে বা আন্দোলন কিছুই হচ্ছে না, তবে মেলার সর্বত্রই যেন বয়ে চলেছে জুলাই আন্দোলনের হাওয়া!

একুশে বইমেলা মানেই ১৯৫২ সাল, ভাষা আন্দোলন, আর ভাষার জন্য জীবন উৎসর্গ করা শহীদরা। তবে এবার একটু ব্যতিক্রম। শুধু ভাষা আন্দোলন নয়, সাথে জায়গা করে নিয়েছে '২৪-এর গণঅভ্যুত্থান! সজ্জাতেও সে ছাপ একেবারে স্পষ্ট। ব্যানার, ফেস্টুন, গ্রাফিতিসহ নানা রকম আয়োজনে তুলে ধরা হয়েছে জুলাই আন্দোলনকে। যেমন:

'বুকের ভেতর দারুণ ঝড়
বুক পেতেছি গুলি কর'
অথবা
'আপস না সংগ্রাম?
সংগ্রাম, সংগ্রাম'

প্রবেশমুখেই এমন সব স্লোগানের পোস্টার, শহীদদের ছবি, দাবি ও অধিকার আদায়ের ফেস্টুন এবং স্বৈরাচারবিরোধী গ্রাফিতি সহজেই নজর কাড়ে যে-কারও। পুরো মেলাজুড়ে যেন জুলাইয়ের আবহ। শুধু তা-ই নয়, স্টলগুলোর থিম এবং 'জুলাই চত্বর' স্থাপন করে অভ্যুত্থানের চিত্র উপস্থাপন করা হয়েছে নান্দনিকভাবে। আর এসব সজ্জায় রং হিসেবে বেছে নেওয়া হয়েছে লাল, কালো ও সাদা।

এমন রং বাছাইয়ের গল্পটাই বা কী? উত্তরটা জানালেন বাংলা একাডেমির ভারপ্রাপ্ত পরিচালক ড. সরকার আমিন স্বয়ং। তিনি মেলার আয়োজক কমিটির সদস্য সচিবও। বললেন, 'খেয়াল করলে দেখবেন, আমরা প্রধানত তিনটি রংকে প্রাধান্য দিয়েছি। ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে এই রংগুলোই থাকছে যত সব ব্যানার, পোস্টার, ফেস্টুন বা গ্রাফিতিতে। যেমন, লাল রং হলো বিপ্লব, কালো শোক ও সাদা শান্তির প্রতীক। তাছাড়া আমরা চেয়েছি জুলাইয়ে যারা আহত বা শহীদ হয়েছেন, তাদের কথাও যেন সজ্জায় স্পষ্টভাবে উঠে আসে।' মেলার এমন সজ্জা মানুষের কাছে এত ইতিবাচক হয়ে ধরা দেবে সেটি হয়তো তারাও কল্পনা করেননি।

বইয়ে বইয়ে জুলাই

জুলাই অভ্যুত্থান থিমে সজ্জিত বইমেলা। সেখানে প্রকাশক বা লেখকরাও পিছিয়ে থাকবেন কেন! স্টলে স্টলে অভ্যুত্থান সম্পর্কিত বই ও সামগ্রীও তাই মেলার অনন্য সংযোজন। আবার ক্রেতারাও হুমড়ি খেয়ে কিনছেন সেসব। কেমন চলছে জুলাই বিপ্লবের বই? উত্তর জানতে কথা হয় ঐতিহ্য প্রকাশনীর এক বিক্রেতার সঙ্গে। জানালেন, অন্যান্য বইয়ের পাশাপাশি পাল্টা দিয়ে বাড়ছে জুলাই অভ্যুত্থান-কেন্দ্রিক বই কেনাবেচা। এমনকি দিনের বেস্টসেলিং বইয়ের তালিকায়ও নাম লেখাচ্ছে এসব বই। আবার কিনছেন যারা, তাদের বেশিরভাগই তরুণ। ভিন্ন ভিন্ন স্টলে ভিন্ন ভিন্ন জুলাই অভ্যুত্থান-কেন্দ্রিক বই। ডাস্টবিনে স্বৈরাচারের মুখ। মানুষ ঘৃণাভরে ময়লা ফেলছে তাতে। এই দৃশ্যের দেখা পেতে হলে আপনাকে যেতে হবে একুশে বইমেলার বাংলা একাডেমি অংশে। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের স্টলের পাশে দুটি ডাস্টবিন বেশ আলোড়ন তুলেছে। স্টলটিও প্রশংসিত হচ্ছে বেশ। বইয়ে আর সজ্জায় স্টলটি সম্পূর্ণ জুলাইকেই ধারণ করেছে।এমনটি বললে বোধহয় ভুল হবে না। 'মাতৃভূমি অথবা মৃত্যু' অঙ্কিত এ স্টলেই পাওয়া যাচ্ছে জুলাই গণঅভ্যুত্থান নিয়ে লেখা বইয়ের অধিকাংশ।

৩৬ জুলাই ফটো বুথ

এখানেই শেষ নয়। সাধারণের জন্য জুলাইয়ের স্মৃতিকে আরও একবার স্মরণ করার সুযোগও করে দিয়েছে মেলা কর্তৃপক্ষ। দূর থেকে দেখে মনে হতে পারে বইয়ের স্টল। তবে কাছে এলে বোঝা যাবে, রঙিন স্লোগান অঙ্কিত স্টলটি আসলে একটি ফটো বুথ। জুলাই অভ্যুত্থানকে ছবিতে ধরে রাখতেই এমন উদ্যোগ। বুথটির নামও তাই '৩৬ জুলাই'।

ফটো বুথের ভেতরে অঙ্কন করা হয়েছে দুহাত প্রসারিত আবু সাঈদের ছবি সামনে ও দুপাশে আন্দোলনের সময়কার নানান ঘটনা অঙ্কিত রয়েছে। হেলিকপ্টার থেকে গুলি, পুলিশি নির্যাতন, ছাত্রলীগ কর্তৃক নিগ্রাহের মতো ঘটনাও স্থান পেয়েছে চিত্রে। ওপরের দিকটায় জুলাই অভ্যুত্থানে ব্যবহৃত নানা স্লোগান আর আর লেখা হয়েছে আন্দোলনকালীন জনপ্রিয় কিছু শব্দবন্ধ। বলা যায়, জুলাই যেন এবারের মেলার প্রাণ!

একুশে বইমেলা কেবল বই কেনাবেচার জায়গা নয়, এটি ইতিহাসের, সংস্কৃতির, আন্দোলনের চেতনার প্রতিচ্ছবি। এবারের বইমেলায় সেই চেতনা মিশে গেছে একুশের সঙ্গে জুলাইয়ের। হাজার হাজার মানুষ আসছেন, বই কিনছেন, ছবি তুলছেন, আন্দোলনের ইতিহাস জানছেন, আর হয়তো প্রতিজ্ঞাও করছেন 'আপস নয়, সংগ্রাম!'

ফ্রিল্যান্সারদের জন্য নতুন সুবিধা চালু করলো ফাইভার

লন্ডন, ২০ ফেব্রুয়ারি:

ফ্রিল্যান্সিংয়ের জন্য জনপ্রিয় মার্কেটপ্লেসগুলোর মধ্যে অন্যতম হলো ফাইভার। এবার ফ্রিল্যান্সারদের সুবিধার্থে নতুন সুবিধা চালু করতে যাচ্ছে প্রতিষ্ঠানটি। ব্যবহারকারীদের আয়ের পরিধি বাড়াতে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) মডেল প্রশিক্ষণের সুযোগ চালু করেছে ফাইভার। এখন ব্যবহারকারীরা এই এআই মডেলকে প্রশিক্ষণ দিতে পারবেন। পরবর্তী সময়ে একটি নির্দিষ্ট অর্থের বিনিময়ে যে কেউ সেই মডেল ব্যবহার করতে পারবেন।

ফাইভারের তথ্যমতে, নতুন এই সুবিধায় ফ্রিল্যান্সাররা দ্রুত ও মানসম্মত কনটেন্ট তৈরি করতে সক্ষম হবেন এবং এআই মডেলকে নিজস্ব কাজের ভিত্তিতেও প্রশিক্ষণ দিতে পারবেন। ফলে নতুন নতুন কাজের ওপর তাদের নিয়ন্ত্রণ বজায় থাকবে।

'ফাইভার গো' টুলসের অংশ হিসেবে চালু হওয়া এই নতুন সুবিধাটি কাজে লাগিয়ে ব্যবহারকারীরা তাদের তৈরি এআই মডেল সম্পাদনা করতে পারবেন এবং নিজেদের পছন্দ অনুযায়ী নির্দিষ্ট পরিমাণ মূল্য নির্ধারণ করতে পারবেন। এই মডেলটি ভয়েসওভার, গান লেখা, গ্রাফিক্স ডিজাইন, ইলাস্ট্রেশন, কপিরাইটিং ও ডিজিটাল মার্কেটিংসহ বিভিন্ন সেবার ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে। এই উদ্যোগ ব্যবহারকারীদের কাজের পরিধি আরও বিস্তৃত করবে এবং কনটেন্ট তৈরির প্রক্রিয়াকে আরও সহজ করবে।

এছাড়াও ফাইভার গোতে যুক্ত রয়েছে এআইভিত্তিক ব্যক্তিগত সহকারীও। এর ফলে ব্যবহারকারীরা সহজেই গ্রাহকদের প্রশ্নের উত্তর দিতে পারবেন। এআইভিত্তিক ব্যক্তিগত সহকারীর মাধ্যমে ফ্রিল্যান্সারদের গ্রাহকসেবার মান উন্নত হবে। তবে প্রাথমিক পর্যায়ে শুধু নির্বাচিত কিছু শীর্ষস্থানীয় ফ্রিল্যান্সাররাই এই সুবিধা পাবেন।

ইন্ডিয়ানদের পায়ে শিকল দেখে ইলন মাস্ক বললেন 'হাহা, অসাধারণ!'

লন্ডন, ২১ জানুয়ারি-

ডোনাল্ড ট্রাম্প দ্বিতীয়বার প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব নেয়ার পর অভিবাসন নীতি আরো কঠোর করেছেন। একটি ভিডিওতে দেখা গেছে এই যুবকের শরীর তল্লাশি করছে নিরাপত্তাকর্মীরা। এরপর বাঙ থেকে বের করা হচ্ছে লোহার শিকল। দু পায়ে শিকল লাগানো হলো, হাতে লাগানো হলো হাতকড়া। সেই অবস্থায় বিমানে উঠানো হলো তাকে। ভিডিওর শেষে একটি বাক্য, অবৈধ ভীনগ্রাহীদের বিতাড়নের বিমান।

দ্বিতীয়বার ক্ষমতায় আসার পর আমেরিকার লাখ লাখ অবৈধ অভিবাসীদের ফেরত পাঠানোই ট্রাম্প প্রশাসনের অগ্রাধিকার। আর সেই প্রক্রিয়ার একটি বড় অংশই ইন্ডিয়ানরা।

এই ভিডিও প্রকাশ্যে আসার পর বিশ্বজুড়ে বিতর্ক শুরু হয়েছে। এমনকি ইলন মাস্ক পর্যন্ত বিদ্রুপ করে এই ভিডিও শেয়ার করে লিখেছেন-"হাহা, অসাধারণ!"

ইন্ডিয়ার উৎপাদিত মাদকে মৃত্যুর ঝুঁকিতে আফ্রিকার লাখো যুবক

লন্ডন, ২১ ফেব্রুয়ারি:

ইন্ডিয়ার ওষুধ কোম্পানি অবৈধভাবে নিষিদ্ধ ওপিওয়েড মাদক তৈরি করে ছড়িয়ে দিচ্ছে পশ্চিম আফ্রিকার দেশগুলোতে। মানবদেহের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর হওয়ায় বিশ্বব্যাপী ওই ওপিওয়েড মাদক নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এর উৎপাদন এবং আমদানি-রপ্তানিতে রয়েছে কঠোর নিষেধাজ্ঞা। তবে বৃটিশ গণমাধ্যম বিবিসির এক অনুসন্ধানে জানা গেছে, ট্যাপেনটাডল ও ক্যারিসোপ্রোডলের মতো মানবদেহের জন্য ভয়াবহ রকমের ক্ষতিকর ওপিওয়েড মাদক উৎপাদন করছে মুম্বাই-ভিত্তিক অ্যাভিও ফার্মাসিউটিক্যালস নামের একটি ওষুধ কোম্পানি। বিশ্বের কোথাও এই মাদক উৎপাদনের অনুমতি নেই। কিন্তু অ্যাভিও এসব মাদক উৎপাদন করে তা পশ্চিম আফ্রিকার দেশ ঘানা, নাইজেরিয়া এবং আইভরি কোস্টের মতো দেশগুলোতে ছড়িয়ে দিচ্ছে। যার ফলে মৃত্যুর ঝুঁকিতে পড়েছে এসব দেশের লাখ লাখ যুবক।

এ বিষয়ে বিশদ তদন্ত করেছে বিবিসি'র আই ইনভেস্টিগেশন ইউনিট। তারা দেখতে পেয়েছে পশ্চিম আফ্রিকার দেশগুলোতে পাওয়া ওই ওপিওয়েড মাদকগুলোর উৎপাদন হচ্ছে ইন্ডিয়ায়। যা তৈরি হচ্ছে মুম্বাই-ভিত্তিক ওষুধ কোম্পানি অ্যাভিওর কারখানায়। অত্যন্ত গোপনীয়তার সঙ্গে এই অনুসন্ধান চালিয়েছে বিবিসির ওই বিশেষ ইউনিট। তারা অ্যাভিওর অন্যতম পরিচালক বিনোদ শর্মার ভিডিও ধারণ করেছে। যেখানে বিনোদ স্বীকার করেছেন যে, ভয়াবহ ওই মাদক ওষুধের নামে বাজারজাত করছে তার কোম্পানি। এর ভয়াবহতা জানা সত্ত্বেও তিনি এই বিষয়টিকে শুধুমাত্র ব্যাবসায়িক উদ্দেশ্য বলে উল্লেখ করেছেন। বিনোদ জানিয়েছেন, ওপিওয়েডের বড়িগুলো বেশ সস্তায় বিক্রি করা হচ্ছে। বিশেষ করে কিশোর, তরুণদের লক্ষ্য করে ভয়াবহ ওই মাদক আফ্রিকার পশ্চিমাঞ্চলের দেশগুলোতে ছড়িয়ে দেয়া হচ্ছে। যার ফলে সেখানে তরুণ এবং কিশোরদের মৃত্যুর ঝুঁকি আশঙ্কাজনক হারে বেড়েছে। সবচেয়ে ভয়াবহ পরিস্থিতির মধ্যে আছে ঘানার তামালেতে নামক অঞ্চল। সেখানের প্রায় প্রতিটি যুবকই এই ওপিওয়েডের প্রতি আসক্ত।

চোরাকারবারিদের ওপর অভিযান চালিয়ে এই মাদকের বিলোপ সাধন করতে একটি স্বেচ্ছাসেবী টাস্ক ফোর্স গঠন করেছিলেন অঞ্চলটির এক নেতা। যার নাম আলহাসান মাহাম। তবে তিনি জানিয়েছেন, তার গঠিত টাস্ক ফোর্সটি কার্যকর কোনো ভূমিকা পালন করতে পারেনি। কেননা প্রতিনিয়ত ওপিওয়েড বন্যার পানির মতো সমস্ত অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ছে। ঘানার পাশাপাশি নাইজেরিয়া এবং আইভরি কোস্টেও একই মাদক পাওয়া যাচ্ছে। যেখানে কিছু ব্যবহারকারীরা এনার্জি ড্রিংকের সঙ্গে মিশিয়ে ওপিওয়েড সেবন করছে। এই ওপিওয়েড উৎপাদনে ভারতের অ্যাভিও ফার্মাসিউটিক্যালসের সহযোগী হিসেবে কাজ করছে ওয়েস্টফিন ইন্টারন্যাশনাল নামের আরেক কোম্পানি। মূলত এই কোম্পানিটির মাধ্যমেই পশ্চিম আফ্রিকার দেশগুলোতে ছড়িয়ে দেয়া হচ্ছে নিষিদ্ধ ওই ড্রাগ। এক পরিসংখ্যানে দেখা গেছে, শুধুমাত্র নাইজেরিয়াতেই এই মাদক গ্রহণকারীর সংখ্যা ৪০ লাখের ওপরে। তবে এই মাদক মোকাবিলায় হিমশিম খাচ্ছে নাইজেরিয়ার সরকার।

ইতিমধ্যেই ভয়াবহ এ মাদকের বিষয়ে সতর্ক করেছেন বিশেষজ্ঞরা। তারা বলেছেন, ট্যাপেন্টাডল ও ক্যারিসোপ্রোডলের সংমিশ্রণ ট্রামাডলের চেয়েও আরও বেশি ভয়াবহ। মানবদেহের জন্য এই মাদক অত্যন্ত ক্ষতিকর। এর ফলে একজন সেবনকারী দ্রুতই মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়তে পারে। এই মাদক গ্রহণের ফলে ব্যবহারকারীর ঘুম, শ্বাসকষ্ট এবং মৃত্যুও হতে পারে। এসব নেতিবাচক প্রভাবের ফলে ইউরোপের দেশগুলোতে এই মাদক নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

মাদকের এই চোরাচালানের বিষয়ে অবহিত রয়েছে ইন্ডিয়ান কর্তৃপক্ষ। দেশটির সেন্ট্রাল ড্রাগস স্ট্যান্ডার্ড কন্ট্রোল অর্গানাইজেশন (সিডিএসসিও) দাবি করেছে যে, তারা যেকোনো অনিয়ম মোকাবিলায় রপ্তানি পর্যবেক্ষণে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। তবে এ বিষয়টি স্পষ্ট যে, আফ্রিকাতে নিষিদ্ধ ওই মাদক রপ্তানির জন্য ইন্ডিয়ান কর্তৃপক্ষের দুর্বল নজরদারিই দায়ী। যার ফলে ভয়াবহ ঝুঁকিতে পড়েছে পশ্চিম আফ্রিকার দেশগুলোর জনস্বাস্থ্য।

হার মেনে নিচ্ছে ইউক্রেন!

লন্ডন, ২০ ফেব্রুয়ারি-

রাত গভীর, আকাশে শত্রুপক্ষের ক্ষেপণাস্ত্র উড়ছে। কমান্ড সেন্টারে সাইরেন বাজছে, সেনারা প্রস্তুত। কিন্তু এক সেকেন্ড, কোথায় প্রতিরক্ষার অস্ত্র। 'স্যার, আমাদের প্যাট্রিয়ট ক্ষেপণাস্ত্র শেষ।' ভোর তিনটায় এমনই এক মর্মান্তিক ফোন কল পান ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলাদিমির জেলোনস্কি। তার সেনাপতির কণ্ঠে আতঙ্ক। কারণ প্রতিপক্ষের আটটি ক্ষেপণাস্ত্র। কিন্তু ইউক্রেনের হাতে একটিও প্রতিরক্ষা ক্ষেপণাস্ত্র নেই। এই চিত্র শুধু এক রাতের নয় বরং ইউক্রেনের সামগ্রিক প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার বাস্তবতা। ইউক্রেন যুদ্ধের তৃতীয় বছরে এসে দেশটির আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা মেরুদন্ড বলে পরিচিত মার্কিন প্যাট্রিয়ট ক্ষেপণাস্ত্র প্রায় শেষের পথে। আর এই সংকট এখন শুধু ইউক্রেনের নয়, বরং বৈশ্বিক কূটনীতির নতুন মোড় ঘুরিয়ে দিতে পারে।

কেন ফুরিয়ে আসছে প্যাট্রিয়ট ক্ষেপণাস্ত্র?

প্রথম থেকেই ইউক্রেনের আকাশ প্রতিরক্ষার প্রধান ভরসা ছিল পশ্চিমা অস্ত্র সহায়তা। বিশেষ করে আমেরিকার দেওয়া প্যাট্রিয়ট ক্ষেপণাস্ত্র। কিন্তু প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প দায়িত্ব নেয়ার পর থেকেই তিনি এই সহায়তা পুনর্মূল্যায়নের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। সাম্প্রতিক এক সংবাদ সম্মেলনে জেলোনস্কি জানিয়েছেন, নতুন করে ক্ষেপণাস্ত্র সরবরাহ নিশ্চিত না হলে, ইউক্রেনকে নিজস্ব উৎপাদনের অনুমতি দিতে হবে। তবে এত দ্রুত এই ব্যবস্থা গড়ে তোলা কি আদৌ সম্ভব।

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, ইউক্রেনের অস্ত্র উৎপাদন ক্ষমতা সীমিত এবং মার্কিন প্রযুক্তির উপর নির্ভরশীল। আরেকটি বড় কারণ হলো, ব্যয়ের বিশাল অংক প্রতিটি প্যাট্রিয়ট ক্ষেপণাস্ত্রের মূল্য প্রায় চার মিলিয়ন ডলার। যা ইউক্রেনের জন্য অত্যন্ত ব্যয়বহুল। অন্যদিকে রাশিয়ার কম খরচের ড্রোন ও ক্ষেপণাস্ত্র হামলার বিপরীতে এটি প্রতিরক্ষার জন্য টেকশই বিকল্প নয়।

ট্রাম্পের নয়া কৌশল খনিজের বদলে সহায়তা, ডোনাল্ড ট্রাম্প স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন, ইউক্রেনকে ৩০০ বিলিয়ন ডলারের সামরিক সহায়তা দেওয়র বিনিময়ে তিনি ৫০০ বিলিয়ন ডলার মূল্যের বিরল খনিজ চান অর্থাৎ শুধু মানবিক সহায়তা নয় বরং অর্থনৈতিক ও কৌশলগত সুবিধা নিশ্চিত করেই আমেরিকা এগুবে। কিন্তু জেলোনস্কি বলেছেন, এই চুক্তিতে নিরাপত্তা নিশ্চয়তা নিয়ে কোন কথা নেই বরং এতে ইউক্রেনকে তার খনিজ সম্পদের ৫০ শতাংশ ছাড়তে হবে। এটি মানতে তার আপত্তি কারণ এটি তার দেশের সার্বভৌমত্বের প্রশ্ন তুলে দেয়।

তাহলে যুদ্ধ কি শেষের পথে! এই সংকটের মধ্যেই রাশিয়া ও আমেরিকা রিয়াদে একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে বসে। যুক্তরাষ্ট্র সেখানে কূটনৈতিক সমাধানের প্রয়োজনীয়তার কথা বলছে। কিন্তু একই সঙ্গে ইউক্রেনের অবস্থান নিয়ে ও হতাশা প্রকাশ করেছে। রাশিয়া-আমেরিকা যুদ্ধ শেষ করার বিষয়ে সম্মত হলেও, বাস্তবে কি হবে তা এখনো পরিষ্কার নয়। কারণ যুদ্ধক্ষেত্রে ইউক্রেনের দুর্বল প্রতিরক্ষা এবং পশ্চিমা সমর্থনের অনিশ্চয়তা রাশিয়ার জন্য সুবিধাজনক পরিস্থিতি তৈরি করছে।

তাহলে ইউক্রেনের ভবিষ্যৎ কি?

বিশ্লেষকদের মতে, যদি ইউক্রেন দ্রুত নতুন অস্ত্র সহায়তা না পায় তবে তাদের প্রতিরক্ষা দুর্বল হয়ে পড়বে। পশ্চিমা দেশগুলোর অনীহা, ট্রাম্প প্রশাসনের কৌশলগত হিসাব নিকাশ এবং ইউক্রেনের নিজস্ব অস্ত্র উৎপাদনের সীমাবদ্ধতা, সবকিছু মিলে দেশটি এখন এক কঠিন বাস্তবতার সামনে দাঁড়িয়ে।

ইউক্রেন কি মার্কিন শর্ত মেনে নেবে নাকি নিজস্ব সামরিক সক্ষমতা গড়ে তুলবে? রাশিয়া কি এই সুযোগে আরো আগ্রাসী হবে? এসব প্রশ্নের উত্তর যাই হোক না কেন একটি বিষয় নিশ্চিত, যুদ্ধের মোড় এখন বড় ধরনের পরিবর্তনের দিকে এগোচ্ছে।

ফাল্গুন, ফেব্রুয়ারি এলে ভাষাচর্চার কথা বলা আর বছরের অন্য মাসে ভুলে থাকা, এটা ঠিক নয়: হাসনাত আরিয়ান খান

বিজ্ঞানের ছাত্র ছিলেন। তথ্যপ্রযুক্তি ও আইন বিষয়ে একাডেমিক পড়াশোনা করেছেন। 'প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)', 'রয়টার্স ইনস্টিটিউট ফর দ্য স্টাডি অফ জার্নালিজম'ও 'নাইট সেন্টার ফর জার্নালিজম ইন দি আমেরিকাস' এ সাংবাদিকতা বিষয়ে পড়েছেন। তবে সবচেয়ে বেশি পড়েছেন ইতিহাস। বিশেষ করে তাঁর আগ্রহের কেন্দ্রে ছিলো বাংলার ইতিহাস, বাংলাদেশের ইতিহাস। আর এই ইতিহাস চর্চা করতে গিয়েই তিনি 'অখণ্ড বাংলাদেশ আন্দোলন' শুরু করেছেন। বাংলা বলয়ের সকল বাংলাভাষীর জন্য একটি বৈষম্যহীন 'অখণ্ড বাংলাদেশ' রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখছেন। সমগ্র বাংলা অঞ্চলকে বাংলাদেশের সাথে অন্তর্ভুক্ত করে 'অখণ্ড বাংলাদেশ' বাস্তবায়নে আন্দোলনে নেমেছেন। নিজে দেশের পাশাপাশি বিদেশেও জনমত গড়ে তুলছেন। পলাশী দিবসে ওয়েস্টমিনস্টার এ ব্রিটিশ পার্লামেন্টের সামনে এই দাবিতে সমস্বরে আওয়াজ তুলেছেন। বাংলাদেশিদের নিয়ে ইন্ডিয়ার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর ঔদ্ধত্যপূর্ণ ও শিষ্টাচার বহির্ভূত বক্তব্যের কড়া প্রতিবাদ করেছেন। ইন্ডিয়ার শাসকদেরকে তাদের দেশের সীমানা বিহারের কুশি নদীর তীর পর্যন্ত ফিরিয়ে নিতে বলেছেন। মিয়ানমারের শাসকদেরকে আরাকান, শান ও কাচিনের কিছু অংশ ফিরিয়ে দিতে বলেছেন। ইন্ডিয়া ও মিয়ানমারের শাসকদের কাছে শামসুদ্দীন ইলিয়াস শাহ'র বাংলা ফেরত চাইছেন, নবাব সিরাজ-উদ-দৌলা'র বাংলা ফেরত চাইছেন। যা বর্তমানে ইন্ডিয়ায় ও মিয়ানমারে খুবই আলোচিত হচ্ছে। টেকনাফ থেকে তেতুলিয়া, আন্দামান থেকে আরাকান, আসাম থেকে পশ্চিমবঙ্গ, বিহার থেকে উড়িষ্যা পর্যন্ত এই আন্দোলন ছড়িয়ে পড়েছে। যতই দিন যাচ্ছে আন্দোলন ততই বেগবান হচ্ছে। 'অখণ্ড বাংলাদেশ আন্দোলন' এখন দেশের রাজনীতি ও ইতিহাস সচেতন মানুষের মুখে মুখে ফিরছে। গত ১৬ ডিসেম্বর 'অখণ্ড বাংলাদেশ আন্দোলন' যুক্তরাজ্যে ২১ বছর এবং বাংলাদেশে ২৬ বছর পূর্তি উৎসব পালন করেছে। 'অখণ্ড বাংলাদেশ আন্দোলন' এর অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যত ও ভাষাভিত্তিক জাতীয়তাবাদ নিয়ে শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসে কথা বলেছেন 'অখণ্ড বাংলাদেশ আন্দোলন' এর আহবায়ক হাসনাত আরিয়ান খান। সাক্ষাৎকার নিয়েছেন জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক মুহাম্মাদ শরীফুজ্জামান ও শামসুল ইসলাম। দুই পর্বের সাক্ষাৎকারের প্রথম পর্ব আজ প্রকাশিত হলো।

মুহাম্মাদ শরীফুজ্জামান: আসসালামু আলাইকুম খান ভাই। কেমন আছেন? 'অখণ্ড বাংলাদেশ আন্দোলন' এর বর্ষপূর্তি উৎসব কেমন উদযাপন করলেন?

হাসনাত আরিয়ান খান: ওয়ালাইকুমুস সালাম। আলহামদুলিল্লাহ, আমি ভালো আছি। বিসমিল্লাহি তাওয়াক্কালতু আলাল্লাহি, লা-হাওলা ওয়ালা কুওওয়াতা ইল্লা বিল্লাহি। জুলাই-আগস্ট গণঅভ্যুত্থান ও গণবিপ্লবে 'অখণ্ড বাংলাদেশ আন্দোলন' এর ২৭ শহিদসহ সকল শহিদ ও আহতদের সম্মানে জাঁকজমকপূর্ণ কোনো আয়োজন করা থেকে আমরা বিরত থেকেছি। তবে দিনটি তাৎপর্যপূর্ণভাবে স্বরণীয় করে রাখতে সংগঠনের পক্ষ থেকে আমরা অসুস্থ গরীব মানুষকে মেডিক্যাল সহায়তা এবং গরীব, অসহায় ও দুস্থ্যদের মাঝে খাবার ও শীতবস্ত্র বিতরণ করেছি। এছাড়া কেক কাটা ও শহিদ মিনারে শহিদ ও গাজীদের উদ্দেশে পুষ্পস্তবক অর্পণ করার মধ্যেই আমাদের আয়োজন সীমাবদ্ধ রেখেছি। নতুন করে সবাই শপথ নিয়েছি। এভাবেই আমরা দিনটি উদযাপন করেছি।

শামসুল ইসলাম: ২০২৪ সালের ১৬ ডিসেম্বর আপনারা যুক্তরাজ্যে 'অখণ্ড বাংলাদেশ আন্দোলন' এর ২১তম ও বাংলাদেশে ২৬তম বর্ষপূর্তি পালন করলেন। শুরুর গল্পটা আমরা জানতে চাই। এই চিন্তাটা কখন কিভাবে শুরু হলো? স্বপ্নটা কখন দেখতে শুরু করলেন? বাংলাদেশ ও যুক্তরাজ্যে কবে, কোথায়, কিভাবে শুরু করলেন?

হাসনাত আরিয়ান খান: দুর্ধর্ষ, অসীম সাহসী, আত্মবিশ্বাসী এবং স্বপ্নদর্শী বাঙালি ও বাংলাদেশিদের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের নাম 'অখণ্ড বাংলাদেশ আন্দোলন'। এই আন্দোলনের শুরুর গল্প শুনতে চাইলে অনেক পেছনে যেতে হবে, অনেক কথা বলতে হবে। তাতে করে আপনাদের ধৈর্যচ্যুতি ঘটতে পারে। সংক্ষেপে যদি বলি, খুব ছোটবেলায় বাবাকে হারিয়েছিলাম। আমার মায়ের কাছে সবসময় বাবার গল্প শুনতাম, আমার বাবা একজন আদর্শ শিক্ষক ছিলেন, সমাজ সংস্কারক ছিলেন, একজন ভিশনারী ছিলেন, দেশপ্রেমিক ছিলেন, বুদ্ধিজীবী তালিকায় নাম থাকায় ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধের সময় তিনি আত্মগোপনে ছিলেন। মায়ের কাছে আরো শুনতাম, আমার বাবা যৌবনে নবাব সিরাজ-উদ-দৌলা নাটকে সিরাজ চরিত্রে অভিনয় করতেন। সেই থেকে বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব সম্পর্কে জানার একটা আগ্রহ তৈরী হয়। বাংলার শেষ স্বাধীন নবাবকে জানতে গিয়ে খুব স্বাভাবিকভাবেই বাংলার প্রথম স্বাধীন সুলতান শামসুদ্দীন ইলিয়াস শাহ সম্পর্কে জানার আগ্রহ তৈরী হয়। আমার ইমিডিয়েট বড় বোন ইতিহাসের ছাত্রী ছিলেন। আমরা পাশাপাশি টেবিলে বসে পড়তাম। তিনি যখন ইতিহাস পড়তেন আমি খুব মনোযোগ দিয়ে শুনতাম। আমার বিজ্ঞানের বইয়ের পাশাপাশি উনার ইতিহাসের বইগুলোও সুযোগ পেলে পড়তাম। যতই পড়তাম জানার আগ্রহ ততই বেড়ে যেতো। আমাদের বড় বোন শহরে থাকতেন। স্কুলের ছুটিতে উনার বাসায় বেড়াতে গেলে প্রতি বিকালে শেরপুর জেলা গণগ্রন্থাগারে চলে যেতাম। সেখানে গিয়ে ইতিহাসের বই খুঁজে খুঁজে পড়তাম। আমার বড় ভাই ঢাকায় থাকতেন। ছুটিতে বড় ভাইয়ের বাসায় বেড়াতে গেলে প্রতি বিকালে বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রে চলে যেতাম। বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রে সাহিত্য পড়তাম, বিজ্ঞান পড়তাম, দর্শন পড়তাম, বাংলার ইতিহাস পড়তাম, বাঙালির ইতিহাস পড়তাম, স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের ইতিহাস পড়তাম, পৃথিবীর ইতিহাস পড়তাম। এর বাইরে মাসুদ রানা পড়তাম। এভাবে পড়তে পড়তে, জানতে জানতেই একসময় চিন্তাটা মাথায় আসে। পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, ত্রিপুরা, আরাকান, বিহার ও উড়িষ্যার মানুষের সাথে কিভাবে এই চিন্তাটা শেয়ার করা যায়, কিভাবে তাদের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করা যায়, সব সময় ভাবতাম। এখনকার মত তখনকার দিনে যোগাযোগ ব্যবস্থা এতটা উন্নত ছিলো না, মানুষের হাতে হাতে মোবাইল ছিলো না। সোশ্যাল মিডিয়া ফেইসবুক, ম্যাসেঞ্জার, টুইটার, হোয়াটসঅ্যাপ, ইমো, ইনস্টাগ্রাম, ইউটিউব এসব কিছুই ছিলো না। যোগাযোগ স্থাপন এত সহজ ছিলো না। ফলে পশ্চিমবঙ্গ, আসাম ও ত্রিপুরা থেকে বাংলা ভাষায় প্রকাশিত যে পত্রিকা ও ম্যাগাজিনগুলো ঢাকায় পাওয়া যেতো, সেগুলোর দিকে চোঁখ রাখতাম। কিছু কিছু কাগজ বিশেষ

সাক্ষাৎকার নিচ্ছেন সুরমা'র সিনিয়র রিপোর্টার শামসুল ইসলাম ও মুহাম্মাদ শরীফুজ্জামান

করে শারদীয় সংখ্যাগুলো লাইব্রেরিতে পেয়ে যেতাম। কিছু কিছু কাগজ ফুটপাতের দোকানগুলো থেকে সংগ্রহ করতাম। পত্রিকা বা ম্যাগাজিনের চিঠিপত্র বিভাগে কেউ নিজ ঠিকানা দিয়ে চিঠি লিখলে এবং সেই চিঠিতে দেশপ্রেম বা ইতিহাস চর্চার আভাস পেলে তাদের নাম ঠিকানা লিখে রাখতাম। পরে তাদের কাছে চিঠি লিখতাম। এভাবে পত্র মিতালী করতাম। মোবাইল আর ইন্টারনেট আসার আগ পর্যন্ত, চিঠিই ছিল প্রধান যোগাযোগের মাধ্যম। পত্রমিতালী ছিল নতুন বন্ধুত্ব করার সবচেয়ে জনপ্রিয় মাধ্যম। বন্ধুত্ব থেকে জীবনসঙ্গীও খুঁজে পেতেন অনেকে। আমি অবশ্য জীবনসঙ্গী খুঁজতাম না। আমি সমচিন্তার দেশপ্রেমিক কিছু মানুষকে খুঁজতাম। তাদের সাথে দেশ নিয়ে, সমাজ নিয়ে নিজের চিন্তা ভাবনা শেয়ার করতাম। উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা শেষ করে মেডিকেলে/বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির জন্য শেরপুর থেকে স্থায়ীভাবে ঢাকায় চলে আসি। সেই সময় বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রে মৌলিক উৎকর্ষ নামে একটা পাঠচক্র চলছিলো। আমি সেই পাঠচক্রে যোগদান করি। মৌলিক উৎকর্ষে পুনরায় ইতিহাস, বিজ্ঞান ও দর্শনের দিকে যাত্রা করি। আমাদের নিজেদের অর্জিত জ্ঞান ও বইয়ে পড়া সেইসব জ্ঞান নিয়ে আমরা ঘণ্টার পর ঘণ্টা কথা বলি। জীবন, বিজ্ঞান, দর্শন, মানুষ, ফুল, পাতা, বৃক্ষ, শিল্প, সৌন্দর্য, নন্দন, ইতিহাস নিয়ে ভাবি। সেই সময় বিশ্ব সাহিত্য কেন্দ্র ছিলো ইতিহাস সচেতন, সংস্কৃতিবান, অনুসন্ধিৎসু, জ্ঞানার্থী, সত্যান্বেষী, সৌন্দর্যপ্রবণ, সৃজনশীল, মানবকল্যাণে সংশপ্তক এবং সম্পন্ন ও ঋদ্ধ মানুষের পদপাতে, বন্ধুতায়, উষ্ণতায় সচকিত একটি অঙ্গন। পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, ত্রিপুরা, বিহার ও উড়িষ্যা থেকে বাংলাদেশে মেডিকেলে/বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে আসা শিক্ষার্থীদের অনেকেই বিশ্ব সাহিত্য কেন্দ্রের লাইব্রেরিতে আসতেন। 'মানুষ তার স্বপ্নের সমান বড়' আব্দুল্লাহ আবু সায়ীদ স্যারের এই কথাটাকে অনেকেই আপ্তবাক্য হিসেবে নিতেন। সিকিম, মেঘালয়, মণিপুর, মিজোরাম, নাগাল্যাণ্ড, অরুণাচল ও আন্দামান থেকেও অনেকেই ঢাকায় বেড়াতে এলে বিশ্ব সাহিত্য কেন্দ্রে আসতেন। আমি তাদের সাথে কথা বলতাম। কথা বলতে বলতে শাহবাগের জাতীয় জাদুঘর পর্যন্ত চলে যেতাম। বিদায় নেয়ার আগে তাদের নাম ঠিকানা কাগজে লিখে নিতাম। শিক্ষার্থীদের সাথে বিশ্ব সাহিত্য কেন্দ্রের আমতলায় ও খোলা ছাদে আড্ডা দিতাম। ঘন্টার পর ঘন্টা এসব নিয়ে কথা বলতাম। কখনও তাদের সাথে হাঁটতে হাঁটতে কথা বলতে বলতে ফুলার রোডের ব্রিটিশ কাউন্সিলে বা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অপরাজেয় বাংলা চত্বরে অথবা ধানমন্ডির দুই নম্বর সড়কে জার্মান কালচারাল সেন্টারের মিলনায়তনে কিংবা রাশিয়া সেন্টার অব সায়েন্স অ্যান্ড কালচার ইন ঢাকা পর্যন্ত চলে যেতাম। এভাবে দীর্ঘদিন কথা বলতে বলতে এবং পত্র মিতালী করতে করতে সমমনাদের নিয়ে ১৯৯৮ সালের ১৬ ডিসেম্বর বিশ্ব সাহিত্য কেন্দ্রের আমতলায় আমরা একটি বৈঠক করি। সেই বৈঠক থেকেই আমরা 'অখণ্ড বাংলাদেশ আন্দোলন' শুরু করি। বাংলাদেশে তখন ইন্ডিয়ান হেজিমনিক শাসন চলছিলো। সেকারণে আন্দোলনকারীদের জীবনের নিরাপত্তা ও পারস্পরিক যোগাযোগের সুবিধার্থে সবাইকে ছদ্মনাম নিতে হয়েছিলো। 'শাহ', 'সিরাজ', 'মীর', 'মোহন', 'তিতু', 'শরীয়ত', 'ঈসা', 'সখিনা', 'আয়শা', 'সূর্য', 'প্রীতি', 'বীণা', 'সুভাষ', 'হক', 'হোসেন', 'শরৎ', 'যোগেন', 'হামিদ', 'মুজিব', 'জিয়া', এগুলো আমাদের কোড নেইম বা সাংকেতিক ও ছদ্ম নাম ছিলো। নামকরণের ব্যাপারটা খুবই মজার ছিলো। শামসুদ্দীন ইলিয়াস শাহ'র নাম থেকে 'শাহ', সিরাজ-উদ-দৌলা'র নাম থেকে 'সিরাজ', মীর মদন'র নাম থেকে 'মীর', মোহনলাল'র নাম থেকে 'মোহন', তিতুমীর'র নাম থেকে 'তিতু', শরীয়তুল্লাহ'র নাম থেকে 'শরীয়ত', ঈসা খান'র নাম থেকে 'ঈসা', সখিনা বিবি'র নাম থেকে 'সখিনা', আয়শা বেগম'র নাম থেকে 'আয়শা', সূর্য সেন'র নাম থেকে 'সূর্য', প্রীতিলতা'র নাম থেকে 'প্রীতি', বীণা দাস'র নাম থেকে 'বীণা', সুভাষ চন্দ্র বসু'র নাম থেকে 'সুভাষ', ফজলুল হক'র নাম থেকে 'হক', হোসেন শহীদ সোহরাওয়র্দী'র নাম থেকে 'হোসেন', শরৎ চন্দ্র বসু'র নাম থেকে 'শরৎ', যোগেন মণ্ডল'র নাম থেকে 'যোগেন', আবদুল হামিদ খান ভাসানী'র নাম থেকে 'হামিদ', শেখ মুজিবুর রহমান'র নাম থেকে 'মুজিব', এবং জিয়াউর রহমান'র নাম থেকে 'জিয়া', ইত্যাদি অংশ নিয়ে কাগজে লিখে লটারি করা হয়েছিলো। লটারিতে যিনি যে নাম পেয়েছিলেন, সেই নামই তিনি ধারণ করেছিলেন। লটারিতে আমার কোড নেইম বা সাংকেতিক নাম 'শাহ' উঠেছিলো। আন্দোলনকারীদের কাছে আমি আজও 'শাহ' নামেই পরিচিত। এর বেশি কিছু বলা যাবে না। নিজে থেকে না বললে আমরা কেউ কারো নাম প্রকাশ করবো না। এ ব্যাপারে আমরা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। যাইহোক, আন্দোলনের এক পর্যায়ে আমরা বিদেশে জনমত সংগঠিত করার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করি। বিশেষ করে গোটা বাংলাদেশকে খণ্ড খণ্ড বা টুকরো টুকরো করার পেছনে যে দেশটি সবচেয়ে বেশি দায়ী, সেই দেশে জনমত সংগঠিত করার প্রয়োজনীয়তাটা সবচেয়ে বেশি উপলব্ধি করি। উচ্চ শিক্ষার্থে আগে থেকেই আমার দেশের বাইরে আসার ইচ্ছা ছিলো। যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা ও অষ্ট্রেলিয়ায় আমার ক্রেডিট ট্রান্সফার হয়েছিলো। কিন্তু আন্দোলনের সুবিধার্থে আমি ক্রেডিট ট্রান্সফার করে ইংল্যান্ডে আসি। পড়াশোনার পাশাপাশি ২০০৩ সালের ১৬ ডিসেম্বর সমমনাদের নিয়ে 'ইস্ট ইন্ডিয়া ডক' থেকে 'অখণ্ড বাংলাদেশ আন্দোলন' শুরু করি। প্রাথমিকভাবে আমাদের পরিকল্পনা ছিলো নীরবে কাজ করে যাওয়া এবং জনমত সংগঠিত করা। জনমত সংগঠিত হয়ে গেলে বাংলাদেশ, পশ্চিমবঙ্গ, সিকিম, আসাম, ত্রিপুরা, মেঘালয়, মিজোরাম, মণিপুর, নাগাল্যান্ড, অরুণাচল, বিহার, উড়িষ্যা, ঝাড়খণ্ড, আরাকান, শান ও আন্দামানসহ সারাবিশ্বে একযোগে একইদিনে, একই সময়ে আত্মপ্রকাশ করা। কিন্তু ২০২৩ সালের জুন মাসে ইন্ডিয়া তাদের নতুন সংসদ ভবনে বাংলাদেশকে অংশ করে 'অখণ্ড ভারত'মানচিত্র প্রকাশ করে। আমরা ভেবেছিলাম বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে এর তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানানোর পাশাপাশি মানচিত্রটি অপসারণের দাবি জানানো হবে। বলা হবে, ইতিহাসে 'অখণ্ড ভারত' বলে কোন কিছুর অস্তিত্ব নেই। দিল্লির শাসকদের কল্পিত মানচিত্রে বাংলাদেশকে অখণ্ড ভারতের অংশ দেখানো অত্যন্ত আপত্তিকর। এটি বাংলাদেশের জন্য অপমানজনক। এটি বাংলাদেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্বের জন্য হুমকি। এটি বাংলাদেশকে অস্বীকারের শামিল। দুর্ভাগ্যের বিষয়, বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে এসব কিছুই করা হয়নি, কিছুই বলা হয়নি। এমনকি ক্ষমতাসীন দলও বিষয়টাতে কোনো প্রতিক্রিয়া দেখায়নি। ফলে বাধ্য হয়ে আমাদেরকে নীরবে কাজ করে যাওয়ার পরিকল্পনা থেকে সরে এসে ২০২৩ সালের ২৩ জুন ঐতিহাসিক পলাশী দিবসে লন্ডন বাংলা প্রেস ক্লাব মিলনায়তনে ইন্ডিয়ার নতুন সংসদ ভবনের ম্যুরালে বাংলাদেশকে যুক্ত করে 'অখণ্ড ভারত' মানচিত্র স্থাপনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ সভা করতে হয়েছে। এভাবেই সময়ের প্রয়োজনে তড়িঘড়ি আমাদেরকে আনুষ্ঠানিকভাবে আত্মপ্রকাশ করতে হয়েছে। এরপর থেকে নিয়মিত আমাদের আনুষ্ঠানিক নানান কার্যক্রম চলছে। ২০২৪ সালের ২৩ জুন পলাশী শঠতা ও প্রহসনের বিয়োগান্তক ইতিহাসের ২৬৭ বছর পর অখণ্ড বাংলাদেশ আন্দোলনের উদ্যোগে "পলাশী টু ওয়েস্টমিনস্টার" শিরোনামে ব্রিটিশ পার্লামেন্টের সামনে ইতিহাসে প্রথমবারের মত পলাশী দিবস পালিত হয়েছে এবং প্রতিবাদ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে। বিশ্ব মানবাধিকার দিবসে 'অখণ্ড বাংলাদেশ আন্দোলন' এর পক্ষ থেকে বাংলাদেশে ইন্ডিয়ান আগ্রাসন, হিন্দু-মুসলিম সাম্প্রদায়িক উস্কানি ও আগরতলায় বাংলাদেশ হাইকমিশনের অভ্যন্তরে হামলা, ভাঙচুর এবং দেশের পতাকা অবমাননার ঘটনার প্রতিবাদে বিক্ষোভ সমাবেশ করা হয়েছে। ইন্ডিয়ান হাইকমিশনের সামনে অনুষ্ঠিত সেই বিক্ষোভ সমাবেশ থেকে দিল্লির শাসকদের কাছে ১০ দফা দাবি সম্বলিত একটি স্মারকলিপি পেশ করা হয়েছে। সীমান্ত হত্যা বন্ধে লন্ডনে ইন্ডিয়ান হাইকমিশন ঘেরাও কর্মসূচি পালিত হয়েছে। আপনারা সবই জানেন। এভাবেই চলছে।

মুহাম্মাদ শরীফুজ্জামান: 'অখণ্ড বাংলাদেশ আন্দোলন' এর লোগোতে বাংলায় আপনারা 'অখণ্ড বাংলাদেশ আন্দোলন' লিখেছেন, ইংরেজিতে লিখেছেন 'United Bengal Movement', এটা কী সচেতনভাবে করেছেন? লোগোতে বাঘ, সিংহ, জ্বলজ্বলে তারা ও ভাসমান সাদা শাপলার ছবি আছে; এছাড়া লোগোতে নীল, সাদা, সবুজ ও লাল মোট চারটা রং আছে। এগুলো দিয়ে আপনারা কী বুঝিয়েছেন?

হাসনাত আরিয়ান খান: হ্যাঁ, এটা আমরা খুব সচেতনভাবেই করেছি| 'Undivided Bangladesh Movement', 'Undivided Bengal Movement', 'Reunification Bengal', এরকম আরও কিছু ইংরেজি নাম নিয়ে আমরা ভেবেছি। কিন্তু আমাদের পূর্বপুরুষেরা যেহেতু 'United Bengal Movement' নামে ১৯৪৭ সালে একটা আন্দোলন শুরু করেছিলেন। একারণে ইংরেজিতে এই নামটাকেই আমরা বেছে নিয়েছি। এই নাম বেছে নিয়ে তাঁদেরকে আমরা শ্রদ্ধা জানিয়েছি, ট্রিবিউট দিয়েছি। আর লোগোতে থাকা বাঘ হলো আমাদের শক্তি, সাহস, আত্মবিশ্বাস, লালিত্য, সতর্কতা, দৃঢ়তা, বুদ্ধিমত্তা, ধৈর্য এবং গর্বের প্রতীক। সিংহ হলো আভিজাত্যের প্রতীক, নিজেদের সীমানা জানান দেয়ার প্রতীক, সিংহ গর্জন করে নিজেদের সীমানা জানান দেয়। সিংহ মানুষের পশুত্ববিজয়েরও প্রতীক। ভাসমান সাদা শাপলা হলো আমাদের অঙ্গীকার, সৌন্দর্য ও সুরুচির প্রতীক। পাপড়িগুলো দেশের মানুষকে একত্রিত করার প্রতীক। সাদা শাপলা আবহমান বাংলার জনগণেরও প্রতীক। জ্বলজ্বলে তারা হলো আমাদের জাতির লক্ষ্য ও উচ্চাকাঙ্ক্ষা প্রকাশের প্রতীক। নীল এবং সাদা রং বেছে নেয়ার কারণ হলো, আমাদের প্রথম পতাকার রং ছিলো নীল এবং সাদা। নীল হলো বাংলার পানি ও নীলাকাশের প্রতীক, বিশালতার প্রতীক। আর সাদা হলো পবিত্রতার প্রতীক, শান্তির প্রতীক। সবুজ এবং লাল রং বেছে নেয়ার কারণ হলো, আমাদের বর্তমান পতাকার রং হলো সবুজ এবং লাল। সবুজ হলো বাংলার সবুজ ভুমির প্রতীক। আর লাল হলো উদীয়মান সূর্যের প্রতীক। লাল বিপ্লবেরও প্রতীক। আশাকরি, বুঝতে পেরেছেন।

শামসুল ইসলাম: আপনাদের প্রকাশিত মানচিত্র নিয়ে ইন্ডিয়ায় ও মিয়ানমারে প্রশ্ন ওঠেছে। অনেকেই বলছেন আপনারা যা দাবি করছেন, মানচিত্র তারচেয়েও বড় করে এঁকেছেন। আপনাদের দাবির বাইরেও আপনারা ইন্ডিয়া ও মিয়ানমারের কিছু অংশ দখল করতে চাইছেন। নির্দিষ্ট করে আপনারা আসলে কোন অংশগুলো দাবি করছেন?

হাসনাত আরিয়ান খান: আমরা অন্যের ভূমি দখল করতে চাইছি না। আমরা দখলদার না। এই আধুনিক যুগে দখলদারি গ্রহণযোগ্য না। আমাদের যে অংশগুলো ইন্ডিয়া আর মিয়ানমার দখল করে রেখেছে, আমরা শুধু সেই অংশগুলো সসন্মানে ফেরত চাইছি। আমাদের ভূমি আমরা উদ্ধার করতে চাইছি। এটা কোন অপরাধ না। অন্যের ভূমি দখল করে রাখা অপরাধ। আমরা নির্দিষ্ট করে ইন্ডিয়ার কাছে ইন্ডিয়ার দখলে থাকা আমাদের পশ্চিমবঙ্গ, সিকিম, আসাম, মেঘালয়, ত্রিপুরা, মিজোরাম, মণিপুর, নাগাল্যাণ্ড, অরুণাচল, বিহার, ঝাড়খণ্ড, উড়িষ্যা, আন্দামান এবং ছত্তিশগড়ের কিছু অংশ ও অন্ধ্রপ্রদেশের কিছু অংশ ফেরত দেওয়ার দাবি করছি। মিয়ানমারের কাছে আমরা মিয়ানমারের দখলে থাকা আমাদের আরাকান, শান ও কাচিনের কিছু অংশ ফেরত দেওয়ার দাবি করছি। এটা আমাদের ঐতিহাসিক দাবি।

মুহাম্মাদ শরীফুজ্জামান: একটি কাঙ্ক্ষিত মানচিত্র এবং বৈষম্যহীন সমাজ না পাওয়ার বেদনা থেকে নব্বইয়ের দশক থেকে আপনারা শামসুদ্দীন ইলিয়াস শাহ'র বাংলা, নবাব সিরাজ-উদ-দৌলা'র বাংলা ফেরত পেতে আন্দোলন করছেন। আপনারা কিভাবে আপনাদের দাবি আদায় করার কথা ভাবছেন?

হাসনাত আরিয়ান খান: দাবি আদায় করার জন্য আমরা সহিংস হওয়ার কোনো আহবান জানাচ্ছি না। আমরা গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের আওতায় থেকে পশ্চিমবঙ্গ, সিকিম, বিহার, উড়িষ্যা, ঝাড়খণ্ড, আসাম, মেঘালয়, ত্রিপুরা, মিজোরাম, মণিপুর, নাগাল্যাণ্ড, অরুণাচল, আন্দামান, শান ও আরাকানে একটি অবাধ, সুষ্ঠ ও নিরপেক্ষ গণভোটের আয়োজন করে ইন্ডিয়া ও মিয়ানমারের শাসকদের কাছে একটা শান্তিপূর্ণ সমাধান কামনা করছি। এ লক্ষ্যে আমরা দেশ-বিদেশে জনমত সংগঠিত করছি।

(৯নং পাতায়)

গণমাধ্যমে অসামান্য অবদানের জন্য বিশেষ সম্মাননা পেলেন সুরমা সম্পাদক

(১ম পাতার পর)

২০ ফেব্রুয়ারি, বৃহস্পতিবার পুর্ব লন্ডনের চেডওয়েল হিথের মে ফেয়ার ভেন্যুতে বর্ণাঢ্য আয়োজনের মাধ্যমে প্রায় চারশতাধিক অতিথির প্রাণবন্ত উপস্থিতিতে উক্ত অ্যাওয়ার্ড প্রদান করা হয়। নাম ঘোষণার আগে ব্রিটিশ-বাংলাদেশি মিডিয়ায় সুরমা সম্পাদক শামসুল আলম লিটনের অসামান্য অবদান সংক্ষিপ্ত আকারে পর্দায় তুলে ধরা হয়। এসময় দর্শক সারি থেকে তুমুল করতালির মাধ্যমে তাঁকে অভিনন্দন জানানো হয়।

অ্যাওয়ার্ড অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন বিশিষ্ট কমিউনিটি ব্যক্তিত্ব ও জনপ্রিয় উপস্থাপক ডঃ জাকির খান। অনুষ্ঠানের শুরুতে স্বাগত বক্তব্য রাখেন 'দ্যা সানরাইজ টুডে'র সম্পাদক এনাম চৌধুরী ও চেয়ারম্যান ওয়াজেদ হাসান সেলিম।

জাঁকজমকপূর্ণ এই অ্যাওয়ার্ড অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ও বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন যথাক্রমে ব্যারনেস অব বেথনালগ্রীন পলা মনিজলা উদ্দিন, মুসলিম কাউন্সিল অব বৃটেন এর সাবেক সেক্রেটারি জেনারেল ড. এম এ বারী, লন্ডনস্থ বাংলাদেশ হাইকমিশনের ভারপ্রাপ্ত প্রেস মিনিস্টার মৌমিতা জিনাত, টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিলের স্পীকার কাউন্সিলর সাইফ উদ্দিন খালেদ, নির্বাহী ডেপুটি মেয়র কাউন্সিলর মাইউম মিয়া তালুকদার, বারকিং ও ডেগেনহাম কাউন্সিলের সিভিক মেয়র মঈন কাদরী, নিউহ্যাম কাউন্সিলের চেয়ার রহিমা রহমান, বৃটিশ বাংলাদেশি চেম্বার অব কমার্সের প্রেসিডেন্ট রফিক হায়দার, সাবেক প্রেসিডেন্ট শাহগীর বখত ফারুক, গ্লোবাল জালালাবাদ অ্যাসোসিয়েশন এর প্রেসিডেন্ট মুহিবুর রহমান মুহিব, জয়েন্ট সেক্রেটারি আব্দুল অদুদ দিপক, বিশিষ্ট ইসলামিক স্কলার ও মিডিয়া ব্যক্তিত্ব আজমল মাসরুর, লন্ডন বাংলা প্রেসক্লাবের সভাপতি মুহাম্মদ জুবায়ের, সিনিয়র সহসভাপতি ব্যারিস্টার তারেক চৌধুরী, বিশিষ্ট আইনজীবী ব্যারিস্টার নাজির আহমেদ, এলবি২৪ এর প্রতিষ্ঠাতা ও সিইও শাহ ইউসুফ, বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ ডঃ এনামুল হক চৌধুরী ও লন্ডন এন্টারপ্রাইজ একাডেমি প্রধান শিক্ষক আশিদ আলী।

কমিউনিটির বিভিন্ন পেশাজীবী মানুষ, বিভিন্ন বারার কাউন্সিলর, ব্যবসায়ী, শিক্ষাবিদ, সাংবাদিক ও বিপুল সংখ্যক কমিউনিটি নেতৃবৃন্দের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠানটি কমিউনিটির মানুষের এক বিশাল মিলনমেলায় পরিণত হয়। অনুষ্ঠানের মাঝে সুস্বাদু খাবার ও পানীয় পরিবেশন করা হয়। নিমন্ত্রিত অতিথিদের হাতে গিফট হ্যাম্পার তুলে দেয়া হয়।

অনুষ্ঠানে কমিউনিটি ও সাংবাদিকতায় উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখায় সাপ্তাহিক সুরমা'র স্পেশাল করেসপন্ডেন্ট ও সমাজসেবক কে এম আবু তাহের চৌধুরীকে লাইফ টাইম এচিভমেন্ট অ্যাওয়ার্ড প্রদান করা হয়। পুরস্কারপ্রাপ্ত অন্যান্যরা হলেন- সাংবাদিক ওলি উল্লাহ নোমান, ডাঃ জাকি রিজওয়ানা আনোয়ার, তাইছির মাহমুদ, মোহাম্মদ আব্দুল মুনিম জাহেদী ক্যারল, মোস্তাক বাবুল আলী, রহমত আলী, মাহাথির পাশা ও ডঃ হাসান শহীদ।

উল্লেখ্য, বিশেষ কারণে সাপ্তাহিক সুরমা সম্পাদক বর্তমানে বাংলাদেশে অবস্থান করায় অনুষ্ঠানে সশরীরে উপস্থিত থাকতে পারেননি। তিনি দেশ থেকে এলে তাঁর হাতে অ্যাওয়ার্ড তুলে দিবেন কর্তৃপক্ষ।

ভোটারবিহীন তিন নির্বাচনের ডিসিদের বহিস্কার

(১ম পাতার পর)

সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে প্রশ্নের জবাবে সিনিয়র সচিব এ কথা বলেন। তিনি বলেন, ২০১৪, ২০১৮ ও ২০২৪ অনুষ্ঠিত নির্বাচন, সেটাকে আমরা কেউ বলি বিতর্কিত, কেউ বলি অগ্রহণযোগ্য আবার কেউ বলি দিনের ভোট রাতে ইত্যাদি। এ সমস্ত জায়গায় যেসব রিটার্নিং কর্মকর্তারা দায়িত্ব পালন করেছেন এবং এই ৩ সময়ের রিটার্নিং অফিসারদের সহযোগিতায় তৎকালীন সরকার তিন মেয়াদ থেকেছে। 'যার কারণে আজকে আমারা এ দুরবস্থায় পড়েছি। তারা (ওই সময়ের ডিসিরা) অনেক বড় নেগেটিভ (নেতিবাচক) ভূমিকা রেখেছিলেন। কোনো একজন ডিসিও বলেনি আমি প্রতিবাদ করব। আমি রিটার্নিং অফিসার থাকব না। আমি রিজাইন করলাম, কাজ করব না,' বলেন তিনি। সিনিয়র সচিব বলেন, 'আমরাই এরই মধ্যে ৩৩ জনকে (ডিসি) ওএসডি করেছি। যাদের চাকরির বয়স ২৫ বছরের কম তাদের ওএসডি করা হয়। আর চাকরির বয়স ২৫ বছরের বেশি হলে আমরা বাধ্যতামূলক অবসর দিচ্ছি।'

মোখলেস উর রহমান বলেন, 'আজকে আমরা ২২ জন এরকম যারা ডিসি ছিলেন এবং এখন সচিব রয়েছেন এমন ২২ জনকে বাধ্যতামূলক অবসর দেওয়ার আদেশ জারি হয়েছে।' যাদেরকে বাধ্যতামূলক অবসরে পাঠানো হয়েছে তাদের মধ্যে তিনজন সচিব রয়েছেন।

এছাড়া, ১৮ জন অতিরিক্ত সচিবকে বাধ্যতামূলক অবসরে পাঠানো হয়েছে। তারা হলেন- ভূমি সংস্কার বোর্ডের সদস্য উম্মে সালমা তানজিয়া, বিদ্যুৎ বিভাগের অতিরিক্ত সচিব ফয়েজ আহমেদ, সংযুক্ত আরব আমিরাতের আবুধাবি দুতাবাসে মিনিস্টার লেবার মো. আব্দুল আওয়াল, পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগের অতিরিক্ত হামিদুল হক, বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের নির্বাহী সদস্য ড. দেওয়ান মুহাম্মাদ হুমায়ুন কবির, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব এনামুল হাবীব, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব মোহাম্মদ মোখলেসুর রহমান সরকার, পরিকল্পনা বিভাগের অতিরিক্ত সচিব আবু ছালেহ মোহাম্মদ ফেরদৌস খান, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের অতিরিক্ত সচিব কামরুন নাহার সিদ্দিকা, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের অতিরিক্ত সচিব মো. শফিউল আরিফ, বাংলাদেশ জাতীয় বিজ্ঞান ও জাতীয় কারিগরী তথ্য সংগ্রহ ও বিতরণ (ব্যান্সডক)-এর মহাপরিচালক মো. শওকত আলী, বাংলাদেশ কপিরাইট অফিসের কপি রাইট নিবন্ধক মো. তোফায়েল ইসলাম, বাস্ড্রায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগের অতিরিক্ত ড. সুভাষ চন্দ্র বিশ্বাস এবং কৃষি বিপনন অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মাসুদ করিম।

এর বাইরে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওএসডি) অতিরিক্ত সচিব এস এম আলম, তন্ময় দাস, রাব্বি মিয়া, সায়লা ফারজানাকে ওএসডি করা হয়েছে। একই অভিযোগে জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি যাদুঘরের পরিচালক (যুগ্মসচিব) ওয়াহিদুল ইসলামকে অবসরে পাঠানো হয়েছে। এই আদেশগুলোর পাশাপাশি জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওএসডি) উপসচিব আহমেদ কবিরকে ওএসডি করা হয়েছে।

৩৩ সাবেক জেলা প্রশাসক ওএসডি

এদিকে ২০১৮ সালে অনুষ্ঠিত একাদশ নির্বাচনে রিটার্নিং কর্মকর্তা হিসেবে দায়িত্ব পালন করা ৩৩ জন সাবেক জেলা প্রশাসককে (ডিসি) বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওএসডি) করা হয়েছে। বর্তমানে এই কর্মকর্তাদের সবাই যুগ্মসচিব। বুধবার (১৯ ফেব্রুয়ারি) জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের উর্ধ্বতন নিয়োগ-২ শাখার উপসচিব তৌহিদ বিন হাসানের সই করা এ সংক্রান্ত ছয়টি প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়। এর মধ্যে পাঁচটি প্রজ্ঞাপনে প্রতিটিতে ছয়জন করে এবং আরেকটিতে তিনজন কর্মকর্তাকে ওএসডি করার কথা জানানো হয়েছে। এর আগে ২০১৮ সালে রিটার্নিং কর্মকর্তার দায়িত্ব পালনকারী ১২ জনকে ওএসডি করা হয়েছিল। প্রজ্ঞাপনে বলা হয়েছে, জনস্বার্থে এই আদেশ জারি করা হয়েছে।

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের এক কর্মকর্তা জানিয়েছেন, ২০১৮ সালে নির্বাচনে দায়িত্ব পালনকারী অন্যান্য কর্মকর্তাদের বিষয়েও সরকার পদক্ষেপ নেবে। ওই সময়ে যারা বিভাগীয় কমিশনার, পুলিশ সুপার, থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) ছিলেন, তাদের বিষয়েও পদক্ষেপ নেওয়া হতে পারে।

উল্লেখ্য, বিলেতে একমাত্র সুরমা'ই বাংলাদেশের ফ্যাসিবাদী আওয়ামী সরকারের সৃষ্ট অসহনীয় অবস্থার সঠিক চিত্র এবং কঠোর সমালোচনাসহ হাসিনা সরকারের অনৈতিক শাসনের সংবাদ সাহসিকতার সাথে প্রকাশ করে। যেকারণে দেশে বসবাসরত সুরমা সম্পাদকের বড় ভাইকে তুলে নেয়াসহ সুরমা সম্পাদককে নানাভাবে শেখ হাসিনার ফ্যাসিবাদী সরকার হয়রানি করে।

সুরমা

Est: May 1978. SURMA 46 Years, Issue 2300, 16 - 22 June 2023

ব্রিটিশ পার্লামেন্ট: বরিস জনসনসহ তিন এমপির পদত্যাগ

নির্বাচনী ভিলেনদের তালিকা ভাইরাল

এবার ৬৪ জন রিটার্নিং অফিসারের তালিকা প্রকাশ

২৪ জুন 'প্যানিং বাই শেখস'র আয়োজনে মে ফেয়ার ভেন্যুতে ঈদ গালা

বন্ধ হতে যাচ্ছে বাংলাদেশের জাতিসংঘ শান্তি মিশন!

প্রধানমন্ত্রীর জেনেভা সফর নিয়ে প্রশ্ন: খড়কুটা ধরে বাঁচার শেষ চেষ্টা

৮ জুলাই সন্ডসুর মিউজিক স্কুলের আয়োজনে বৈশাখী মেলা

শেখ হাসিনার নির্বাচন কমিশনের অধীনে সিটি নির্বাচনের চালচিত্র

হাতপাখার প্রার্থী কি ইঙ্কেলাব

ফাল্গুন, ফেব্রুয়ারি এলে ভাষাচর্চার কথা বলা আর বছরের অন্য মাসে ভুলে থাকা, এটা ঠিক নয়: হাসনাত আরিয়ান খান

(৮নং পাতার পর)

আমাদের রাজনৈতিক দলগুলোকে তাদের রাজনৈতিক লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য পরিবর্তনের কথা বলছি। কাঙ্ক্ষিত মানচিত্র পাওয়ার জন্য, বাংলাদেশের মানচিত্র পূর্ণ করার জন্য সবাইকে একসাথে কাজ করার আহ্বান জানাচ্ছি। সবাইকে আমাদের সঙ্গে আসার অনুরোধ করছি।

শামসুল ইসলাম: কোন কোন ব্যক্তি ও রাজনৈতিক দলের পক্ষ থেকে জাতীয় সঙ্গীত পরিবর্তনের একটা আওয়াজ ওঠেছে। যারা পরিবর্তনের দাবি করছেন তারা বলছেন রবীন্দ্রনাথ ইন্ডিয়ার নাগরিক। একজন ইন্ডিয়ান নাগরিকের লেখা গান বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীত হতে পারে না। এ ব্যাপারে কী বলবেন?

হাসনাত আরিয়ান খান: জাতীয় সঙ্গীত পরিবর্তন করা যাবে না, বিষয়টা এমন না। পৃথিবীর অনেক দেশের জাতীয় সঙ্গীতই পরিবর্তন করা হয়েছে। কিন্তু জাতীয় সঙ্গীত পরিবর্তনের পক্ষে তারা যে যুক্তি দিচ্ছেন, আমি তাদের যুক্তির সাথে একমত না। প্রথমতঃ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ইন্ডিয়ার নাগরিক ছিলেন না। তিনি ইন্ডিয়ান পাসপোর্ট বহন করেননি। তিনি ১৯৪১ সালে দেশ স্বাধীন হওয়ার আগেই মৃত্যুবরণ করেছেন। দ্বিতীয়তঃ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বঙ্গভঙ্গের বিরোধী ছিলেন। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে তিনি 'আমার সোনার বাংলা' গানটি পূর্ববঙ্গে বসে লিখেছিলেন। কুষ্টিয়ার শিলাইদহে বসে তিনি এই গানটি রচনা করেছিলেন। গানের প্রতিটি কথা বাক্য বাংলার আলো, বাতাস, মাটি, স্রষ্টার সৃষ্টি, প্রকৃতির সাথে মিলেমিশে একাকার। এতে আছে প্রকৃতির সৌন্দর্যের কথা, অসীম আকাশের স্নিগ্ধতা, কাব্যময়তা আর আছে অকৃত্রিম ভালোবাসার কথা। যা আমাদের মাতৃভূমির প্রতি গভীর ভালোবাসা প্রকাশ করে, আবেগ সঞ্চার করে। এই গান মন দিয়ে গাইতে গেলে চোখের কোণে অজান্তেই অশ্রু চিকচিক করে। আমাদের হৃদয়ে ভালোবাসার এক অপূর্ব রসায়ন তৈরি করে। দেশ হলো মা। মায়ের প্রতি সন্তানের আবেগ মথিত ভালোবাসা প্রকাশিত এই সঙ্গীতে। এই গানের মূল সুরটি বাংলার এই মাটি থেকেই উত্থিত। সুরটা তিনি শিলাইদহের বিখ্যাত বাউল সঙ্গীত শিল্পী গগন হরকরার 'আমি কোথায় পাব তারে, আমার মনের মানুষ যে রে' বাউল গান থেকে নিয়েছিলেন। সেই গানের সুর নিয়ে রবীন্দ্রনাথ 'আমার সোনার বাংলা' গানটির প্রাণ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এখানেই রবীন্দ্রনাথের মহত্ত্ব। রবীন্দ্রনাথ নিজেই বলেছেন, 'অনুকরণ করার অধিকার আছে তাঁর, যার আছে সৃষ্টি করার শক্তি।' যাই হোক, ১৯০৫ সালের ৭ আগস্ট বঙ্গবঙ্গ রদ করার জন্য আয়োজিত একটি প্রতিবাদ সভায় কলকাতার টাউন হলে সর্বপ্রথম এই গানটি গাওয়া হয়েছিলো। একই বছরের ৭ সেপ্টেম্বর সঞ্জীবনী পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথের স্বাক্ষরসহ গানটি প্রকাশিত হয়েছিলো। ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের শহিদদের স্বরণে ১৯৫৩ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি ঢাকা কলেজ ছাত্র সংসদ আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে আমার সোনার বাংলা গানটি পরিবেশন করা হয়েছিলো। ১৯৫৩-১৯৫৪ সালের ডাকসুর অভিষেক অনুষ্ঠানেও আমার সোনার বাংলা গানটি গাওয়া হয়েছিলো। জহির রায়হান তাঁর 'আরেক ফাল্গুন' উপন্যাসে দেখিয়েছেন, ১৯৫৫ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি পালন করতে গিয়ে যাঁরা গ্রেপ্তার হয়েছিলেন, কারাগারে তাঁরা সমবেত কণ্ঠে 'আমার সোনার বাংলা' গাইছেন। জহির রায়হানের অমর ছবি 'জীবন থেকে নেয়া'তেও তিনি 'আমার সোনার বাংলা' গানটি ব্যবহার করেছিলেন। ১৯৭১ সালের ১৭ এপ্রিল গঠিত অস্থায়ী প্রবাসী সরকার, মওলানা ভাসানী যে সরকারের উপদেষ্টা কমিটির চেয়ারম্যান ছিলেন, সেই সরকার এই গানটিকে আমাদের জাতীয় সঙ্গীত হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। এবং মুক্তিযুদ্ধকালে গানটি স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে নিয়মিত পরিবেশন করছিলেন। এর একটা ঐতিহাসিক গুরুত্ব আছে। ভবিষ্যতে এর চেয়ে উত্তম কিছু কেউ রচনা করতে পারলে তখন পরিবর্তনের কথা ভাবা যেতে পারে। তার আগে পরিবর্তনের কথা ভাবা উচিত নয়। দেশের অনেক বড় বড় সমস্যা আছে। এটা দেশের জন্য বড় কোন সমস্যা নয়।

মুহাম্মাদ শরীফুজ্জামান: সাধারণত দুই ভাইয়ের সংসার খণ্ডিত হওয়ার পরেই আর এক হয়না। সেক্ষেত্রে খণ্ডিত বাংলাদেশের কি আবার অখণ্ড বাংলাদেশ হওয়া সম্ভব? আপনি নিজে কতটুকু আশাবাদী?

হাসনাত আরিয়ান খান: অবশ্যই সম্ভব। একসময় মনে করা হতো দুই জার্মানি আর কোনদিন এক হবে না। কিন্তু সবার ধারণা ভুল প্রমাণ করে দুই জার্মানি আবার এক হয়েছে। পূর্ব ও পশ্চিম বার্লিনের বাসিন্দারা বার্লিন প্রাচীর ভেঙে দিয়েছে। আমাদের এখানে তেমন কোন প্রাচীর নেই। আমাদের ভাষা এক। আমরা বাঙালিরা একই ভাষায় কথা বলি, আমাদের সংস্কৃতি এক। নৃ-বিজ্ঞান এবং জেনেটিক সায়েন্সের তথ্য-প্রমাণ মতে বাঙালি সনাতন, খ্রিস্টান, বৌদ্ধ এবং ইসলাম ধর্মাবলম্বীরা আমরা একই জনগোষ্ঠীর লোক, একই রক্তের একই পূর্বপুরুষের বংশধর। অনিবার্যভাবেই এ অঞ্চল আমাদের ঠিকানা। আমাদের সাহিত্যে, আমাদের ভালোবাসায়, ভালো লাগায় কোন ফারাক নেই। আমাদের আকাশটাও সেই আগের মতোই আছে। চেষ্টা করলে আবার কেন মাথা উচু করে দাঁড়াতে পারব না? বাংলাদেশের খণ্ডিত অংশের নাগরিকেরা বাংলাদেশকে ভালোবেসে বাংলাদেশের সাথে মিশে যাওয়ার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করলে আপত্তি করবে কে? অখণ্ড বাংলাদেশ বা ঐক্যবদ্ধ বাংলা হওয়া উচিত প্রত্যেক বাঙালির স্বপ্ন। বাঙালির নিশ্চিত প্রতিরক্ষার জন্যই এই বিপ্লবটা আজ বড় বেশি প্রয়োজন। ফরাসিরা ভিয়েতনামকে তিনটি অঞ্চলে ভাগ করে দিয়েছিলো এবং অঞ্চলগুলিকে কম্বোডিয়া ও লাওসের সাথে যুক্ত করে ইন্দোচীন ইউনিয়ন গঠন করেছিলো। সেই ভিয়েতনাম আবার এক হয়েছে। ইংরেজরা আমাদেরকে ইন্ডিয়া ও পাকিস্তানের সাথে যুক্ত করে দিয়েছিলো। আমরা পাকিস্তান থেকে আলাদা হয়েছি। ইন্ডিয়া থেকেও আলাদা হয়ে আবার আমরা এক হবো ইনশাআল্লাহ। আমাদের পূর্ব পুরুষেরা দিল্লি সালতানাত থেকে বেরিয়ে স্বাধীন 'সালতানাত-ই-বাঙ্গালাহ' প্রতিষ্ঠা করেছে; ব্রিটিশ কলোনি ধ্বংস করেছে; পাকিস্তানী কলোনি ভেঙ্গে দিয়েছে। কাজেই ইন্ডিয়া থেকে আলাদা হয়ে যাওয়া সময়ের ব্যাপার মাত্র। বাংলাদেশের মানুষ দিল্লির অধীনতা মানেনি, মানবে না। দিল্লির শাসকদের কাছে মাথানত করবে না। বাংলাদেশের মানুষ মাথা নত করার মানুষ না। সীমান্তের সামান্য কাঁটাতার কখনো আমাদের অনুভূতিগুলোকে আলাদা করতে পারবে না। নিজেদের সার্বভৌমত্ব রক্ষায়, দেশের জনগণের অধিকার রক্ষায় আমরা কোনো ছাড় দেব না। আমার আত্মবিশ্বাস আছে, 'অখণ্ড বাংলাদেশ' বাস্তবায়িত হলে পৃথিবীর বুকে একটি মৌলিক ও উন্নত সংস্কৃতিবান জাতির উদ্ভব হবে, যারা এশিয়াসহ সমগ্র পৃথিবীর নেতৃত্ব দিবে। আজ থেকে প্রায় আড়াই হাজার বছর আগে গ্রিক সভ্যতার স্বর্ণযুগে পেরিক্লিসের আমলে এথেন্সে যুবকদের আঠারো বছরে পদার্পণ উপলক্ষে রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠানে একটি শপথ বাক্য উচ্চারণ করতে হত। সবার সামনে দাঁড়িয়ে তাদের বলতে হত, 'আমি সারাজীবন এমন কিছু করে যাব যাতে জন্মের সময় আমি যে এথেন্সকে পেয়েছিলাম মৃত্যুর আগে তার চেয়ে উন্নততর এথেন্সকে আমি পৃথিবীর বুকে রেখে যেতে পারি।'আমাদের চেষ্টাও তেমনি এক অখণ্ড ও উন্নততর বাংলাদেশের জন্যেই। এটা আমাদের ঐতিহাসিক সংগ্রাম। ইতিহাসের কাছে আমাদের একটা দায় আছে যে সেই সময়ে আমরা সঠিক ছিলাম কি না। ন্যায়সঙ্গত দাবি নিয়ে আমরা দাঁড়িয়েছিলাম কিনা। দেশের পক্ষে কাউকে না কাউকে দাঁড়াতে হয়। আমরা দাঁড়িয়েছি। আশা নিয়েই দাঁড়িয়েছি। লেভ তলস্তয় তাঁর 'ওয়ার অ্যান্ড পীস'-এর কেন্দ্রীয় চরিত্র পিয়্যার বাজুকভের স্বগতোক্তি'র মাধ্যমে আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন, 'As long as there is life, there is happiness. There is a great deal, great deal still to come.' অর্থাৎ, 'যতোক্ষণ জীবন আছে, সুখও আছে। অনেক কিছু আছে, এখনও অনেক কিছু আসার আছে।' আমি আশাবাদী মানুষ।

Keir Starmer gives chilling warning to Donald Trump over Putin danger

Keir Starmer has warned Donald Trump not to turn his back on Ukraine as he said Europe faces a "generational moment". In a strong message to the President he said a US security guarantee is the "only way" to stop Vladimir Putin's aggression. He demanded the US provides a security "backstop", and said he would be taking this message to Washington DC next week.

The PM said Britain must take a "leading responsibility" in keeping the peace if a deal to end the fighting is agreed. The Prime Minister said: "Europe must play its role, and I'm prepared to consider committing British forces on the ground alongside others if there is a lasting peace agreement. "But there must be a US backstop, because a US security guarantee is the only way to effectively deter Russia from attacking Ukraine again."

Mr Starmer scrambled to Paris to meet fellow European leaders at an emergency summit after the US announced it would be holding talks with Russia about ending the war. Ukraine and Europe have been frozen out, sparking alarm across the continent. President Volodymyr Zelensky said he has not been invited and will not accept a deal forced on him. The PM stated that Mr Trump has "long expressed the wish for Europe to step up and meet the demands of its own security". He said the President's actions were "not a surprise" and added: "The issue of burden sharing is not new, but it is now pressing and Europeans will have to step up both in terms of spending and the capabilities that we provide."

Mr Starmer said it is a "very early stage of the process", and dodged criticising Trump for not including European leaders. He said: "I've been clear today, Britain will take a leading responsibility, as we always have, because Ukraine must have a secure future. Europe must have a secure future. Britain must have a secure future, and democratic values must prevail. "After meeting leaders at an emergency meeting called by French President Emmanuel Macron, Mr Starmer said Ukraine poses an "existential question" for Europe.

Asked whether Mr Trump has undermined the UK, Europe and Ukraine by opening peace talks alone, the Prime Minister said: "What the United States wants is lasting peace, that's what Ukraine wants, that's what the United Kingdom wants and that's what European allies want. "What is important is that we ensure that Ukraine is in the strongest possible position, if we go into talks, or if the fighting is to continue, and to ensure that if there's discussion about any guarantees that are being provided, that the European nations show willing, as I have done, but also are absolutely clear that it must be with a US backstop, because I don't believe it will be a guarantee if there isn't the US backstop behind those security guarantees."

It comes after he said he is prepared to send troops to the wartorn nation if a deal is agreed - the first time a UK PM has done so since Vladimir Putin's 2022 invasion. The PM earlier warned: "We're facing a generational challenge when it comes to national security." And he said that any deal cannot be "just a pause for Putin to come again".

The emergency summit was called ahead of talks between senior US and Russian officials in Saudi Arabia, set to start on Tuesday. There are widespread fears that the Trump administration could make sweeping concessions to Putin. It has already said allowing Ukraine to join defence bloc NATO or return to its 2014 borders - before Russia's annexation of Crimea - is not realistic. Speaking ahead of the meeting, the PM said: "If there is a peace deal, and everybody wants a peace deal, then it's got to be a lasting peace deal, not just a pause for Putin to come again. "So that needs to be discussed. There's also a wider peace here, which is the collective security and defence of Europe. And here I think we've got a generational challenge." No10 refused to say how many troops it was prepared to send to enforce a peace agreement - amid demands to dramatically ramp up security spending. Former British Army chief Lord Richard Dannatt questioned whether Britain has the manpower for a long term mission - and said it would come "at a considerable cost".

Lord Dannatt said: "Frankly, we haven't got the numbers and we haven't got the equipment to put a large force onto the ground for an extended period of time at the present moment." The Government is under pressure to spell out how it will reach its target of hiking defence spending to 2.5% of GDP, as it has promised. No10 said it will do so in the spring - but is resisting calls from military chiefs to increase the target further.

Mr Starmer called on European governments to "step up" defence capabilities and funding, and said the UK was committed to spending 2.5%. Health Secretary Wes Streeting refused to say whether this would impact the Government being able to meet other pledges - such as cutting waiting lists.

He said: "There is no greater priority for any government, or any government worthy of the name, than the security of the nation. And as I say, the Prime Minister feels this very strongly too."

Mr Trump has called on NATO members to commit 5% to defence spending, while NATO chief Mark Rutte urged them to stretch to 3%. There are questions over the amount of resources the US would be prepared to deploy in Ukraine if peace was agreed.

Last week US Defence Secretary Pete Hegseth said it was not "realistic" for Ukraine to join NATO or return to its pre-2014 borders. It sparked a wave of criticism, with the Trump administration accused of capitulating to Putin.

It comes as US Secretary of State Marco Rubio travelled to Saudi Arabia for talks with Russian officials, aimed at ending the war.

Russian Foreign Minister Sergei Lavrov and President Vladimir Putin's aide, Yuriy Ushakov, were flying out to Riyadh for talks planned for Tuesday, Russian state-run media reported. Kremlin spokesman Dmitry Peskov said the talks will be focused on "restoring the entire complex of US-Russian relations" as well as setting up possible talks on Ukraine and a meeting between Presidents Trump and Putin.

Senior US figures including secretary of state Marco Rubio, National Security Adviser Mike Waltz, and special envoy Steve Witkoff will meet Russian counterparts. This will be the first high-level meeting between the two nations since the invasion of Ukraine.

European leaders - including Mr Starmer - have insisted they should be central to discussions, and the decision to exclude Europe has sparked alarm. Last week Mr Trump spoke to Putin on the phone, and later said the two leaders had agreed to start negotiations to end the war. Lavrov insisted there was no role for Europe during the make-or-break talks. He said: "If they're going to come up with some crafty ideas about freezing the conflict like this, and they themselves have in mind the continuation of the war, then why invite them?"

For the first time Mr Starmer has confirmed he is prepared for British troops to be part of an international mission to safeguard Ukraine when fighting stops. He said: "I do not say that lightly. "I feel very deeply the responsibility that comes with potentially putting British servicemen and women in harm's way." Any British forces committed to Ukraine would be part of an international peacekeeping mission. He said the US should be a critical part of this. Mr Starmer called on Mr Trump not to exclude Mr Zelensky from talks, stating: "Ukraine must be at the table in these negotiations, because anything less would accept Putin's position that Ukraine is not a real nation." He went on: "We cannot have another situation like Afghanistan, where the US negotiated directly with the Taliban and cut out the Afghan government."

Zelensky Reveals Ukrainian Military Losses Since War Began

Continued from back page

Wars are often defined by numbers—territories gained or lost, resources spent, and, most tragically, lives affected. When conflicts stretch over years, these numbers grow into stark reminders of human cost. Behind every statistic lies a family, a community, and a nation struggling to endure the realities of war.

Ukraine Acknowledges Heavy Battlefield Losses

For nearly two years, Ukraine has fought to defend its sovereignty against Russia's full-scale invasion. The conflict has resulted in significant casualties on both sides, but official figures have remained tightly controlled. In a recent interview with NBC News, President Volodymyr Zelensky offered a rare insight into Ukraine's military losses. He also revealed that "tens of thousands" of troops remain missing in action or are believed to be held in Russian captivity.While Kyiv has been reluctant to publicly discuss casualty numbers, Zelensky's statement, reported by Digi24, sheds new light on the scale of human suffering caused by the war.

The Cost of War in Numbers

According to Zelensky, more than 46,000 Ukrainian soldiers have been killed since the invasion began in February 2022. Additionally, nearly 380,000 have been wounded in combat. Meanwhile, estimates from Ukraine's General Staff suggest that Russian forces have suffered a total of 859,920 casualties, though this figure does not differentiate between those killed, wounded, missing, or captured. Independent analysts warn that actual numbers may be even higher.

Ukraine's Stance on Peace Talks

Beyond the staggering human toll, Zelensky made clear that Ukraine will not accept any peace deal negotiated without its direct involvement. Speaking on NBC's Meet the Press, he rejected the idea of an agreement between Russia and the United States that excludes Kyiv, emphasizing Ukraine's right to shape its own future. As the war continues into its third year, Ukraine remains focused on both military resilience and diplomatic strategy—knowing that behind every statistic are lives that can never be replaced.

Trump 'demands £400bn' as peace talks in

Continued from back page

The contract Donald Trump's team presented to Volodymr Zelensky amid talks to end Russia's war in Ukraine reportedly goes way beyond previously reported demands for control of critical minerals, prompting panic in Kyiv. The Telegraph reported that the US President's demands for a $500bn (£400bn) "payback" from Ukraine for supplying arms over almost three years of fighting also covers various other assets, from ports and infrastructure to oil and gas, as well as the country's larger resource base.

The outlet said it had obtained a draft of the "Privileged & Confidential" pre-decisional contract, marked and dated Feb 7, 2025, which proposes that the two countries should form a joint investment fund with a view to ensuring that "hostile parties to the conflict do not benefit from the reconstruction of Ukraine". The newspaper described the document, which arrived at Zelensky's office a week ago, as amounting to the "US economic colonisation of Ukraine, in legal perpetuity", and claims it implied an impossibly high burden of reparations be imposed on Kyiv. It was met with consternation and panic among Ukrainian officials, the outlet says.

Freed hostages bring signs of life from depths of Gaza tunnels

Continued from back page

Families of some Israeli hostages in Gaza have received signs of life from their loved ones for the first time in more than a year via captives who have been freed over the past weeks in the ceasefire deal with Hamas. The messages, along with reports of their harsh conditions in captivity, have been carried by some of the 19 Israeli hostages freed so far in the ceasefire that took effect on January 19. While the reports have strengthened the families' hope to reunite with their relatives, they have also filled them with dread over their wellbeing. The emaciated appearance of three of the hostages freed on February 8 have only added to their fears.

Signs of life have come so far from at least 10 hostages who were among the 251 kidnapped during Hamas' October 7 attack on southern Israel, which triggered the Gaza war. Among them is Elkana Bohbut, 35, seized from the Nova music festival. A video of him bound and with a bloody face circulated on social media within hours of his abduction.

Almost 500 days later, through a freed hostage with whom he was being held in a Gaza tunnel, he asked his wife Rivka to listen every day to an Israeli pop song called "Warrior" and draw strength from it. "500 terrible days have passed, and this week, thank God, we received a sign of life. Elkana is alive but suffering in inhuman conditions," said Rivka Bohbot, before she quoted the song back to him on Saturday. "I promise you that we will not stop until you come back. We will never give up on you. Don't break, my beloved. Soon you will be home. Soon the nightmare will be over," she said, crying and smiling on the stage of a weekly hostage rally in Tel Aviv.

"500-DAY-LONG NIGHTMARE"

Marking 500 days of captivity, hostage families and their supporters held a day of protests across Israel, calling for the release of the 73 captives still in Gaza. Two of them are Gali and Ziv Berman, 27, twin brothers kidnapped from Kibbutz Kfar Aza, who are not among the 14 hostages slated for release in the first and ongoing phase of the ceasefire. Their family recently received confirmation that they are still alive, after last hearing that in November 2023, from hostages freed in a brief truce, their aunt Makabit Mayer told Reuters on Monday at Israel's parliament where she was speaking to lawmakers as part of the 500-day protests. "The difficulty is unbearable. It's an ongoing nightmare but the sign of life certainly breathed life into our lungs, it has given us air to breath. But since we know whose hands they are in, we know it can change at any moment," Mayer said.

A spokesman for Hamas' armed wing said in January that the militant group maintains the wellbeing of its captives Another hostage is Omri Miran, 47, who was last seen alive in April, in a video released by the militants holding him. He was kidnapped from his home in Kibbutz Nahal Oz, in front of his wife and two little daughters.

"(It has been) 500 days since I woke up every morning on October 7," said Omri's wife, Lishay Lavi Miran. "We don't want a sign of life. We want Omri to come back alive, here, to be with us." Though it is painful for her when their three-and-a-half-year-old daughter wakes up every morning and asks when her daddy is coming home, she said, the family will not give up. "We always have hope. We can't be without hope," said Miran.

The hostages were taken in the Hamas-led cross-border attack on October 7, 2023, which also killed about 1,200 people in southern Israel, according to Israeli tallies. Israel's retaliatory assault on Gaza has killed more than 48,000 Palestinians, according to Palestinian health officials, and laid waste to much of the enclave even as the hostages remained in captivity.

The hostages were taken in the Hamas-led cross-border attack on October 7, 2023, which also killed about 1,200 people in southern Israel, according to Israeli tallies. Israel's retaliatory assault on Gaza has killed more than 48,000 Palestinians, according to Palestinian health officials, and laid waste to much of the enclave even as the hostages remained in captivity.

Netanyahu 'committed' to Trump's plan to take over Gaza

Continued from back page

following news of Trump's surprise plan for the US to "take over" Gaza and "relocate" its 2.3 million people to countries such as Egypt and Jordan. International humanitarian law experts say the proposal amounts to ethnic cleansing. Netanyahu's defence minister, Israel Katz, announced the establishment of a new agency late on Monday to oversee the "voluntary departure" of Palestinians from Gaza.

A three-month-old ceasefire between Israel and the Lebanese militia Hezbollah is also in doubt ahead of Tuesday's deadline for Israel to withdraw remaining troops from its northern neighbour. In a briefing on Monday, Israel Defense Forces (IDF) spokesperson Lt Col Nadav Shoshani told reporters that Israeli forces would remain in five "strategic locations" over the border in order to protect nearby Israeli towns and villages, an announcement met with frustration by Lebanese officials.

Israel's security cabinet is set to decide on Monday evening whether to send a delegation to the Qatari capital, Doha, to discuss the difficult second stage of the Gaza ceasefire agreement. The second phase is scheduled to begin in early March, and would involve the complete withdrawal of Israeli forces from Gaza, effectively ending the war. The third phase is supposed to address the exchange of bodies, a reconstruction plan for Gaza, and future governance.

According to Israeli media, finance minister Bezalel Smotrich's far-right Religious Zionism party, which was opposed to the ceasefire, is still threatening to collapse Netanyahu's coalition if Israel does not return to fighting when the first stage of the truce expires.

It is widely believed at home and abroad that Netanyahu, afraid that losing office will leave him more vulnerable to corruption charges, has prioritised the survival of his government over a hostage deal.

While Israeli public opinion is unlikely to sway government decision making on the war, protests were held across the country on Monday to mark 500 days since Israeli hostages were kidnapped and taken to Gaza in the Hamas attack of October 2023 that triggered the conflict. In Jerusalem, dozens of demonstrators marched to Netanyahu's residence, chanting slogans and carrying banners that read "Home Now", before meeting lawmakers at the Knesset.

Captives have been released in batches of three or four in exchange for hundreds of Palestinian prisoners and detainees on a weekly basis since 19 January, but about 45 more Israelis and foreign nationals are not eligible for release until the second stage of the agreement.

Israel is preparing to receive the bodies of four hostages from Gaza on Thursday and is working on bringing back six living hostages in the next scheduled release on Saturday, an Israeli security official said on Monday. If the handovers are successful, the timeline for the start of the second stage of the truce will be moved up by a week.

Netanyahu has repeatedly publicly embraced Trump's plan for the US to take ownership of Gaza and redevelop the coastal strip as a resort, telling reporters on Sunday during a visit to Israel by the US secretary of state, Marco Rubio, that the government was "working closely" alongside Washington to implement the Trump proposal.The US president's vision for Gaza has been flatly rejected by the Palestinians and the rest of the Arab world, which is now scrambling to come up with alternatives.

Saudi Arabia is hosting a summit for delegations from Egypt, Jordan, Qatar and the United Arab Emirates on Friday, and the Arab League will convene to discuss the reconstruction of Gaza and governance options on 27 February. Reuters reported on Monday that the EU is planning to tell Israel next week that Palestinians displaced from their homes in Gaza should be ensured a dignified return and that Europe will contribute to rebuilding the shattered territory.

In Lebanon, the IDF said the decision to maintain five positions in the country was a temporary measure that was approved by the US-led body monitoring the truce. The ceasefire was extended for another three weeks after the first deadline at the end of January. Lebanon's president, Joseph Aoun, said in a statement that Lebanese officials were working diplomatically to achieve the Israeli withdrawal, and that he "will not accept that a single Israeli remains on Lebanese territory". Under the agreement, the Lebanese army and UN peacekeepers are supposed to patrol a buffer zone after the Israeli pullout.

Also on Monday, the Israeli military said it had killed Muhammad Shaheen, a Hamas leader, in an airstrike in Sidon in southern Lebanon. The attack was the deepest Israeli strike on Lebanese territory since the ceasefire went into effect in November, freezing a two-month-old Israeli ground operation. Iran-backed Hezbollah and Israel began trading cross-border fire on 8 October 2023, a day after the Hamas attack that began the war in Gaza.

This is Farage's moment of reckoning

Continued from back page

Even Boris Johnson, who may or may not be considering a political comeback, half-rose to the occasion by telling GB News that Ukraine's path to Nato membership must remain open, while former defence ministers are sounding loud alarm bells over the exclusion of Ukraine from talks about its future.

And if you would rather rip your ears off than listen to any of these people – well, it's not you who will determine how big Reform grows or whether it can essentially do to the Conservative party what Trump did to the Republicans; this time, it's an audience that does take its lead from TalkTV and GB News that is in the driving seat. If Britain is to build an effective firewall against the madness currently sweeping the US and parts of Europe, then what the British right does – how far it chooses to hold the line against the extremists in its midst – matters enormously. Having to defend either the White House or the Kremlin line over the shameful betrayal of Ukraine is kryptonite to Reform, a rare issue where it is uncomfortably out of step with British public opinion on an issue that will profoundly shape the next few years, and it should be made to own it.

Existing Reform voters are by far the most pro Trump of any party, with 54% saying they were happy to see him elected in November compared with 16% of voters overall, according to YouGov. But it is what's left of the Conservative vote Nigel Farage needs to win over – and only 20% were happy to see this particular Republican in the White House even before it became clear exactly what he was going to do.

Being painted as a Putin apologist, meanwhile, is, if anything, even more electorally toxic than being pro Trump: just ask any Labour MP forced to defend Jeremy Corbyn's handling of the Salisbury poisonings to angry constituents. Though war fatigue has crept in lately, with 32% of Britons favouring a negotiated settlement in Ukraine rather than fighting until the Russians withdraw, that's still a minority view; and fewer still will want to see the Ukrainians come out of that settlement badly, as Farage himself acknowledged last week by suggesting Nato membership should remain on the table for them.

So Labour should have no qualms whatsoever about punching that bruise, reminding its Reform-curious voters that Farage once named Putin as the world leader he most admires. Do they really want him anywhere near the levers of power, at a time when British troops will potentially soon be in harm's way along a new frontline with Russia? And if any of Trump's threatened trade tariffs come to pass, and start costing jobs in what is left of UK manufacturing industries, his British cheerleaders should be made to own that too.

But it can't just be Labour that holds the Trumpian right accountable, which is what makes Badenoch's morning of mud-wrestling with Farage (due to speak at the same conference she was addressing) so ill judged. This wasn't the week to go grumbling for support from Trumpworld, but to stand well back and watch Reform MPs squirm on the hook they made for themselves. For there is no such thing as a free lunch, even at Mar-a-Lago: being part of the court of Trump means sooner or later feeling obliged to defend the indefensible, which inevitably comes at a price back home. For all those on the British right who have basked in his favour, let this be a moment of reckoning.

SURMA
47 Years
Issue 2363
21 - 27 February 2025
Britain's Highest Circulated Bangla Newsweekly

Keir Starmer gives chilling warning to Donald Trump over Putin danger

Page 10

NETANYAHU 'COMMITTED' TO TRUMP'S PLAN TO TAKE OVER GAZA

Benjamin Netanyahu has reiterated that he is "committed" to Donald Trump's plan to take over and develop the Gaza Strip, amid uncertainty over whether Israel will send a delegation to Qatar to discuss the second stage of the fragile ceasefire in the war with Hamas. In a statement on Monday, the Israeli prime minister said: "Just as I have committed to, on the day after the war in Gaza, there will be neither Hamas nor the Palestinian Authority. I am committed to US president Trump's plan for the creation of a different Gaza."

The remarks come after a report by Sky News Arabia on Sunday night that Hamas was prepared to hand over control of Gaza to its West Bank-based rival, the semi-autonomous Palestinian Authority (PA), following pressure from mediator Egypt. The broadcaster said, citing Egyptian sources, that the Palestinian militant group had agreed to the establishment of a temporary committee to oversee the reconstruction of the territory, which has been levelled by Israeli airstrikes over 16 months of war.

Netanyahu's latest comments will weigh heavily over the future of the month-old truce after it almost collapsed last week

Page 11

THIS IS FARAGE'S MOMENT OF RECKONING

Timing is everything in politics. So when the leader of the opposition realised she was due to be making a speech heaping praise on Donald Trump, just as the president plunged her own country into a national security crisis, you might think even she would have hesitated. But seemingly nothing can keep Kemi Badenoch from a culture war, not even the threat of an actual war. So, at a rightwing conference in London on Monday morning, she duly ripped into corporate diversity policies, climate activism, Keir Starmer taking the knee four and a half years ago, and various other imagined threats to western civilisation that are not forcing Britain to consider deploying troops against them, before concluding triumphantly that when people ask her what difference a change of leader makes, her answer is, "Take a look at President Trump."

Those words should be replayed over and over again for as long as Badenoch remains leader of the opposition, which at this rate may not be very long. For once, it's not just the liberal left who are looking at Trump and recoiling in horror. Ukrainian sovereignty was a cause unusually close to rightwing hearts, too: Reform UK's deputy leader, Richard Tice, was torn apart by TalkTV's uber-Brexiter Julia Hartley-Brewer for attempting to defend Trump's shameful betrayal of Ukraine, in an encounter that went viral on X. "Which part of Britain would you give away if we were invaded?" demanded Hartley-Brewer, before scoffing: "I just thought Reform cared about national borders and sovereignty."

The former Telegraph editor and Margaret Thatcher biographer Charles Moore, a frequent visitor to Kyiv, thundered that Trump's withdrawal was a "disaster for security", leaving Putin free to exert deadly dominance in Europe: "Even Stalin never won that much." There is a strain of the old British right for whom patriotism still means more than ranting about immigration, and when Moore is singing from the same hymn sheet as John Major – who warned of a direct threat to western democracy – it's a sign they have woken up.

Page 11

Zelensky Reveals Ukrainian Military Losses Since War Began

Page 10

Freed hostages bring signs of life from depths of Gaza tunnels

Page 11

Trump 'demands £400bn' as peace talks in Saudi Arabia begin

Page 10

CHIEF EDITOR: Farid Ahmed Reza ▮ EDITOR: Shamsul Alam Liton
SURMA News Group Ltd - The Whitechapel Centre (Room S6), 85 Myrdle Street, London E1 1HL
Email: info@surmanews.com / news@surmanews.com **ADVERTISING**: 07946 112 633 or **Email:** advert@surmanews.com www.surmanews.com